৭। ইতিমধ্যে ছোটলাট কতকগুলি বড় বড় সাহেব প্রতিবেশীর সহিত 'মোটর কার' চালাইয়া কলিকাতা হইতে আসেনসোল বেড়াইয়া আসিয়াছেন।

৮। বৈজ্ঞানিক ও ইণ্ডষ্ট্রিয়াল সভার উদ্যোগে ১৫টী ছাত্র জাপান, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যাত্রা করিতেছেন। এই সভা ইহাঁদের শিক্ষাদির ব্যয়ভার বহন করিবেন।

৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট গঠনে যে ভ্রম হইয়াছিল, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এক নূতন আইন জারী করিয়া তাহার সংশোধন করিয়াছেন।

১০। রুস-জাপান যুদ্ধে দুই পক্ষের জয় পরাজয় চলিয়াছে। জাপানীরা রুষ রেলওয়ে আরও নষ্ট করিয়াছে।

১১। ১৪ই ফেব্রুয়ারি পার্লেমেণ্ট খুলিয়াছে। জনরব শীঘ্র ইহার ধ্বংস হইয়া নূতন পার্লেমেণ্ট সংগঠনের সম্ভাবনা। উদার নৈতিক দল মহোৎসাহে জয়লাভের আয়োজন করিতেছেন।

১২। গত ৯ই ফেব্রুয়ারি চিফ সেক্রেটারী কার্লাইল সাহেবের আফিসে মূক-বধির বিদ্যালয়ের দ্বাদশ বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে।

১৩। গত ২১এ জানুয়ারি ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের অপার সার্কলার রোডস্থ নূতন বাটী প্রতিষ্ঠোপলক্ষে উপাসনা হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। শিখের বলিদান—শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র, বি এ প্রণীত, মূল্য ৵৹ আনা। ধর্ম্মের জন্য যে সকল শিখ বালক ও প্রৌঢ় ব্যক্তি প্রাণদান করিয়া মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্চর্য্য ধর্ম্মবীরত্বের কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা পড়িতে পড়িতে রোমাঞ্চ হয়। বাঙ্গালী যদি জাতি হইতে চাও, দেশ-হিতে এইরূপ প্রাণ দিতে শিক্ষা কর। বিদুষী লেখিকার লেখনীকে আমরা ধন্যবাদ করি।

২। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি—শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত, মূল্য ২৸৹ টাকা। রয়াল ৮ পেজী ২৫০ পৃষ্ঠা। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়গণের রচিত ১০১টী ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সুন্দররূপে মুদ্রিত। গানগুলি যে সুন্দর, মধুর ও ভক্তিরসপূর্ণ, বলা বাহুল্য। সঙ্গীতশিক্ষা বিষয়ে ইহা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। প্রত্যেক সঙ্গীতশিক্ষার্থীর নিকট এ গ্রন্থখানি রাখা আবশ্যক।

৩। নিকাশ আখিরী, স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী এবং চিত্তস্পন্দন পশ্চাৎ সমালোচ্য।

বামারচনা।

মহর্ষির স্বর্গারোহণ-গীতি।

সিন্ধুবিজয়—তেওরা।

এ যে শোভাময় অমর ধাম।
জ্যোতির্ম্ময়ী-কোলে; ধ্যান গম্ভীর
ঋষিরাজে হে।
সুধা নির্ম্মল, পান বিভোর;
দুঃখ তাপ নাহি আর;
পূর্ণ অন্তর প্রেম-রসে,
দেব-বীণা বাজিছে।
'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' ধ্বনি
ধরণী গগন ছাইছে;
মঙ্গলশান্তরূপে যে লোক পূর্ণ
দিবস যামী হে,
আলোক আঁধার ভেদ নাহি আর—
রুদ্ধ ইন্দ্রিয়-দ্বার হে,
(সেথা) আত্মার জ্যোতে পরমাত্ম-কোলে
অচ্যুত আনন্দে শোভে হে॥

শ্রীকুসুমকুমারী দাস

বসন্ত পঞ্চমী।

বসন্ত পঞ্চমী পুনঃ আসিল ধরায়।
ভক্তগণ মহোল্লাসে, আনন্দ-সাগরে ভাসে,
বৎসরেক পরে আজি হেরি শারদায়।
আজি বঙ্গে ঘরে ঘরে, মার পদ পূজা
করে,
ধরণী সেজেছে সুখে নবীন সজ্জায়।
মায়ের আহ্বান তরে, কোকিল পঞ্চম
স্বরে,
গাইছে আনন্দে বসি বকুল শাখায়।
এস লো প্রকৃতি রাণী! পূজি মার
পা দুখানি,
শান্ত কর বীণাপাণি দুঃখিনী কন্যায়।
কাঁদি মা, মা, মা, মা বলে, ভাসি সদা
আঁখি জলে,
এস গো মা মুছি আঁখি হেরিয়া তোমায়।
ফল পুষ্প বিল্বদলে, সুশীতল গঙ্গাজলে,
রেখেছি সাজায়ে ডালা পুজিতে তোমারে,
কৃপাময়ী! কৃপা করে, এস আজি মোর
ঘরে,
দিব অর্ঘ্য প্রাণভরে তব রাঙা পায়।
(তোরা) মার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিবি যদি
আয়।

শ্রীমতী চারুশীলা দাসী।

প্রীতিমুগ্ধা।

সখি!
জানি না গো কি নয়নে দেখেছি তোমায়।
হেরিলে ও বিধুমুখ উথলে পরাণ।
কি নত মধুর ভাব আনত আননে,
বলিতে পারি না সখি! বিবশ হৃদয়।
ও রূপমাধুরী হেরি বড় প্রীত আমি।
দীন হীন অতিঘৃণ্য এ জগতমাঝে
আমি বড় অভাগিনী, জানি না বুঝি না
কেন দেবী প্রেমসুধা ঢাল এ হৃদয়ে।
অতি উচ্চ সুমহান্ ও তব পরাণ,
পদস্পর্শযোগ্য হিয়া নহেত আমার,
স্বভাব-সৌরভে মোহিয়াছ কেন প্রাণ?
চিরদিন এ ভাবে ত পাবনা তোমায়।
না হেরি ও মুখশশী রহিব কেমনে?
শান্তিপ্রদা দেবী তুমি এ ছার হৃদয়ে,
কে বুঝিবে কি বুঝিবে তোমার বিরহ
কতই করিবে দগ্ধ তাপিত পরাণ!
কেন কেন প্রাণাধিকে! মোহিলে পরাণ?
কেহত কখন ভাল বাসেনি আমায়,
তুমি কেন বাঁধিয়াছ অচ্ছেদ্য বন্ধনে?
ভাল বাস—নাই বাস—চিরদিন মম,
চাহিনা তোমার হৃদি হেরিতে নয়নে,
আমি ভালবাসি সুখে গোপনে সতত
প্রেম পুষ্পাঞ্জলি দিব কোমল চরণে।

কুসুমকুমারী রায়।

মাতৃপদে।

পূজিতে তোমার চরণ দুখানি
বড় সাধ করে এসেছি মা।
আনিয়াছি তাই অঞ্জলি পূরিয়া
লয়ে ভক্তি-অশ্রু আর আছে গো যা। ১

তোমারি স্নেহেতে লভিনু জনম,
তোমারি যতনে হয়েছে জ্ঞান,
যা কিছু আমার, তোমারি প্রসাদে,
তোমারি দয়ায় পেয়েছি প্রাণ। ২

কি দিয়ে তোমায় দিব প্রতিদান?
জগতে এমন কিছু না মেলে;
তাই সাধ মনে মায়ের চরণে
থাকিব সতত স্নেহেতে গলে। ৩

আঁখি!
দাও মোরে আজি তব পূত বারি,
ধোয়াব মায়ের চরণ দুটী।
সফল হইবে জনম তোমার
আজি লো মায়ের চরণে লুটি॥ ৪

হৃদয়ের ফুল তুলিয়া যতনে
ভকতি চন্দন মাখায়ে তায়,
কৃতার্থ হইবে জীবন আমার
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মায়েরি পায়। ৫

এ বিনা আমার কি আছে মা বল,
কি দিয়া তোমারে পূজিব হায়!
স্নেহ সরলতা যা ছিল সম্বল,
সঁপেছি সকলি তোমারি পায়। ৬

বহু যত্নে মাগো গাঁথিয়াছি মালা,
শ্রীপদ-পঙ্কজে সঁপিব বলে,
ঘৃণা করে তাহা করোনা বর্জ্জন,
দয়া করে রেখ চরণ-তলে। ৭

কর আশীর্ব্বাদ যেন নিরন্তর
তোমার চরণে রহে গো মতি,
সুখেতে দুঃখেতে বিপদে সম্পদে
লভি মা ও পদে পরম গতি। ৮

শ্রীমতী সুশীলাবালা দাসী।

রৌদ্র নাই।

রৌদ্র নাই—মেঘে ঢাকা অনন্ত আকাশ,
চৌদিকে হিমানী শৈত্য নিয়ত প্রকাশ।
প্লেগের ভীষণ ডঙ্কা বাজিছে প্রবল,
হানিছে হৃদয়ে বাজ উগারি অনল।
সুবর্ণ দেউটি হায়! নিভিছে পলকে,
কালী ধূম ভস্ম ছাই মাখা মুখে বুকে।
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস হতাশ অসীমা,
শোকের বেদনাময়ী মুরতি কালিমা।
করুণ ক্রন্দন রোলে বিদারি অম্বর,
ধ্বংসকারী ভেরিধ্বনি ঘোষিছে প্রখর।
কেন দেব! কেন হেন তীব্র সুশাসন,
দয়াময় তব রাজ্যে কেন অলক্ষণ!
আবার পাঠালে বুঝি সাক্ষাৎ শমন!
প্লেগরূপী পিশাচিনী করিবে ভক্ষণ
তোমার সাধের এই সুরুচি কানন!
ছিন্ন ভিন্ন করিবে কি ঝটিকা ভীষণ?
বিশ্বেশ্বর! কাশীধামে রবে না কি আর?
উত্তরবাহিনী নদী হবে রুদ্ধদ্বার?
শবময়ী "মণিঘাট" সারা নিশি দিন,
চিতাবহ্নি বক্ষে ধরি শুধু রবে চিন্।
কোথা মাগো অন্নপূর্ণা মহাশক্তিরূপা!
রক্ষ রক্ষ ভবপুরী ওগো ভব-ভূপা।
তিলে তিলে কে নাশিছে তব প্রজাচয়?
অনিবার্য্য হলাহল করে বিশ্ব ক্ষয়।
ক্ষিতিতল রন্ধ্র মাঝে ক্ষুদ্র মূষিকায়
কে সৃজিল বিষ-বীজ শিরায় শিরায়?
পুণ্যময়ী বসুন্ধরা কলঙ্কে পূরিল,
পবিত্র অমল গাত্রে গরল মাখিল।
কোথা আর্য্য মহামুনি ঋষি মহাঋষি,
ধর্ম্মপ্রাণ জিতেন্দ্রিয় তাপস তাপসী।
যজ্ঞাহুতি হোমকুণ্ডে ঢাল ধরাপাত্রে,
কলুষ কলাপ-ভরা হলাহল গাত্রে।
মৃত-সঞ্জীবনী ধারা বহাও জননী।
অমৃতে প্লাবিত কর এ বিশ্বধরণী।
আর না সহিতে পারি প্লেগের নিনাদ,
মেঘমন্দ্রে গরজিছে, ঢালিছে বিষাদ।
বিদায়ের "রামনাম" শুনিয়ে সঘনে,
সশঙ্কিত বিত্রাসিত অশুভ চিন্তনে।
হে মঙ্গলে! বিশ্বমাতা হওগো সহায়।
নিবার এ মারীভয়, উদ্ধার এ দায়।
হেরি দেখ ও কল্যাণী! শোকাতুরা মাতা
ধূলায় লুটায় যেন শুকান সে পাতা।
যতনে মুছাও দেবী! অভয় অঞ্চলে
অভাগীর অশ্রুজল বক্ষ ফাটি গলে।
পূর্ণ বিষাদের চিত্র কেন গো রচিছ,
শিল্পময়ী তব শিল্পে কালিমা ঢালিছ?
শোক তাপ উষ্ণশ্বাস নিভাও নিভাও,
স্বাস্থ্যভরা শান্তি দীপে আলোক দেখাও।
আঁধার হবে কি ধরা তোমার চরণে,
কেঁদে কেটে যাবে দিন অকাল মরণে?
সুদৃঢ় ফলকে তব আচ্ছাদ মেদিনী,
রক্ষ জীবে জগদ্ধাত্রী জীব-নিস্তারিণী।

মনোজবা-রচয়িত্রী।

শিশু।

কি পবিত্র হাসি শিশু তোমার বয়ানে,
দেখিয়া আনন্দ উৎস উথলে পরাণে॥
স্বর্গীয় সঙ্গীত সম,
সুললিত অনুপম,
তোমার মুখের অই আধ আধ বাণী,
(বুঝি), শুনিতে ইচ্ছুক সদা ত্রিদিবের
রাণী॥ ১

নির্ম্মল মুকুর সম তব হৃদিখানি,
কোন্ উপাদানে বিধি গড়িল না জানি,
সংসারের মলিনতা,
নাহি পায় স্থান তথা,
হে বৎস! বিধির বরে কিবা তপস্যায়,
লভিলে এ হেন হৃদি এ মর ধরায়। ২

আত্ম-পর-ভেদ জ্ঞান নাহিক তোমার,
বিশ্বের সকলে তাই ভাব আপনার;
নীচ মানবের মত,
স্নেহ প্রেম ব্যক্তিগত
দিয়ে, কলঙ্কিত হৃদি করনা কখন,
তাইত তোমার গুণে মুগ্ধ সর্ব্বজন। ৩

নির্ভরতা মহামণি কে দিয়ে তোমায়
সাজালে অপূর্ব্ব সাজে বল এ ধরায়?
তাই তব ও জীবন,
করি মায়ে সমর্পণ,
থাকহ নিশ্চিন্ত ভাবে হায়রে সদায়,
সুখ দুঃখে সমভাবে স্মরিয়া সে মায়। ৪

আমাদেরো আছে ত মা স্মরি না তাঁহায়,
অনিত্যে ভুলিয়া থাকি করি হায় হায়!
মাতার স্নেহের ধার,
শোধিবারে একবার,
হয় নাক ইচ্ছা হায়! পাষাণ হিয়ায়,
জ্বলে পুড়ে মরি তাই অনন্ত জ্বালায়।

শ্রীরাজলক্ষ্মী ঘোষ—মাধপুর।

বিবিধ প্রকৃতি।

ইন্দু নির্ম্মল, রবি উজল,
কানন অতি শ্যামল;
ফুল পুণ্য মধুরা আঁকা বাঁকা লতা
মৃদুল বায়ে চঞ্চল।
কৃষ্ণ-অলি মধু-মক্ষিকা
ডুবিয়া মধুর সরসে;
সরিৎ সুন্দরী বীচিমালা ধরি,
সাগরে চলেছে হরষে।

ঊষা জগত-বিমোহিনী
বীণাবাদিনী মগনা গীতে,
গলে ফুলময় হার, চুলে পুষ্পভার,
প্রেম-পূরিত চিতে।
কনক-বসনা আলোক-ভূষণা
প্রণয়-স্ফুরিত হৃদয়ে,
দেবী—হাস্যভরাননে, সর্ব্ব স্থানে ভ্রমে
অংশুমালিকা গাঁথিয়ে।

অন্নদাসুন্দরী দাস।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 499-500. March & April, 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪২ বর্ষ। ৪৯৯-৫০০ সংখ্যা। ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩১১। ৮ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজ-সমাগম—আগামী শীতকালে 'রিনাউন' নামক পোতে যুবরাজ এডওয়ার্ড সস্ত্রীক ভারতে আসিয়া ছয় মাস কাটাইবেন। আমরা সাদরে তাঁহাদিগকে আহ্বান করি। তাঁহারা আসিয়া রাজধর্ম্মের পরিচয় দিয়া দুর্ভাগ্য ভারতবাসীদিগকে আশ্বাসিত করুন্।

দাম্পত্য মিলন—লেডি কর্জন বঙ্গে উপস্থিত হইলেই লর্ড কর্জন তথায় গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। ঈশ্বর দম্পতীকে সুখী করুন এবং তাঁহারা ভারতকে সুখী করুন্।

টাউনহলে বিরাট সভা—(১) কলিকাতাবাসী সকল শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকদিগের অনুরোধে কলিকাতার সেরিফ স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণার্থ মহাসভা আহ্বান করেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সভাপতির কার্য্য করেন এবং সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব ধার্য্য করেন।

(২) কোনও রাজ-প্রতিনিধির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। দুঃখের বিষয় সুদক্ষ লর্ড কর্জনের ক্রিয়াকলাপে তাহাই ঘটিল। লোকে লোকারণ্য, টাউন হলে কিছুমাত্র স্থান ছিল না। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া লর্ড কর্জনের রাজনীতি এবং প্রতিকূল কার্য্য সকলের তীব্র সমালোচনা করেন। লর্ড কর্জন মিউনিসিপাল আইন দ্বারা স্বায়ত্তশাসনের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা-নীতি ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় আইন দ্বারা দেশের উচ্চশিক্ষার পথ রোধ করিয়াছেন। উচ্চ পদ সকল প্রতিযোগিতা পরীক্ষার পরিবর্ত্তে রাজপুরুষদের অনুগ্রহের অধীন করিয়া-

ছেন। গুপ্তবিধিদ্বারা ইউরোপীয় ও দেশীয় সকল সংবাদপত্রের মস্তকোপরি খড়্গ ঝুলাইয়াছেন। বঙ্গ-অঙ্গচ্ছেদের আয়োজন করিয়া বাঙ্গালী জাতির মহা অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়াছেন এবং এ বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় অনর্থক সমুদায় ভারতবাসীর চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়াছেন। এই সকল অভিযোগপূর্ণ নির্দ্ধারণ লর্ড কর্জনের প্রভু ষ্টেটসেক্রেটারীর গোচর করা হইবে। আমাদের বড় লাট মহোদয় পত্নীর প্রভাবে সুমনা ও সুযশস্বী হউন।

বেথুন কলেজের পারিতোষিক—গত ৯ই মার্চ্চ বেথুন কলেজের ছাত্রীদিগের ৫৬ বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ সম্পন্ন হইয়াছে। লেডী ম্যাক্লিন পারিতোষিক দান করেন এবং সার আরণ্ডেল সভাপতিরূপে বক্তৃতা করেন।

রাজ-মৃগয়া—লর্ড কর্জন বিশ্ববিদ্যালয়ে পারিতোষিক-বিতরণে দেশীয়দিগকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়াই আসামের কালাবাড়ীতে শিকারে যান। শিকারে বেশ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

স্ত্রীবাগ্মী—বিবি এনি বেসাণ্ট লাহোরে দৈব ও পুরুষকার বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। এদেশের লোকে কেবল দৈববাদী হইয়া অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছেন, পুরুষকারের শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য জাতি আমাদের শিক্ষাগুরু।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান বালিকা—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় গুলবাবুনাম্নী এক মুসলমান বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্তের এই প্রথম।

বিদ্যাসাগর জীবনী—অম্বালা-নিবাসী পণ্ডিত মাধোরাম পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত উর্দ্দু ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। এ মহৎ-চরিত ভারতের সকল প্রদেশে সকল ভাষায় প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

ভূমিকম্প—গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী নাগাপাহাড়ে মককচং নামক স্থানে একটি ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল।

বিধবা-বিবাহ—গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী মসলিপটমে প্রথম বিধবা-বিবাহ মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ভালুর রাজার বাঙ্গালায় বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোক ও মহিলাগণ সমেত প্রায় দুই হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। বর নোবল কলেজের বিএ ক্লাশের ছাত্র শ্রীমান্ চেভারাধু জগন্নাথ রাও। কন্যা শ্রীমতী আদিলক্ষ্মা। অনেকে অনেক প্রকার যৌতুক দিয়াছেন। ১৪ই তারিখে বরকন্যাকে লইয়া ঘটা করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করা হয়।

বরফে মৃত্যু—গত ২৩এ মার্চ্চ ডির মধ্য দিয়া চিট্রোলে ১৬ জন ডাকপেয়াদা মেল ডাক লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় বরফ-স্রোত (avalanch) আসিয়া পড়াতে ১৫ জন মারা যায়। এক ব্যক্তি বাঁচিয়াছিল, সে স্থানীয় অপর লোক সকলকে ডাকিয়া ডাক উদ্ধার করে।

জাপানি মহিলাদের নিত্যকর্ম্ম।

আমাদের দেশের মহিলাগণের সহিত জাপানি মহিলাগণের কত পার্থক্য! আমাদের দেশের মহিলাগণ ভাবেন যদি তাঁহারা রান্নাবান্না করিয়া পরিজনের দশ-জনকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতে পারিলেন, তবেই নিত্যকর্ম্মের অধিকাংশই সম্পন্ন হইল। তাহার পর যাহা একটু অবসর মিলে, সে সময়টা তাঁহারা পাড়া প্রতিবেশীর সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যয় করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে এমন দেখা যায় তাঁহারা পরচর্চ্চায় এত নিমগ্না যে, কোলের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে রীতিমত দুগ্ধপান করাইতে ভুলিয়া যান। তাহার পর ছেলেটির যদি ব্যারাম পীড়া কিছু হইল, গৃহিণী একবারে হতজ্ঞান হইয়া ডাক্তার ডাকিতে পাঠান। পারিবারিক মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেকে যে একবারেই অজ্ঞ, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। যদি জানিতাম যে, আমাদের দেশের মেয়েরা গৃহকর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে জানেন, তাহা হইলে না হয় তাঁহাদের অন্যান্য দোষগুলি অনেকটা ক্ষমার যোগ্য মনে করিতাম। তাঁহাদের মুখে প্রায়ই শুনা যায়, তাঁহারা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত, কাজেই আপনাদের দেশের বা জাতির দশটা খবর রাখিবার অবসর পান না। আপনাদের সুখসচ্ছন্দতা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহাই যাহারা ভালরূপ জানেন না, তাঁহাদের নিকট স্বজাতি বা স্বদেশের উপকারের প্রত্যাশা করা বৃথা। এদিকে তাঁহাদের জাপানি ভগিনীদের শিক্ষা, পারিবারিক পরিচর্য্যা, স্বদেশ-প্রেম, সন্তান-বাৎসল্য দর্শন করিলে মনে হয়, ভারতের মহিলাগণ কোন গভীর অজ্ঞান-তিমিরে নিমগ্না।

জাপানি মহিলাগণ গৃহকর্ম্ম এমন মিত-ব্যয়িতার এবং সুশৃঙ্খলতার সহিত নির্ব্বাহ করেন যে, পরিবার হাজার দরিদ্র হইলেও উহাকে দারিদ্র্য-ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। পুত্রকন্যাদিগকে কিরূপে মানুষ করিতে হয়, উহা তাঁহারা জানেন। এই বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়, এই সব ক্ষুদ্র কুটিরবাসিনী মহিলাগণ স্বদেশকে যে বীররত্ন উপহার প্রদান করিয়াছেন, উহা ইতিহাসের পত্রে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। কেবল স্বদেশের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ কেন, এই কর্ম্মময় সংসারের জীবন-সংগ্রামে চারিদিকেই এই জননীদের চরিত্র-প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের মাতাদের অমনোযোগি-তার জন্য আশৈশব আমাদের মনে ভীরুতা ও কাপুরুষতার ভাব প্রশ্রয় পায়, আত্মনির্ভরের ভাব ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়। জুজুর ভয়ে কত বালকের সৎসাহসের লোপ পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। জাপানের জননীরা যাহাতে পুত্রকন্যাগণ স্বাধীনভাবে ছুটাছুটি করিয়া খেলিতে

পারে, উহারই উপায় করেন এবং উহার জন্যই উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। পুত্রকন্যাদিগকে কখনও তীব্র ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করেন না। কোনরূপ দোষ করিলে স্নেহমমতার স্বরে ছেলেকে বুঝাইয়া দেন যে, তাহার ত্রুটি হইয়াছে। এই জন্যই এখানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে কেমন কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন দেখা যায়। সচরাচর এখানে ঝগড়া বিবাদ নাই, ক্বচিৎ কখনও ঘটিলেও উহারা নিজে আপোসে মিটাইয়া লয়। আমাদের দেশে পুত্রকন্যাদির জন্য মাতাতে মাতাতে যেমন ঝগড়া বিবাদ ও যুদ্ধাভিনয় দেখা যায়, জাপানে তেমনটী এ পর্য্যন্ত কখনও দেখি নাই। ছেলেদিগকে ক্রন্দন করিতেও সচরাচর দেখা যায় না। এই সবই মাতার সুশিক্ষার ফল। চারি বৎসরের শিশুর নিকট মাতারা যে সব বীরত্ব ও পুণ্যকাহিনী বিবৃত করেন, উহা তাহার ধমনীমজ্জাতে গ্রথিত হইয়া যায়। শিশুরা অতি শৈশব হইতেই এক মহা উচ্চ লক্ষ্য লইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। এখানে ছেলেদের ক্রীড়া—ব্যায়াম ও যুদ্ধ শিক্ষা, এবং মেয়েদের—শিল্পকার্য্য ও উদ্যান ভ্রমণ। এই জাতির ছেলে মেয়েরা প্রকৃতিকে যেমন সম্বর্দ্ধনা করিতে জানে, এমন জগতে আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা অতি শৈশব হইতে স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ জ্ঞান শিক্ষা করে, এবং উহার বিষময় ফল সন্তানেরা যৌবনোন্মুখেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের দিকে তাকাইলেই দেখা যায় যে, সাধারণতঃ বালক বালিকা হইতে বৃদ্ধ নর নারী পর্য্যন্ত এই স্ত্রীপুরুষের পার্থক্য লইয়া এত নিমগ্ন যে, উহাঁদের মনে কোনও প্রকার উচ্চ চিন্তা স্থান পাইবার অবসর পায় না। ৩৪ বছর হইতে ছেলে মেয়েদের মনে বিবাহের ভাব দেওয়া হয়। এ দেশে ১৭, ১৮ বৎসরের বালক, ১৪, ১৫ বৎসরের বালিকা স্ত্রী পুরুষের বিভিন্নতা ক্বচিৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে। উহারা পরস্পরের সহিত এমন পবিত্র এবং স্বাধীন ভাবে মিলিতে পারে যে, উহা দেখিলে মনে হয় কেন এই জাতির উচ্চ চিন্তা ও উচ্চ ভাব জাতীয় উন্নতির দিকে প্রসারিত হইবে না। যতই জাপানিদের সহিত মিশিতেছি, ততই দেখিতেছি উহাদের সহিত আমাদের কত বিভিন্নতা!

যাহারা জাপানের ভদ্রসমাজের সহিত মিশিয়াছেন, তাঁহারা জানেন জাপানের পারিবারিক উন্নতি কিরূপ। আমি কোনও একটি ভদ্র পরিবারের অবস্থা জানি যাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনও অভিভাবক নাই। কর্ত্রী প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত জীবিকার জন্য গৃহে বসিয়া নানা প্রকার শিল্পকার্য্য করিয়া থাকেন, এই কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে গৃহকার্য্য করিতে হয় ও ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষার যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিতে হয়। ইহা দেখিলে মনে হয় জাপানের রমণীরা যথার্থই দেবী। পরগলগ্রহতা

যে দেশের রমণীদিগের নিকট ঘৃণনীয়, সে দেশের উন্নতিক্রম যে দ্রুতগামী হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? জাপানের মেয়েরা ২০।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুল কিম্বা কোনও শিল্প-শিক্ষালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং যে পর্য্যন্ত কোনও প্রকার ব্যাবহারিক শিল্পশিক্ষায় পারদর্শী না হন, সে পর্য্যন্ত আপনাদিগকে সাংসারিক জীবনের অযোগ্যা মনে করেন। এমন কি একটি চাষার মেয়েকেও বিবাহের পূর্ব্বে কতক-গুলি শিল্প শিক্ষা করিতে হয়। এই শিল্পই তাহাদের গুণের পরিচায়ক। আমাদের দেশে এই জাপান হইতে যত সুন্দর সুন্দর জিনিষ যায়, তাহার অধিকাংশই মেয়েদের হস্ত-নির্ম্মিত। জাপানি মেয়েদের শিল্পনিপুণতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। একদিন কোনও ভারতবাসী যুবককে কেহ একটী কৃত্রিম পুষ্প উপহার প্রদান করেন। পুষ্পটি এমনই জীবন্ত যে, তিনি উহা গ্রহণ করিয়া বার বার আঘ্রাণের চেষ্টা করেন, ইহাতে তিনি হাস্যাস্পদ হন।

আমাদের দেশে অনেক রমণী ভাবেন যে, মেয়েরা উচ্চশিক্ষা পাইলেই স্ত্রীচরিত্র অনেকটা বদলাইয়া যায়। জাপানে আসিয়া যদি একবার দেখেন, তবে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন তাঁহাদের মত কত ভ্রান্ত। এখানকার এক একটি মেয়ে আমাদের দেশের B. A., M. A. পাশ করা মেয়ে অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে, বরং অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। উহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকার্য্য এবং গৃহকর্ম্মে এমন সুদক্ষ যে, উহাদিগকে দেখিলে উচ্চশিক্ষার মহিমা মনে সততই উদিত হয়। আমার মনে হয় জাপানের প্রায় প্রত্যেক বয়স্কা কন্যা জানেন, পরিজনের প্রতি, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি। রমণীরা স্বদেশের মঙ্গলের জন্য প্রিয়তম পুত্রকে সংগ্রামে প্রেরণ করিতে একটুও বিমুখ হন না। তাঁহারা জানেন রোগ, শোক, জরাতে এই জীবন যখন একদিন শেষ হইবেই হইবে, তখন কেন এক মহৎ উদ্দেশ্যে এই জীবন উৎসর্গীকৃত হউক না। এই ভাবটী ব্যক্তিগত নহে, জাপানে জাতিগত ভাব। সেই জন্যই জাপান এত উন্নত। আমাদের দেশের যদি কখনও উন্নতি হয়, তবে স্ত্রীজাতির উন্নতিতে হইবে; আমার নিকট ইহা ধ্রুব সত্যরূপে নয়নের সম্মুখে ভাসিতেছে।

জনৈক জাপান প্রবাসী।*

* আমাদের কোনও স্নেহাস্পদ আত্মীয় যুবক ২ বৎসর জাপানে বাস করিয়া এই বিবরণটী লিখিয়াছেন। তিনি এই সঙ্গে একপত্রে লিখিয়াছেন —"এখানে আসিলে মরা মানুষ জাগে। আমার মত জ্ঞানবুদ্ধিহীন যুবকের মনেও সময়ে সময়ে মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য নানাপ্রকার শুভ ইচ্ছার উদয় হয়, ইহাই সেই জলন্ত শক্তির পরিচয়। পৃথিবীতে এমন দেশ আর দুইটী দেখা যায় না। সবই নূতন, সবই মনোরম, সবই আশ্চর্য্য। এই জাতির আচার ব্যবহার, চাল চলন, জাতীয় জীবন, জাতীয় ভাব প্রত্যেকের অধ্যয়নের উপযুক্ত।" বা, বো, স।

অমলা।

(উপন্যাস)

পূর্ব্বভাষ।

"চিরসুখী নহে কেহ এ মহীমণ্ডলে।"

সংসার বিচিত্র! সংসারের চিত্রপটে ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় লীলা প্রতিবর্ষ, প্রতি মাস, প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে যেরূপ আশ্চর্য্যভাবে প্রতিফলিত হইতেছে, তাহা দ্বারা কাহার না চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে! যাহা এই ছিল, তাহা পরক্ষণেই আবার লুপ্তপ্রায়, যাহার জন্য আমোদে মাতোয়ারা হইয়া খল খল হাসিতে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করি, আবার পরক্ষণে তাহারি জন্য শোকে আত্মহারা হইয়া রোদনের আর্ত্তনাদে ত্রিভুবন কাঁপাইয়া তুলি। যাহার জন্য জহ্নুমুনি অক্ষি মুদিয়া তাহার সমস্ত বারি নিঃশেষিত করিয়াছিলেন, পরক্ষণে তাহারই অভাবে মর্ম্মাহত হইয়া অশ্রুপ্রবাহে ভাগীরথী বাহির করিয়াছিলেন। যাহাকে পাইবার জন্য উন্মত্ত হই, তাহাকে হারাইয়া আবার উন্মত্ত হই। এই উন্মত্ততা কোথা হইতে আসে! কেন আসে! কে নাচায়! কে হাসায়! কে কাঁদায়! কিছুই জানি না। সুখ হলেই হাসি আর দুঃখ হলেই কাঁদি, জানিবার মধ্যে জানি এই; তা আবার কে জানায়, কেন জানায়, কিছুই জানি না। সুখ হলেই অঙ্গের প্রত্যেক শিরা ও ধমনী বিস্ফারিত হয়, আর দুঃখ হলেই তাহারা আকুঞ্চিত হয়, ইহাই জানি। আনন্দ হইলেই সকলের সহিত হাসিয়া কথা কহিতে ইচ্ছা হয়, বিষাদ হইলে জগৎকে দুঃখে অভিভূত করিতে বাঞ্ছা হয়। শোকে জর্জ্জরিত হইলে দেহের প্রতি যত্ন থাকে না, অন্ন বস্ত্রের পরিবর্ত্তে কাচের বাসনে গৃহ সুসজ্জিত করিতে স্পৃহা থাকে না,—এ অবস্থায় কেহ বা ঈশ্বরকে কেহ বা ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া কালযাপন করিতে বাধ্য হন!

আজ জমিদার পরিবারের সেই দশা; জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেশ অরণ্যে শিকার করিতে গিয়া সিংহব্যাঘ্রের কবলে নিপতিত হইয়াছেন শুনিয়া পিতা মহিমচন্দ্র ও জননী মহেশ্বরী বজ্রাহতের ন্যায় নিঃস্পন্দভাবে ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। সুরেশের শোকে প্রকৃতিও যেন বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে। সৌধ-ধবলিত অট্টালিকার উপর পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র কৌমুদী নিপতিত হইলে পূর্ব্বে তাহা যে রমণীয় শোভা ধারণ করিত, এখন তা নাই, এখন সেই জ্যোৎস্না ছায়ামিশ্রিত! অট্টালিকার চতুঃপার্শ্বস্থ যে সকল বনরাজি শন্ শন্ শব্দে মলয়মারুতকে প্রতি রজনীতে আহ্বান করিত, আজি যেন সূর্য্যদেব হনুমানকৃত

অপরাধের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহার পিতা পবন দেবকে বন্দী করিয়াছে এবং ইহা দেখিয়া বনরাজী নীরবে রোদন করিতেছে। অট্টালিকার সম্মুখস্থ উদ্যানের যে প্রস্ফুটিত কুসুমনিচয় সৌগন্ধ বিস্তার করিয়া সুদূরস্থ পথিকগণকে তাহাদের আবাসস্থানের পরিচয় দিত, আজি যেন তাহারা বিধবার দুঃসহ শোকে মর্ম্মাহত হইয়া বিভ্রমবিলাস পরিত্যাগ করিয়াছে। অট্টালিকা-স্থিত তৈলপূর্ণ দীপমালা যেন হতত্বিট্ হইয়া যাইতেছে; যে সকল পক্ষীর কূজনে গভীর যামিনীর নিস্তব্ধতা প্রতি রজনীতে স্থানভ্রষ্ট হইয়া দরিদ্রের ভগ্ন তালপত্রের কুটীরে কুটীরে ঘুরিয়া বেড়াইত, আজি যেন তাহাদের কলকণ্ঠ 'হা সুরেশ! হা সুরেশ!' বলিয়া রোদনপূর্ব্বক ভগ্নকণ্ঠ ও নীরব হইয়াছে। ইহা দেখিয়া নিস্তব্ধতাও চুপি চুপি বিভাবরীর শান্তিপ্রদ অঙ্কে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া বহুদিনের পর আশা মিটাইয়া অট্টালিকায় নিদ্রা যাইতেছে।

হেন নিশাকালে,
বাঙ্গালী বিধবা বালা বসিয়া বিরলে
অশ্রুনীরে ভাসায় ধরণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিদ্রা নাই সতীর নয়নে।

নিদ্রাদেবী তোমার কি মোহিনী শক্তি! তুমি জগজ্জননী; শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া জগতের যাবতীয় জীব তোমারই অঙ্কে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া বিশ্রাম লাভ করে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রচণ্ড আতপ-তাপে উদরের জ্বালায় পরিশ্রম করিয়া দরিদ্র কৃষক তোমারই ক্রোড়ে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম লাভ করিয়া ক্লান্ত দেহে পুনরায় নূতন শক্তি প্রাপ্ত হয়। যে শোকাতুরা জননী পুত্রশোকে অধীরা হইয়া হা পুত্র! হা পুত্র! করিয়া অহর্নিশ রোদন করিতেছে, তাহাকে তুমিই কেবল ক্ষণকালের জন্য সান্ত্বনা দান করিতে পার। যে পতিহারা সতী শিরে কঠিন করাঘাতপূর্ব্বক নেত্রজলে ভূমিতল সিক্ত করিয়া মণিহারা ফণীর ন্যায় তাহাতে লুণ্ঠিত হইয়া বৈধব্য-যন্ত্রণা-লাঘবের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে তুমিই কেবল শান্তি প্রদান করিতে সক্ষম হও। দেবি! তবে আজ এরূপ নির্দ্দয় কেন? যার দুঃখে পশুপক্ষী বৃক্ষ লতা প্রভৃতি সকলেই কাতর, আজ তার দুঃখে তোমার হৃদয় বিচলিত হয় না কেন? দেবি! তুমি কি জাননা যে এখন আর সে দিন নাই? এখন রোদন, দীর্ঘ নিঃশ্বাস, নিদ্রা এই তিনটী মাত্র বিধবার বিনোদস্থল! তুমি কি জাননা যে এখন সতীদাহ প্রথা লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও রাজা রাম মোহনের প্রভাবে ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; এখন কেহবা গোপনে বিষপানে, কেহবা উদ্বন্ধনে, কেহবা জলমজ্জনে, কেহবা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিজন বিপিনে স্বরচিত বহ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদানে ভবলীলা সম্বরণ করিতেছে?

অমলা আজি বিধবা, কিন্তু চক্ষে এক

বিন্দুও অশ্রু নাই; অমলা নির্ব্বাক্, নিঃস্পন্দ, নিশ্চেষ্ট, নির্ব্বিকার। একবার উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, পুনরায় আনতমুখী হইয়া হস্তে কপোল বিন্যস্ত করিয়া বহুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিতেছেন;—যেন কি গভীর চিন্তায় নিমগ্না;—সে চিন্তার কাছে যেন সকল চিন্তাই তুচ্ছ। তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব সংশয় উপস্থিত হইয়াছে—অমলা ভাবিতেছেন "আমি কি বিধবা!"

এমন সময়ে চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বিধবা অমিয় আসিয়া বলিল "বৌদিদি, রাত্রি অনেক হয়ে গেছে, একবার শোওগে না"।

অমিয়কে দেখিয়া তাহার কথার কোনও উত্তর না দিয়া অমলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "অমিয়, আমি কি বিধবা?"

অমিয় নির্ব্বাক্; চিত্র-পুত্তলীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন;—ক্রমে বক্ষ স্ফীত, চক্ষু রক্তিমাভ ও পলকশূন্য হইল—রুদ্ধশ্বাস হইয়া তিনি চকিত হরিণীর ন্যায় অমলার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

অমলা পুনরায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন "অমিয়, আমি কি বিধবা?"

এবার অমিয়ের চক্ষুপ্রান্তে অশ্রু দেখা দিল; গণ্ড, চিবুক ও বক্ষঃস্থল বাহিয়া অশ্রু দর দর বেগে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু অমিয় সেইরূপ নির্ব্বাক্, নিঃস্পন্দ; যেন অমলার "বিধবা" এই কথাটী তাঁহার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। অমিয় বাল-বিধবা;—অমলার "আমি কি বিধবা?" এই কথাটী তাঁহার হৃদয়ে নূতন ভাবের সৃষ্টি করিল।

অমলা পুনরায় কহিলেন, "অমিয়, আমি কি বিধবা?"

অমিয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে উত্তর করিলেন "বউদিদি! কি বল্‌ছ?"

অমলা। "অমিয়, আমি কি বিধবা?"

অমিয়। "বিধবা!—ছি ছি বৌদিদি, এমন কথা মুখে এনোনা? ভগবান্ যেন জগতে আমার মত আর কাহাকেও এমন হতভাগিনী না করেন।" এই কথাগুলি উচ্চারণ করিবামাত্র অমিয় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল উভয়ে নীরব; যেন গৃহে একটীও জন মানব নাই।

পুনরায় অমিয় কহিলেন, "বৌ দিদি, শোওগে।" "এস, আমিও না হয় তোমার কাছে শুইগে।"

অমলা। বিধবার আবার শয়ন কি! যদি সত্য সত্যই বিধবা হয়ে থাকি, তাহলে অগ্নিকুণ্ডেই আমার ইহ জীবনের শেষ শয়ন।"

এই সময়ে কাকাতুয়া ডাকিয়া উঠিল "অঞ্জনা!"

অমলা। ঐ আমার সর্ব্বনাশ করেছে; অমিয়, তুই একটু বোস্, আমি একবার পাখীটাকে নিয়ে আসি।

অমলা কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন,

অমিয় একাকিনী বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। আজ অমিয়ের এ দশা কেন? অমিয় সংসারে কিছুই চান না —অমিয় আশা, ভরসা, স্পৃহা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি হৃদয়ে কিছুই স্থান দেন না। অমিয় জানেন যে, তাঁর হৃদয়ে যেন একটা কিসের অভাব হইয়া পড়িয়াছে, বহু চেষ্টা করিয়াও সে অভাব পূর্ণ হইতেছে না। স্নেহময়ী জননী "অমিয়, অমিয়" বলিয়া ডাকিলে তাহার মনে হয় যেন কে এক জন ইহা অপেক্ষা মিষ্ট করিয়া ডাকিতে জানে; সমবয়স্কা সঙ্গিনীগণ আসিয়া সুমিষ্ট বাক্যালাপ করিলে তাঁহার মনে হয় যেন আর একজন তাহাদের অপেক্ষা মিষ্ট করিয়া কথা কহিতে জানে। অমিয় সুললিত বাঁশীর গান শুনেন, অথচ তাহার মনে হয় যেন আর একজন কে বাজাইলে ইহা অপেক্ষা মিষ্ট বোধ হইত। অমিয় যে দিকে চাহিয়া দেখেন সবই দেখিতে পান, অথচ যেন কি এক রমণীয় পদার্থ তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভাগে রহিয়াছে। অমিয়ের হৃদয় শূন্য। অমিয়! তোমার ফাঁকা হৃদয় ফাঁকাই রয়ে যাবে। তবে যদি যাঁরে চাও, যাঁরে তোমার প্রাণ চায়, তাঁর স্মৃতি সদা সর্ব্বদা হৃদয়ে বিরাজিত রাখিতে পার, তাহলেই তোমার শূন্যহৃদয় পূর্ণ হবে;—তা না হলে যে ফাঁকা, সেই ফাঁকা।

ক্ষণকাল পরে অমিয় অস্পষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমিই বিধবা,—বউ দিদিও কি তাই? আমার যেমন দুঃখ, বউ দিদিরও কি তাই?—তবে ত আমরা দুঃখের দুখিনী, ব্যথার ব্যথিনী।" "আমি কি বিধবা" বউ দিদি এমন কথা বলে কেন? তার কি বিশ্বাস যে দাদা আমার এখনও জীবিত আছেন? হে ভগবান্, যেন তাই হয়; এক সঙ্গে যাঁরা শিকার কর্‌তে গিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই দেখে এসেছেন যে, তাঁর পরিধেয় বস্ত্রাদি সব ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে অগাধ জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে, তবে বৌদিদির এ সন্দেহ হয় কেন? আমিও তো আজ ৬।৭ বৎসর-কাল বিধবা হয়েছি, 'আমি বিধবা হইনি' বলে তো কই এক দণ্ডের তরেও ভাবতে পারিনি—

এমন সময়ে অমলা কাকাতুয়া লইয়া প্রবেশ করিলেন।

অমলা। পাখী, "অভাগা" কেরে? সে কোন্ দেশে থাকে? তুই যদি তারই কাছে ছিলি, তবে এখানে এলি কেন? আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে? কথা ক'সনা যে?

অমিয়। বৌদিদি, তুমি কি পাগল নাকি? পাখী তোমার কি করলে? যা করবার ভগবানই করেছেন; পাখীর কি সাধ্য?

অমলা। না অমিয়, এই পাখীই সব জানে; পাখী জানে আমি বিধবা কি না।

অমিয়। রাখ রাখ পাখী রাখ, এখন শোবে এস। ভগবানের উপর আর কি হাত আছে?

অমলা। হাত নাই, বলে কে? বলি

চোরের উপর কি আর বাটপাড়ি চলেনা?

অমিয়। চোরবিশেষে আছে।

অমলা। তেমনি উপযুক্ত বাটপাড়ও আছে। যদি ভগবানই চোর হন, তবে তাঁরি ঘরে সিঁদ দিয়ে নিজের জিনিস ধরে ফিরে আনব।

অমিয়। তুমি কি পাগলের মত বক্‌ছ?

অমলা। আমি পাগল! অমিয় তুই অষ্টম বর্ষে বিধবা; তুই পতিস্নেহ, পতির ভালবাসা ভোগ করতে পাসনি, পতি যে কি জিনিস তাও তুই চিন্‌লিনা, তাই তুই এমন কথা বলছিস। ওলো, আমরা যে জিনিস হারিয়েছি, সংসারে ঈশ্বর তেমন দুটী কিছুই গড়েন নি।

অমিয়ের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল; ও সে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিতে লাগিল "বৌ দিদি, আমিতো এখন আর আট বছরের নাই;—এখন বেশ বুঝেছি যেন সংসারে সবাই থাকতেও আমার কেহ নাই; এক এক সময় মনে হয় বুঝি ম'লেই সে অভাব পূরণ হবে।

অমলা। মরবার মত মরতে পারলেই হয়, তা না হলে সাত জন্ম ধরে দিন বিশ বার করে মরলেও কিছু হবে না;—যেই ফাঁকা, সেই ফাঁকা।

অমিয়। মরবার আবার রকম কি বৌ দিদি?

অমলা। সাহেবেরা কি আর রকম রেখেছে বোন্ যে মরে নিশ্চিন্ত হবো?

অমিয়। সে কি রকম মরা গো দিদি?

অমলা। ওলো, তাকে বলে সহমরণ। স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় ধূহু করে জ্বলতে হবে, তাহলে পরজন্মে আবার সেই স্বামীকেই পাওয়া যায়;—এইবার বুঝ্‌লি চোরের উপর বাটপাড়ি চলে কিনা।

অমিয় অস্থির হইয়া পড়িলেন, রোদন করিতে করিতে অমলাকে বলিতে লাগিলেন "বৌ দিদি, তবে কি আমার ভাগ্যে ইহকাল পরকাল দুইই সমান"?

অমলা। তুই তখন অজ্ঞান ছিলি, তোর বড় একটা দোষ হবে না। তবে তুই যদি এক কাজ করতে পারিস, তা হলে তোরও সহমরণের ফল হবে।

অমিয়। "কি বৌ দিদি?"

অমলা। পারবি?

অমিয়। পারব।

অমলা। আমার সঙ্গে রাত্রে এক জায়গা যেতে হবে।

অমিয়। কোথা?

অমলা। বনে।

অমিয়। কেন?

অমলা। আমার সহমরণের উদ্যোগ করে দিবি।

অমিয়। তোমার মরণের উদ্যোগ করে দিলে আমার কি হবে?

অমলা। যে সহমরণে যায়, তার মরণে যে স্ত্রীলোক সাহায্য করে, তারও সহমরণের ফল হয়।

অমিয়। দাদা যে কোথায় মারা গেছেন, তারত স্থিরতা নাই, বনে জঙ্গলে

শিকার করতে গিয়ে বাঘ ভালুকের মুখে পড়েছেন, তা হলে তুমি তাঁর দেহ পাবে কোথা যে সহমরণের উদ্যোগ করছ?

অমলা। দেহ যদি না পাওয়াও যায়, স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পাবার পর দ্বিতীয় সূর্য্য উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁকে স্মরণ করে মরতে পারলেও সেই ফল।

অমিয়। বউ দিদি, তবে আমার কি হবে?

অমলা। তুই আমার সঙ্গে গিয়ে আমাকে সাহায্য করলেই তোর সেই ফল হবে। রাত্রি প্রভাত হলে আর কোনও কার্য্য হবে না; একখান লাল পেড়ে নূতন কাপড়, একটু সিন্দুর, আর খানিকটা আল্‌তা নিয়ে তুই খিড়কী দরজার কাছে দাঁড়াগে যা, অন্য যা কিছু আমি সব যোগাড় করে নিয়ে যাচ্ছি।

অমিয়। বাড়ী হতে বেরিয়ে যাবার সময় যদি কেউ দেখতে পায়?

অমলা। এত রাত্রে কে আর দেখতে আসছে; ঘর হতে বেরুলেই তো বন; বনে তো আর মানুষ বসে নাই। তবে বোন্ তোর্ যদি ভয় হয়ে থাকে, তা হলে তোর গিয়ে কাজনি, আমি একাই যাব।

অমিয়। ভয় কিসের বৌ দিদি!—মরবার?—এত দিন মরিনি কেন? তাই ভয় হচ্ছে বুঝি আমার ইহকালও গেল, আর পরকালও গেল।

অমলা। আমার কুঠরীতে বস্তায় নূতন কাপড় আছে, তবে তুই নিয়ে খিড়কী দিয়ে বেরিয়ে চল্, বাকী সব নিয়ে যাচ্ছি।

এই বলিয়া অমলা সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; অমিয়ের হৃদয়ে যেন নূতন তেজ, নূতন সাহস ও নূতন বুদ্ধির বিকাশ হইল।

অমিয় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "বৌ দিদি বিধবা, আমিও বিধবা; বৌ দিদি মরবে, আর আমি বেঁচে থাকব! তা হবে না। আমিও বৌ দিদির মত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দে মরব। বৌদিদি তার জন্য একখান কাপড় নিয়ে যেতে বলে গেল, আমি নিজের জন্যে আর একখানি কাপড় লুকিয়ে সঙ্গে করে নেযাই"।

এইরূপ কৃতসংকল্পা হইয়া অমলাদিষ্ট দ্রব্য ও বস্ত্র দুইখান লইয়া অমিয় খিড়কী দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন; উভয়ে মিলিত হইয়া একটী কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইতে চলিলেন!

দেখো, হিংস্র জন্তুগণ!
সাধিওনা বাদ কভু হেন সতীসনে?

(ক্রমশঃ)

তিস্রঃকোট্যর্দ্ধকোটি চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং যা ভর্ত্তুরনুগামিনী॥

মানবশরীরে সাড়ে তিন কোটি লোম আছে, পতিসহ মৃতা পত্নী এই সাড়ে তিন কোটি বৎসর পতিসহ স্বর্গে বাস করে।

ইলিয়ড।

দ্বিতীয় সর্গ।

ত্রিদিবে দেবতা, মর্ত্ত্যে শিবির মাঝারে
রণ-ক্লান্ত রথিবৃন্দ, লভিলা বিশ্রাম
শান্ত নিদ্রাদেবী-ক্রোড়ে নিশি-আগমনে।
একাকী দেবেন্দ্র জাগি অলিম্পিশিখরে
ভাবিতেছিলেন বসি কেমনে সদলে
নাশি গ্রীক বীর-বৃন্দে ভীষণ আহবে
করিবেন যশস্বান্ বীর আকিলিসে।
অতঃপর সুরপতি চিন্তিয়া অন্তরে
প্রকৃষ্ট উপায় এক করিলেন স্থির—
প্রেরিতে স্বপন দূতে আট্রিয়াস্* পাশে।
আঁটি এ মন্ত্রণা তবে সম্বোধি সত্বর
ছায়ামূর্ত্তি—স্বপ্ন দূতে ডাকি আদেশিলা—
"হে স্বপন! আট্রিয়স-শিবির মাঝারে
ত্বরা করি উরি কহ দৃঢ় কণ্ঠস্বরে
প্রত্যেক বচন মম আদেশি যেমন,—
কর কর সুসজ্জিত রণবেশে ত্বরা
বিগ্রহে উদগ্র চির গ্রীক বীরদলে।
বলো তাঁরে এই সুসময় সুনিশ্চিত—
অনায়াসে ট্রয় তাঁর হবে অধিকৃত।
জুনোদেবী অনুরোধে ট্রয়-নিপাতনে
হয়েছেন একমত সুরদল সবে।
ট্রয়জান ভাগ্যাকাশে জ্বলিছে সঘনে
শোক তাপ পরাজয় আসন্ন মরণ।"
দেবাদেশ শিরে ধরি চলিলা অদৃশ্য
অন্তরীক্ষে স্বপ্নছায়া। কতক্ষণ পরে
উত্তরিলা রণভূমে—যথা আচিয়ান
অগণ্য তরণীব্যূহ শোভে সারি সারি
রণসাজে। পশি ধীরে রাজেন্দ্র-শিবিরে
দেখিলা নিদ্রিত শূরে নির্ভাবিতচিতে।
ধীমান নেলাস-পুত্র নেষ্টরের স্বরে
(কারণ সুবিজ্ঞ তিনি ছিলেন পূজিত,
নৃপেন্দ্রের বয়োজ্যেষ্ঠ, সর্ব্ব গ্রীক মাঝে)
কহিলা সম্বোধি বীরে সুধীর বচনে—
"জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ আট্রিয়াস-পুত্রবর ওহে,
কেমনে ঘুমাও সুখে এ সঙ্কট মাঝে?
কাটাইতে সারা নিশি নিদ্রার আরামে
এ নহে মন্ত্রণাবিদ্ রাজেন্দ্রের কভু
যোগ্য কার্য্য, যাঁর করে রয়েছে অর্পিত
রক্ষণ-পালন-ভার প্রকৃতিপুঞ্জের।
সাবধানে মোর বাণী, শুন নৃপবর!
যোভের প্রেরিত দূত বলি মোরে জেনো।
যদিও সুদূর স্বর্গে বসতি তাঁহার,
কৃপাগুণে তব পরে রাখেন সতত
কৃপাদৃষ্টি দেবরাজ। দিয়াছেন তিনি
আদেশ তোমারে এবে করিতে সজ্জিত
রণসাজে অবিলম্বে গ্রীক বীরদলে।
দেববলে বলী তুমি জেনো সুনিশ্চিত,
অনায়াসে ট্রয় তব হবে অধিকৃত।
জুনোদেবী-অনুরোধে ট্রয় নিপাতনে
হয়েছেন একমত সুরদল সবে।
ট্রয়জান ভাগ্যাকাশে জ্বলিছে সঘনে
শোক তাপ পরাজয় আসন্ন মরণ।

* আগামেমননের পিতার নাম আট্রিয়াস। কিন্তু হোমরের কাব্যের অনেক স্থলে তাঁহাকে পিতৃনামে অভিহিত করা হইয়াছে।

নিদ্রা ত্যজি হে নৃপতি! হইয়া জাগ্রত
রাখ মনে মোর বাক্য—এই অনুরোধ।"
এত কহি স্বপ্ন-ছায়া অদৃশ্য হইলা
শূন্যদেশে অশরীরী চিন্তা ছায়া যথা।

(ক্রমশঃ)

লজ্জাবতী বসু।

সম্রাট্ মার্কাস অরিলিয়স আণ্টোনাইনসের উপদেশ।

৩য় অধ্যায়।

১। মানুষেরা বিশ্রামার্থ পল্লীগ্রামে, সমুদ্রে বা পর্ব্বত-প্রদেশে গমন করে এবং তুমিও সেইরূপ গমন করিতে চাও। এরূপ নির্জনবাসেচ্ছা সাধারণ লোকের লক্ষণ। কিন্তু তুমি ইচ্ছা করিলেই আপনার মধ্যে গিয়া বিশ্রাম করিতে পার, তোমার এরূপ ক্ষমতা আছে। আপনার অন্তরের মধ্যে মানুষ যেমন শান্তভাবে ও নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম করিতে পারে, এমন আর কোথাও নয়। মানুষের মনের মধ্যে এমন চিন্তা আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলেই সম্পূর্ণ শান্তিলাভ হয়। শান্তি আর কি? মনকে সুনিয়মিত করা। অতএব আপনাকে এই বিশ্রামস্থানে লইয়া যাও এবং আপনাকে নবীভূত কর। তোমার নীতি সকল সংক্ষিপ্ত ও নিয়ম হওয়া আবশ্যক। যখনি তাহাদের পুনরালোচনা করিবে, তখনি আত্মা যেন সম্পূর্ণ সজীব ও সতেজ হইতে পারে এবং যে কার্য্যে পুনঃ প্রবৃত্ত হও, তাহাতে যেন অবিরক্তচিত্তে নিযুক্ত হইতে পার।

২। তোমার এই স্বরাজ্যের মধ্যে বিশ্রাম করিতে হইবে, স্মরণ রাখিও। বিশেষতঃ আপনাকে আলোড়ন বা পীড়ন করিও না। স্ববশচিত্ত থাক এবং মানুষ, নগরবাসী এবং মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি কর। বস্তুসকল আত্মাকে স্পর্শ করে না, কারণ তাহারা বাহ্য এবং স্বভাবতঃ অচল। কিন্তু আমাদের অন্তরের মন্তব্য হইতেই আমাদের মনের চঞ্চলতা উপস্থিত হয়।

৩। তোমার মন্তব্য উঠাইয়া লও, তাহা হইলেই "আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি" এ দুঃখের ভাব চলিয়া যাইবে। "আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি" এ অভিযোগ তুলিয়া লও, তাহা হইলেই ক্ষতি দূর হইবে।

৪। জন্মের ন্যায় মৃত্যু একটী স্বভাবের রহস্য। যাহা ঘটিতেছে, তাহা ঠিক্ ঘটিতেছে, অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলে ইহাই বুঝিতে পারিবে।

৫। যদি শান্তি চাও, অল্প বিষয়ে নিযুক্ত হও। যে লোক সমুদায় ব্যাপারের মধ্যে নিজ অংশ লইয়া সন্তুষ্ট এবং আপনার ন্যায়সঙ্গত কার্য্য ও হিতৈষণায় সন্তুষ্ট থাকে, সেই সাধু লোক, এইরূপ সাধু-লোকের জীবন যাপন করিতে চেষ্টা কর।

৬। বিশ্বের মধ্যে কি আছে যে জানে

না, সে বিশ্বের সহিত অপরিচিত; যে ব্যক্তি সামাজিক নীতি পরিত্যাগ করে, সে পলাতক; যে জ্ঞানচক্ষু বন্ধ করে, সেই অন্ধ; যাহার অন্যকে লইয়া প্রয়োজন, এবং যে আপনার ভিতর হইতে আপনার জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু সকল লাভ করিতে পারে না, সেই গরিব।

৭। কোন্ বিষয়ে আমাদের গুরুতর ক্লেশ স্বীকার করা উচিত? সে একটি বিষয়ে—সত্য চিন্তা, সত্য সামাজিক ব্যবহার ও সত্য কথন এবং যাহা ঘটে সন্তুষ্টচিত্তে তাহা গ্রহণ করা।

৮। তুমি শীঘ্র মরিবে, তথাপি এখনও সরল হইলে না এবং চঞ্চলতা হইতে বিমুক্ত হইলে না? বাহ্য বস্তু দ্বারা পাছে তোমার অনিষ্ট হয়, এ সন্দেহ তোমার গেল না এবং সকলেরই প্রতি তোমার সদয় ভাব হইল না? ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করাই জ্ঞানীর লক্ষণ, ইহাও বুঝিলে না।

৯। তুমি যাহাকে অমঙ্গল বোধ কর, তাহা অন্যের প্রবৃত্তিতে নাই, তোমার শারীরিক আবরণের বিকার ও পরিবর্ত্তনেও নাই। ইহা তবে কোথায়? তোমার প্রকৃতির যে বিভাগ হইতে অমঙ্গলের বিচার বা কল্পনাশক্তি উত্থিত হয়, ইহা সেইখানে। এই শক্তি যেন মন কল্পনা না করে, তাহা হইলেই সব ঠিক্ থাকিবে। মনের নিকটস্থ বস্তু বেচারা শরীর যদি ছেদিত হয়, দগ্ধ হয়, এবং বিকৃত পূঁয রক্তে পূর্ণ হয়, তথাপি এই সকল বিষয়ের চিন্তার প্রবৃত্তি—মন যেন সুস্থির থাকে; অর্থাৎ মন এই বিচার করুক যে যাহা ভাল লোক এবং মন্দ লোক উভয় প্রকার লোকেরই ঘটে, তাহা ভালও নয়, মন্দও নয়। কারণ স্বভাবের অনুগত এবং বিরোধী হইয়া চলিলে যাহা তুল্যরূপে ঘটে, তাহা স্বভাবের অনুগতও নয়, বিরোধীও নয়।

১০। যে পর্ব্বতময় উপদ্বীপের উপর অবিশ্রান্ত তরঙ্গাঘাত হইতেছে, তথাপি যাহা দৃঢ় থাকিয়া চতুর্দ্দিকস্থ জলরাশির প্রকোপ শান্ত করিতেছে, তুমি তাহারই মত হও।

১১। "আমি বড় দুর্ভাগ্য যে, আমার এরূপ ঘটিয়াছে" এমন মনে করিও না, কিন্তু এই মনে কর যে আমার এরূপ ঘটিয়াছে, তথাপি আমি সৌভাগ্যবান্; আমার পূর্ব্বেও যেমন কষ্ট ছিল না, এখনও সেইরূপ নাই। আমি বর্ত্তমান বিপদের গুরুভারে চূর্ণ হইয়া যাইতেছি না, ভবিষ্যৎ বিপদেরও ভয় করিতেছি না। এরূপ ঘটনা প্রত্যেক মনুষ্যেরই পক্ষে সম্ভব, কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্য ইচ্ছা করিলে বীতক্লেশ হইয়া থাকিতে পারেন। অতএব বিপদ ঘটিয়াছে বলিয়া আর কি তুমি ন্যায়বান্, উদারচিত্ত, ধীর, পরিণামদর্শী এবং লোকের ভ্রান্ত মত ও মিথ্যাপবাদে অটল থাকিতে পার না? নম্রতা, স্বাধীনতা এবং আর যাহা কিছু তোমার প্রকৃতির নিজস্ব, তাহা কি এই বিপদে হারাইবে? যখন কোনও বিরক্তির কারণ উপস্থিত হইবে, তখনই এই নীতিটি স্মরণ করিবে—"ইহা দুর্ভাগ্য নয়, কিন্তু ইহা শান্তভাবে বহন করাই সৌভাগ্য।"

সন্ন্যাসিনী ও ক্রুজেডার।

১

দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর অন্তঃপাতী বলগ্না নগরনিবাসী দুইজন সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক একদা নগরের রাজপথে বিচরণ করিতেছিলেন। তখন সবে মাত্র সূর্য্য অস্তগমন করিয়াছিল। সন্ধ্যার স্বর্ণ-কিরণে জনাকীর্ণ রাজপথ ও চতুর্দ্দিকস্থ প্রাসাদশ্রেণী তরল সুবর্ণমণ্ডিত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। সেই জন-কোলাহল-পূর্ণ রাজপথে যুবকদ্বয় নীরবে সান্ধ্য ভ্রমণ করিতেছিলেন। হয়ত কোন একটা সুখের চিন্তায় তাঁহাদের চিত্ত সে দিন প্রমত্ত হইয়াছিল কিম্বা হয়ত তৎপর দিন কোনও শিকারকালে কিম্বা কোন ক্রীড়া ব্যসন স্থলে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ ছিল, তাহারি উদগ্র প্রমোদ-কল্পনায় এই সান্ধ্য অবসরকালে বন্ধুপার্শ্বেও তাঁহারা এই রূপ নীরবে সান্ধ্য ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে সন্ধ্যার তরল স্বর্ণকিরণ কৃষ্ণবর্ণ ও ঘনীভূত হইয়া আসিল, এবং নগরের চতুর্দ্দিকস্থ ভজনালয়সমূহ হইতে সন্ধ্যার্চ্চনাসূচক ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া উঠিল। সন্ধ্যার্চ্চনার ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে যুবক-দ্বয়ের মধ্যে একজন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সহচরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়া উঠিল "ওই শুন শুন হে অটাভিনো? সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানা ভজনালয়ে সন্ধ্যার্চ্চনা সুরু হয়েছে। সেখানে সংসারত্যাগিনী ব্রত-ধারিণী সন্ন্যাসিনীগণের করুণ সুমধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত কেমন শ্রুতি-মোহকর! যেন বিশ্বের অন্তরালবাসিনী অশরীরী দেবীগণ মোহন কণ্ঠস্বরে গাহিতেছেন। এস না হে বন্ধুবর, ক্ষণেক শুনা যাউক। আর এই সম্মুখেতেই মঠ, দু পা গেলেই আমরা ভিতরে ঢুকিয়া পড়িতে পারিব।"

অপর যুবক বন্ধুর এই কথা শ্রবণে একটু তাচ্ছিল্য ভাবে উত্তর করিল—"না হে না, আজকার এই গুমটে সন্ধ্যা-বেলায় যদি কোনও মঠে যাইতে হয়, তবে সেণ্টক্লেয়ার মঠে যাওয়াই ভাল, সেখানকার বিস্তৃত উপাসনা-গৃহটি বেশ স্নিগ্ধকর। বেশ আরামে ধর্ম্মার্চ্চনায় মনোযোগ দেওয়া যাইবে।"

প্রথম যুবক—"সেণ্টক্লেয়ার মঠে না গমন করাই ভাল হে। সেখানে কি এমন সুমধুর সঙ্গীত আমরা শুনিতে পাইব? আর এখন সেখানে যাইবার সময়ও বড় নাই—অনেক দূরে যাইতে হইবে। হয়ত সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যার্চ্চনা সমাপ্ত হইয়া যাইবে, তাহা কি বুঝিতেছ না?" এই বলিয়া প্রথমোক্ত যুবক সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানা মঠে গমনে অনিচ্ছুবন্ধু অটাভিনোকে সেই ভজনালয়ে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া চলিল। যুবকদ্বয়ের মঠে প্রবেশের পূর্ব্বেই বিস্তৃত হলটি উপাসক ও ভক্তবৃন্দে পরিপূর্ণ

হইয়া গিয়াছিল। সেই যৌবনচাঞ্চল্যে উদ্বেলিত ও পার্থিবচিন্তা-কলুষিত যুবকদ্বয় কতকটা অবহেলার ভাবে তাহাদের মধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন।

এই দ্বাদশ শতাব্দীতে (এমন কি যে সময় মধ্যযুগের খৃষ্টান ধর্ম্ম উন্নততর ও বিশুদ্ধতর আকারে পরিণত হইয়াছিল) ইতালীতে সাধারণ বক্তিবর্গের মধ্যে ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য ততটা পাপ বলিয়া গণ্য হইত না। কেন হইত না? তাহার যুক্তি-যুক্ত কারণ হয়ত এই হইতে পারে যে, পুরোহিতসম্প্রদায় সাধারণ ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে ধর্ম্মাচরণের সমস্ত দায়িত্ব আপনাদের পূর্ণ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। স্বর্গের মুক্তিপথের চাবি যখন ঈশ্বর তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, তখন সাধারণ জনবর্গের আর চিন্তার প্রয়োজন কি? সপ্তাহে সপ্তাহে তাঁহাদের মুখোচ্চারিত মন্ত্রপাঠশ্রবণ ও বিশেষ বিশেষ ব্রতাচরণের জন্য তাহাদিগকে অর্থ প্রদান করিলেই যখন মুক্তির দ্বার সহজে উদ্ঘাটিত হয়, তখন আর ধর্ম্মসাধনের প্রতি ঔদাস্য প্রদর্শনে ক্ষতির সম্ভাবনা কি? ভণ্ড পুরোহিতদিগের কপটাচার ও প্ররোচনায় ইটালীর সাধারণ ব্যক্তি-বর্গ এই সময় ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল এবং এরূপ উদাসীনতা যে পাপ, সে সংস্কার তাহাদের মন হইতে তিরোহিত হইয়াছিল।

যুবকদ্বয় সম্পূর্ণ ভক্তিহীনচিত্তে মঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহাদের সম্মুখ-গ্যালারিস্থ সন্ন্যাসিনী-গণের সমবেত কণ্ঠোচ্চারিত করুণ প্রার্থনা-সঙ্গীত সেই গথিক* প্রণালী-গঠিত ভজনালয়ের শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভসমূহে ও ঘন-খিলানবদ্ধ সুগঠিত ছাদ প্রাচীরে সুমন্দ স্বরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, তখন সমগ্র উপাসকবৃন্দের ন্যায় তাঁহাদেরও হৃদয় আর্দ্র ও ভক্তচিত্তসুলভ সুকোমল ভক্তিপ্রবাহে আকুলিত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে সেই সমবেত একতান সঙ্গীত অর্দ্ধ পথে স্তম্ভিত নির্ঝরিণীর ন্যায় নীরব হইলে একজন অল্পবয়স্কা সন্ন্যাসিনী একাকিনী স্তোত্রগীতি গাহিতে লাগিলেন। সেই নবীনা সন্ন্যাসিনীর কোমল কণ্ঠ-নিঃসৃত সুধাময় সঙ্গীতস্বরে এরূপ একটি মর্ম্মস্পর্শী নিখাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল যে, তাহার প্রতিকণা সমবেত উপাসক-বৃন্দের মর্ম্মদেশ স্পর্শ করিয়া কেমন এক অবসন্নতাময় ভক্তিপ্রাচুর্য্যে মোহাক্রান্ত করিয়া তুলিল। সকলেরই উৎসুকনয়ন গ্যালারি সন্নিকটস্থ বাতায়ন পানে, যথা হইতে মেঘ-লুক্কায়িত বিহগের সঙ্গীতের ন্যায় সেই যুবতী মঠবাসিনীর সেই মোহ-কর সঙ্গীত ক্ষরিত হইতেছিল, উৎ-ক্ষিপ্ত হইল। নিম্ন গ্যালারি সম্মুখে উপ-বিষ্ট অটাভিনো এই সন্ন্যাসিনী গায়িকার অশ্রুতপূর্ব্ব মোহকর সঙ্গীত শ্রবণে আত্ম-হারা হইয়া তাহার পার্শ্বোপবিষ্ট সহচরকে সম্বোধন করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া

* এই সময় ইতালিতে সর্ব্বপ্রথম গথিক স্থাপত্যপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়।

উঠিলেন—"বন্ধু! বন্ধু! এ কি মানবকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিতেছি? পৃথিবীতে এরূপ হৃদয়োন্মাদকর সঙ্গীত কি কেহ কখনও শুনিয়াছে?" এই কথা তাঁহার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইবামাত্র সমবেত উপাসকবৃন্দের ন্যায় তাঁহারও ব্যগ্র নয়ন সেই গ্যালারি-উপবিষ্ট সন্ন্যাসিনীর প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল। ইহার পর তাঁহার আর বাক্‌স্ফুরণের শক্তি রহিল না। সেই তরুণী সন্ন্যাসিনী লুসিয়ার* সুগঠিত অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় আনন, পূর্ব্বদেশ-সম্ভব দীর্ঘায়তন কৃষ্ণতারা-সুশোভিত নয়নদ্বয় ও তাহার দেহের অসাধারণ নির্ম্মল শুভ্র বর্ণ, যাহাতে কখনও সূর্য্যালোক ও বায়ুর রেখাপাত সূচিত হয় নাই, সর্ব্বাপেক্ষা তাহার নবকৈশোরোদ্ভিন্ন নির্দ্দোষ মনোহর লাবণ্য অটাভিনোর চিত্তকে সেই মুহূর্ত্তে মন্ত্রমুগ্ধ ও অধিকৃত করিয়া ফেলিল। সেই নিষ্পাপ প্রফুল্ল আনন মঠ-নিবাসিনীর উপযুক্তই বটে। সেই সন্ন্যাসিনী গায়িকা তাহার সমস্ত হৃদয় যেন সেই সঙ্গীতে ঢালিয়া দিয়া ভগবানে চিত্ত সংবদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধাননে স্তোত্রগীতি গাহিতেছিল। ঠিক্ যেন একটি সুস্বরের স্রোত তাহার শুভ্র স্বচ্ছ কণ্ঠমধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। যখন সঙ্গীত শেষ হইল, তখন সেই সুস্বরের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিরূপিণী গায়িকা কৃষ্ণবর্ণ অবগুণ্ঠনে বদন আবরিত করিয়া গ্যালারিস্থ অন্যান্য সন্ন্যাসিনী ভগিনীগণের নিকট আসিয়া উপবেশন করিল। সন্ধ্যার্চ্চনা সমাপ্ত হইল, কিন্তু অটাভিনোর নয়নদ্বয় সেই সুন্দরী গায়িকার অতুলন সৌন্দর্য্যময় আননোপরি সংবদ্ধ হইয়া রহিল। উপাসনান্তে যখন সন্ন্যাসিনীগণ আশ্রমে প্রস্থান করিল, যখন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিবার সময় আসিল, তখন বন্ধু সমভিব্যাহারে অটাভিনো ভজনালয় হইতে ধীরে ধীরে রাজপথে বাহির হইলেন এবং নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া তাঁহার সহচর যুবক বিবিধ রহস্য বিদ্রূপ-প্রশ্নে তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল। কিন্তু সহচর যুবকের সহস্র প্রশ্নে ও ব্যঙ্গোক্তিতে তাঁহার নীরবতা ভঙ্গ হইল না। তখন তাঁহার চিত্ত সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানা মঠের গায়িকা সন্ন্যাসিনী লুসিয়ার সুস্বরলহরী ও লাবণ্যময় সৌন্দর্য্য চিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল—তাঁর অন্য কোন বিষয় শুনিবার বা ভাবিবার অবসর ছিল না। হৃদয়ে যখন প্রথম প্রেমের উদয় হয়, তখন আরোন দেবতার সর্ব্বাঙ্গবেষ্টনকারী স্বর্ণের ন্যায় ইহা হৃদয়ের সর্ব্বস্থান অধিকার করিয়া বসে—পুরাতন বন্ধুতা কিম্বা অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তার সেখানে আর স্থান থাকে না। অটাভিনো সন্ন্যাসিনী লুসিয়ার মধুরমূর্ত্তি চিন্তা করিবার জন্য

* লুসিয়া অসূর্য্যাম্পশ্যা, সূর্য্যালোক ও বায়ুর স্বাধীন গমনাগমনহীন মঠাশ্রমে রুদ্ধ অট্টালিকা অভ্যন্তরে শিশুকাল হইতে প্রতিপালিত হইয়াছিল।

একাকী হইতে চাহিতেছিলেন। তিনি শীঘ্রই তাঁহার সহচর বন্ধুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথে চলিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য, সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানা মঠের সেই সন্ন্যাসিনীর সন্ধ্যার্চ্চনা-গীতি তাঁহার হৃদয়ে কোনও ভাব মুদ্রিত করিয়াছে কি না, তাহা তাঁহার সহচরের নিকট একটি কথাতেও প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার বন্ধু যদি বলপূর্ব্বক তথায় তাঁহাকে না লইয়া যাইত, তবে হয়ত তাঁহার সে সঙ্গীত শুনিবার কখনও সুযোগ ঘটিত না।

সেদিনকার রাত্রি শান্তিহীন অবস্থায় অতিবাহিত হইল। জাগ্রত অবস্থায় সেই সন্ন্যাসিনীর হৃদয়োন্মাদকারী সৌন্দর্য্যময় আনন ও মূর্ত্তি সতত তাঁহার নয়ন-সম্মুখে উদিত হইতে লাগিল এবং যখন তিনি বিশ্রামের জন্ত নয়ন মুদ্রিত করিলেন, তখন সন্ন্যাসিনী লুসিয়ার পূর্ব্বদেশ-সুলভ দীর্ঘায়তন, ভ্রমর-কৃষ্ণ নয়নদৃষ্টি তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার নয়ন হইতে নিদ্রা অবসৃত করিতে লাগিল। তিনি পূর্ব্বে অনেক সুন্দরী রমণীর প্রেম-মোহে পড়িয়াছিলেন বটে (ইতালির ন্যায় উষ্ণ দেশে কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমে প্রেম বিষয়ে কেহ অনভিজ্ঞ থাকে না), কিন্তু সে সকলের তুলনায় তাঁহার বর্ত্তমান প্রেমানুরাগ সমধিক অকপট, ব্যগ্র ও জ্বলন্ত বলিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৎপর দিন প্রভাতে যখন বলগ্না নগরীর কিরীটস্বরূপ শ্রেণীবদ্ধ হরিদ্বর্ণ শৈলসানুদেশে অরুণ-রশ্মি আসিয়া উপস্থিত হইল, লার্ক (চাতক) আসিয়া যখন নাইটিঙ্গেলের (বুলবুলের) স্থান অধিকার করিয়া প্রভাতের বিজয়গীতি গাহিতে লাগিল, তখন নবপ্রেমমুগ্ধ অটাভিনো সেই পূর্ব্বরজনীদৃষ্ট সন্ন্যাসিনীর দর্শন-লাভ-কামনায় সেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানা ভজনালয়ের ছায়াচ্ছন্ন প্রাচীরের ধারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। প্রাভাতিক উপাসনার জন্ত ভজনালয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবামাত্র ব্যগ্র ভক্তসুলভ আগ্রহে তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই পূর্ব্বদিনের আসনসন্নিধানে উপবিষ্ট এই বিমূঢ়চিত্ত যুবক প্রেমিকের হৃদয় আশা ও নিরাশাভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। হায়! অন্ত কি তিনি সেই সঙ্গীতের সাক্ষাৎ-মূর্ত্তি রমণীর দর্শন পাইবেন? হাঁ, শীঘ্রই তাঁহার আশা সফল হইল। তাঁহার সমুখস্থ বাতায়ন ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হইল। সেই তরুণী সন্ন্যাসিনী যে স্থান হইতে পূর্ব্ব দিন স্বর্গীয় সঙ্গীত-স্বরে তাঁহার হৃদয়কে প্রেমে মুগ্ধ করিয়াছিল, ধীরে ধীরে সেই স্থানটিতে আসিয়া উপবেশন করিল। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে যে মহিমান্বিত সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তি তিনি দর্শন করিয়াছিলেন, যে সৌন্দর্য্য-ধ্যানে তদবধি তাঁহার হৃদয় পরিপ্লুত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সুন্দরী আজিকার প্রভাতালোকে অধিকতর সৌন্দর্য্য-বিভাসিত মূর্ত্তিতে তাঁহার নয়নকে সুধানন্দে

মগ্ন করিতে লাগিল। সেই সন্ধশান্তিময় শয্যোত্থিত যুবতী সন্ন্যাসিনীর সৌন্দর্য্যে প্রকৃতিদেবী সত্য সত্যই যেন অপার্থিব লাবণ্যরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছিলেন। কল্যকার গোধূলি আলোকোপেক্ষা আজিকার নির্ম্মল স্নিগ্ধ প্রভাতালোকে তাঁহার আনন ও ললাটের শুভ্রতা অধিক পরিস্ফুট দেখাইতেছিল। তাহার কৃষ্ণ নয়ন-দ্বয় যৌবন-সৌন্দর্য্যোজ্জ্বল ও ভক্তিস্নাত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। অটাভি-নোর স্থির নয়নে যতই সেই অতুল সৌন্দর্য্যের প্রভা বিকিরিত হইতে লাগিল, তাঁহার বিমুগ্ধ হৃদয় সেই ঈশ্বরের উপাসনা-মন্দিরে নতজানু হইয়া তাহাকে দিব্য-লোকবাসিনী কোনও দেবীজ্ঞানে পূজা করিতে উৎসুক হইয়া পড়িল। তাঁহার হৃদয় এত ব্যগ্র অনুরাগে দীপ্ত হইয়া পড়িল যে, অবশেষে তাঁহার গ্যালারি-ক্ষিপ্ত নয়নে সেই আজন্ম-মঠ-পালিতা সন্ন্যাসিনীর একটি কটাক্ষ—একটি দুর্লভ কটাক্ষ যখন পতিত হইল, তখন তাঁহার নিশ্বাস ঘন হইয়া আসিল, সুখাবেগে হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল, তিনি আনত-দৃষ্টিতে সম্মুখস্থ একটি স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। আবার যখন তিনি সেই বাতায়নপথে নয়ন উত্থিত করিলেন, তখন সে যুবতী সন্ন্যাসিনীর চারুমূর্ত্তি তাঁহার আর দৃষ্টিগোচর হইল না। সে তখন সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া-ছিল। কিন্তু পরক্ষণে তাহার সুস্বর—যাহা এখন তাঁহার আত্মার অভ্যন্তরীণ গীতিতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল, যাহা কল্য হইতে তাঁহার স্মৃতি হইতে এক মুহূর্ত্ত তরে অপসৃত হয় নাই—তাঁহার কর্ণে মধুররূপে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই সন্ন্যাসিনী তাহার প্রতিদিন অভ্যস্ত উপাসনার উদ্বোধন-সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। অটা-ভিনোর হৃদয়, আত্মা, অনুভূতি সমস্ত যেন তাঁহার শ্রবণপথে একত্রীভূত হইয়া সেই সঙ্গীত-সুধা পান করিতে লাগিল। যতক্ষণ না সন্ন্যাসিনী-ভগিনীসম্প্রদায়ের সমবেত একতান সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইয়া সেই আর্দ্র কোমল সুস্বরে বিমিশ্রিত হইয়া গেল, ততক্ষণ অটাভিনোর স্বপ্ন-মুগ্ধ হৃদয় সেই সঙ্গীতের নিখাদ ধ্বনিতে বিভোর হইয়া তাহারি সুরে সুরে যেন বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তৎপরে সেই প্রাভাতিক ঐকতান স্তোত্রাদি শেষ হইলে সন্ন্যাসিনী লুসিয়া গ্যালারির সম্মুখস্থ আসনে আসিয়া উপ-বেশন করিলে, যতক্ষণ না দীর্ঘকালব্যাপী "মাস" অনুষ্ঠান শেষ হইল, ততক্ষণ সে সেই স্থানটীতে বসিয়া রহিল। কিন্তু নিম্নে তাহার সৌন্দর্য্যমন্ত্রমুগ্ধ অটাভিনোর নিকট সেই দীর্ঘকাল এক মুহূর্ত্তের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। উপাসনা শেষ হইলে যখন লুসিয়া অন্যান্য সন্ন্যাসিনী-গণের সহিত মন্দির ত্যাগ করিয়া মঠা-শ্রমে প্রস্থান করিল, তখন অটাভিনো অনুভব করিলেন যেন তাঁহার হৃদয়াকাশে উজ্জ্বল প্রভাত আলোকের অবসান হইল এবং অন্ধকার, শৈত্য ও নিশীথ রাত্রি

আসিয়া তাঁহার মর্ম্মদেশ অধিকার করিয়া বসিল। তিনি পূর্ব্বদিবসাপেক্ষা অধিকতর প্রেমপ্লুত হৃদয় লইয়া মন্দির হইতে বাহির হইলেন। পুনরায় কখন তিনি সেই নবীনা সন্ন্যাসিনীর সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত-মাধুর্য্য পান করিবেন, এই একটি মাত্র আশা তাঁহার হৃদয়ে জাগিতে লাগিল।

সেই ভগবানের সেবাব্রতে উৎসর্গীকৃত মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীর প্রেমলাভ তাঁহার পক্ষে যে কতদূর সুদূরপরাহত, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের কুমারী বধূর* প্রতি ভালবাসা পোষণ করা যে কতদূর পাপ, তাহা প্রথমে তাঁহার আবেগোদ্বেলিত হৃদয়ে প্রতিভাত হয় নাই। শীঘ্রই যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত কুমারীর ভালবাসা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কি ঘোর পাপের অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একজন সন্ন্যাসিনীর প্রতি এইরূপ প্রেম অর্পণে ঈশ্বরের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তিনি কিরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং যখন আরো অনুভব করিলেন যে তাঁহার এই অনুরাগ কত দূষণীয় ও পাপমালিন্যময়, তখন তাঁহার হৃদয় অতিমাত্র অস্থির হইয়া আত্ম-ভর্ৎসনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। হায়! যদি তিনি কখনও জীবনে সেণ্ট-ক্রিশ্চিয়ান ভজনালয়ে প্রবেশ না করিতেন, যদি তিনি কখনও সেই অপ্রতিরোধনীয় সৌন্দর্য্যের সম্মুখীন না হইতেন, তাহা হইলে অন্ত তাঁহার হৃদয় ঘোর অধর্ম্মাচরণ হইতে মুক্ত থাকিত। কিন্তু এত আত্ম-গ্লানি ও আত্মভর্ৎসনা সত্ত্বেও লুসিয়ার প্রতি তাঁহার হৃদয়ের অনুরাগের কিছু-মাত্র হ্রাস হইল না, বরং সেই অপরাধ-মালিন্য ভাব ও নিরাশা তাঁহার প্রেমের আবেগকে সমধিক পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

* রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের যে সকল রমণী ধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া অবিবাহিত থাকেন, তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত বিবাহিত বলিয়া গণ্য হন।

চীনদিগের অদ্ভুত প্রথা।

১। নৌকা ঘোড়ায় টানে এবং গাড়ী পালভরে চলে।

২। প্রবীণা মহিলাদিগের পরিবর্ত্তে অল্পবয়স্কা বালিকারা সমাজে পূজা পায়।

৩। বুড়া লোকেরা বল খেলে ও ঘুড়ি উড়ায়; এবং ছোট ছেলেরা চুপ করিয়া হাত গুটাইয়া দাঁড়াইয়া দর্শন করে।

৪। চীনেম্যানের প্রধান আকাঙ্ক্ষা তাহার জন্য একটা সুন্দর শবাধার প্রস্তুত হইবে এবং তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটি উত্তম-রূপে সম্পন্ন হইবে।

৫। চীনেম্যান যখন কাহার নিকটে তত্ত্ব পাইবার আশা করে এবং তাহা আসিতেছে না দেখে, তখন তাহার

নিকট একটী অল্প মূল্যের ভেট পাঠাইয়া দেয়।

৬। পুরুষেরা লম্বা পেটিকোট পরে এবং স্ত্রীলোকেরা ছোট জ্যাকেট পরে ও বেত হাতে করিয়া ভ্রমণ করে।

৭। কোনও পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে পূর্ব্বে জানা শুনা থাকিলে বিবাহ হয় না। এই জন্য কোনও পুরুষ তাহার নগরবাসিনী কিম্বা গ্রামবাসিনী কোন স্ত্রীলোককে প্রায় বিবাহ করে না।

৮। বিবাহের তিন দিন মাত্র পূর্ব্বে প্রেমালাপ হয়। ইহাতে বরের প্রতিদ্বন্দ্বী যুটিবার ভয় থাকে না এবং অধিক সময় নষ্ট না হইয়া বিবাহ হইয়া যায়।

৯। চীন দেশে বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ও ভৃত্য প্রভৃতি নিয়মিত বেতন ছাড়া শিল্প বাণিজ্য আফিসের আয়ের বার্ষিক শতকরা কিছু কিছু অংশ পুরস্কার পায়, ইহাতে তাহাদের সাধুতা ও কর্ম্মদক্ষতায় উৎসাহ দেওয়া হয়।

১০। চীনেমানের কোনও বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে আপনার হস্তদ্বয় কম্পিত করিয়া মর্দ্দন করে এবং মস্তক আবরণ করে। অধিক পরিচিত বন্ধুদিগের অনেক দিনের পর মিলন হইলে তাহারা যতক্ষণ না ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ততক্ষণ স্কন্ধে স্কন্ধে ঘর্ষণ করে।

১১। চিনেমান কোনও অতিথিকে আহার করাইতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে কিছু বলে না। কিন্তু যখন তাহার ইচ্ছা নয় যে অতিথি বাড়িতে থাকে কিম্বা আহার করে, তখন জিজ্ঞাসা করে "মহাশয়, আপনি কি এ বাটীতে থাকিবেন না এবং আহার করিবেন না"? ইহাতে অতিথি বুঝিতে পারে যে, তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়াই গৃহস্বামীর ইচ্ছা।

১২। চীন দেশের ধনী লোকের চাকরেরা বেতন পায় না, তথাপি তাঁহার নিকট অনেকে চাকরী প্রার্থনা করে। সাধারণ লোকে ভৃত্যদিগকে অধিক বেতন দেয়, তথাপি চাকরিপ্রার্থী যোটে না। ধনী লোকের বাটীতে বাজে পাওনা তিন গুণ অধিক।

১৩। চীনেমান কোনও শত্রুর মৃত্যু ইচ্ছা করিলে তাহার দ্বারে গিয়া স্বয়ং ফাঁসে ঝুলিয়া থাকে, ইহাতে বুঝা যায় যে কেবল সেই শত্রু হত হইবে না, কিন্তু তাহার গোষ্ঠিশুদ্ধ সকলের জীবন বিপদাপন্ন।

১৪। চীন দেশে কোনও ব্যক্তির একটী পুত্র সন্তান থাকিলে লোকে তাহাকে অনেক টাকা ধার দিবে, কিন্তু দ্বাদশটী কন্যা থাকিলেও এক পয়সা ধার দিবে না। পুত্রসন্তান তাহার পুত্র পৌত্র ক্রমে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ঋণশোধের জন্য দায়ী। কন্যার দায় কেবল তাহার নিজের স্বামীর ঋণ শোধের জন্য।

নানাদেশের বিবাহচ্ছেদ প্রথা।

১। নব্য গ্রীসে বিবাহচ্ছেদ প্রথা অজ্ঞাত।

২। হিন্দুস্থানে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও অতি সামান্য কারণে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া আবার বিবাহ করিতে পারেন। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিবাহভঙ্গ স্বামী স্ত্রী উভয়েরই স্বেচ্ছাধীন।

৩। প্রাচীন কালে ইহুদীরা অনেক বিবেচনা করিয়া স্ত্রী পরিত্যাগ করিত এবং যাহাকে পরিত্যাগ করিত, তাহাকে একখানি বিবাহচ্ছেদ পত্র দিত, সে অন্য স্বামিগ্রহণ করিতে পারিত।

৪। তিব্বতে উভয় পক্ষের সম্মতি না হইলে বিবাহচ্ছেদ হয় না। পুনরায় বিবাহ নিষিদ্ধ।

৫। কোচিন চায়নায় স্বামী স্ত্রী বিবাহ-ভঙ্গের ইচ্ছা করিলে সাক্ষীদিগের সম্মুখে মাংস-কাঠি * ভাঙ্গে, তাহাতেই বিবাহ-ভঙ্গ হয়।

৬। সার্কেসিয়াতে দুই প্রকার বিবাহ-চ্ছেদ আছে। এক প্রকার অনুষ্ঠানে স্বামী স্ত্রী অবিলম্বে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। অপরটীতে এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়।

৭। আমেরিকার আদিমনিবাসীদিগের মধ্যে বিবাহের সাক্ষীস্বরূপ কয়েকটী যষ্টি থাকে, তাহা ভাঙ্গিলেই বিবাহ ভঙ্গ হইল বুঝিতে হইবে।

৮। কোনও তুর্কীমানের স্ত্রী স্বামীর নিকট বাহিরে যাইবার অনুমতি চাহিলে যদি তিনি বলেন "যাও" এবং "ফিরিয়া এস" এ কথা না বলেন, তাহাহইলেই তাহাদের বিবাহচ্ছেদ হইল বুঝিতে হইবে।

৯। সাইবিরিয়াতে স্বামী অতি সামান্য ত্রুটিতে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে তাহার মস্তকের টুপী বা ঘোমটার কাপড় ছিঁড়িয়া দেন, ইহাতেই বিবাহচ্ছেদ হয়।

১০। শ্যামদেশে প্রথমা স্ত্রীকে পরি-ত্যাগ করা যায়, কিন্তু তাহাকে অন্য স্ত্রী সকলের মত বিক্রয় করা যায় না। প্রথমা স্ত্রী তাহার প্রথম সন্তানের দাওয়া করিতে পারে, অন্যান্য সন্তান স্বামীরই সম্পত্তি।

১১। মুরদিগের মধ্যে স্ত্রী সন্তানবতী না হইলে বংশের লোকদিগের অনুমতি লইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করা যায় এবং সে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে।

১২। উত্তর হিমমণ্ডলে কোন কোন দেশে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে চাহিলে রাগ করিয়া গৃহ হইতে চলিয়া যায়, কয়েক দিন আর গৃহে ফিরিয়া আসে না। ইহাতে স্ত্রী স্বামীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া এককালে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

* চিন ও ইহার নিকটস্থ দেশবাসীরা দুইটি কাঠি দিয়া খাদ্য গ্রহণ করে, তাহাকে মাংসকাঠি বলে।

মিলন।

সপ্তম দৃশ্য।

পুরোদ্যান, সখীগণের গান।

সখীগণ—

"আজিকে সখীর বিবাহ হবে,
গাঁথিয়া মালিকা পরাব সবে,
গোলাপের দল
করে ঢল ঢল,
চরণে নুপুর হইয়া রবে,
আয় ফুলরাশি তুলিগে তবে।"

১মা সখী—

"চোরবেশে বর আসিবে হেথায়,
সখীরে মোদের করিতে চুরি।
দেখিব আজি সে কেমন মায়ায়
প্রবেশি এ পুরে সাধে চাতুরী।"

২য়া সখী—

"ধরিতে আসিয়া নিজে ধরা দিবে,
বাঁধিব সকলে ফুলের ডোরে,
দেখিব কেমনে হাত ছাড়াইবে,
নে যাব সখীর সমীপে ধরে।"

৩য়া সখী— গান।

"দেখ সখি! দেখ চেয়ে,
মরি কি মোহন ফুল!
সুধা আশে যায় ধেয়ে
তৃষিত ভ্রমরাকুল।
আয় ওই ফুল লয়ে
পরাইব তার গলে,
এলো কেশে দোলাইব
শোভিবে তারকা ছলে।"

৪র্থা সখী—

"আমি ত যেতেছি ওদিকে ধাইয়া,
স্থলপদ্ম ওই ফুটেছে গাছে।
তুলি আনি দিব মাথে সাজাইয়া,
এ হেন সুষমা কোথায় আছে?"

২য়া সখী—

"স্বাথ তোর ফুল আমি ত যেতেছি,
তুলিব যতনে অশোক পাঁতি,
নিটোল সুন্দর ললাটের কাছে
নাচিবে সমীরে মধুর সিঁতি।"

(চপলার প্রবেশ ও গীত।)

"যোগিনী ছিল সে আজি পুরিবে কামনা,
মিটাগো তোদের আজি মনের বাসনা।
ছিল সংসারের দূরে,
এসেছে জগৎপুরে,
ছিল সে যে উদাসীনী হারায়ে আপনা,
পাইবে উপাস্য জনে করি উপাসনা।"

চপলা—

"ফুলশয্যা নিশি নহে আজ সখি!
কেন গাঁথি সবে ফুলের হার।
চিরপ্রথা এই রাজ-কুলে দেখি
ভূষণে শোভিবে বরাঙ্গ তার।
পরিণয়-নিশি হইবে আগত
বুঝি সখি ঘোর নিবিড় বনে।
এখনো রাজার হয় নাই মত,
কিছু সুখ তার নাহিক মনে।

১মা সখী—

চুপে চুপে কেন হইবে বিবাহ,

রাজার সবে তো একটি মেয়ে ;
কোথায় ছুটিবে আনন্দ-প্রবাহ,
জগৎ বিস্ময়ে রহিবে চেয়ে ;
তা নয় কেন গো চোরের মতন
পুগল-কুমার আসিবে হেথা ?
কিসের সন্দেহ, কেন সন্তর্পণ,
মন্দোর-কুমার এখন কোথা ?

চপলা—

কি বুঝাব আর এখনো রাজার
এ বিবাহে মন হয়নি সখি !
হৃদয়ে আমার ঘন অন্ধকার,
যেন চারি দিক্ ফেলিছে ঢাকি।
পরমেশ-পায় এ মিনতি করি
হরবে ভাসুক সখী সে মোর।
অলক্ষ্য হইতে বিভুর দয়ায়
দুখনিশা আজি হউক ভোর।

সহসা শৈল সিংহ প্রবেশ করিয়া চমকিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

চপলা—

"এসেছি হেথায় রাণীর আজ্ঞায়,
যে আসিবে চোর ধরিব তারে।
কুসুম-কোমল লাবণ্য-ছটায়,
কে ঢেলেছে কালি নিঠুর করে ?
কে করেছে তারে হেন উদাসীনী,
কার প্রেমে সে গো পাগল-পারা।
কোন্ স্রোতে হেন ছুটিছে না জানি,
হয়েছে এখন আপন-হারা।'

২য়া সখী—

"অপরাধী তুমি, কেন বা নীরবে
নহিলে দাঁড়ায়ে চোরের প্রায় ?
আয় সখি ! তোরা আয় হেথা সবে,
বাঁধি করপুট ফুল-মালায়।"

৩য়া সখী—

"চরণে বাঁধিব ফুলের নিগড়,
বাঁধিব দুহাত ফুলের হারে।
লোক-মুখে তুমি শুনি বীর বড়,
জিনিবে কেমনে আমা সবারে ?

মন্ত্রাহতের প্রায় শৈলসিংহ চারি দিকে চাহিয়া কহিলেন—

"কে তোমরা সবে ছায়াবাজীপ্রায়,
সহসা স্বপন দেখি গো বুঝি।
জনমের তরে লইতে বিদায়
এসেছি আমি যে কাননে আজি।
কাপুরুষ নহি লভি এ সম্মান
পলায়ে যাইব প্রাণের ডরে।
যাক্ প্রাণ তবু থাক্ মোর মান,
এখনো রয়েছে অসি এ করে।
কে তোমরা সবে উপহাস করি
ঢালিলে অমিয় বাক্য-সুধার।
এ কাননে যেই করে হেন চুরি,
এই প্রতিফল দাও কি তার ?"

চপলা—

বিলম্বেতে এত নাহি প্রয়োজন,
বিচারে যা হয় হইবে তব,
অন্তঃপুর-রক্ষী মোরা কয় জন,
বিচার-মন্দিরে জানিবে সব।
চুপ করে থাক কোয়োনাক কথা,
চুপে চুপে এসো মোদের সাথে,
এখন স্বাধীন নহ আর হেথা,
দেখ কি দণ্ড পড়িবে মাথে।

ফুলের মালা দিয়া শৈলসিংহের হস্ত বন্ধন, অভূতপূর্ব্ব হর্ষে শৈলসিংহের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল।

শৈল—

চল দেবি! আজ চুরি করিবারে
এসেছি যাহারে, পাই যেন তায়,
খেলিছে বিদ্যুৎ আঁখির মাঝারে,
তাতে এ হৃদয় কিছু না ডরায়।
যা আছে ললাটে হবে তাই মোর,
মরি যেন শুধু হেরি সে মুখ।
ফুলের বাঁধনে দিয়ে নব ডোর
বাঁধিলে, এ হতে আছে কি সুখ?

সখীগণের গীত।

"ভ্রমর কেমনে এল করিতে চুরি,
পল্লবে লুকান ছিল নব মাধুরী।
তার সে সুবাসে সারা
সমীরণ আত্মহারা,
দিয়েছে বারতা বুঝি জগৎ ঘুরি,
কে জানে সে মন তার কে নিল হরি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

দ্বাদশ অক্ষরে ঈশ্বরের স্তব।

অ—অকাল অনাদিদেব অনন্ত অব্যয়,
আ—আদিনাথ আত্মারাম আনন্দনিলয়,
ই—ইচ্ছাময় ইষ্ট ইহপরলোকগতি,
ঈ—ঈশান ঈশ্বর ঈশ বিহীন-মূরতি।
উ—উৎপত্তি-কারণ উচ্চ উপমারহিত,
ঊ—ঊর্দ্ধ-অধ-সর্ব্বদিকে সদাবিরাজিত।
ঋ—ঋদ্ধিদাতা ঋত ঋষি-দেবতা-দুর্ল্লভ,
ঌ—ঌপ্ত নও ব্যাপ্ত বিভু জীবন-বল্লভ।
এ—এক এব অদ্বিতীয় সর্ব্বলোকাশ্রয়,
ঐ—ঐশ্বর্য্য বৈভবশালী দাতা দয়াময়।
ও—ওঁকার সাধনধন ওজস্বী পাবন;
ঔ—ঔষধি পরম ভবব্যাধি-নিবারণ।

"বঙ্গবিধবা।"

বিগত অগ্রহায়ণের ৮ম সংখ্যক অন্তঃপুরে "বঙ্গবিধবা" নামক প্রবন্ধ পাঠে মনে আনন্দ ও উৎসাহ জন্মিল। বঙ্গরমণীরা এরূপ সুচিন্তা করিতে ও প্রবন্ধাদি দ্বারা গুরুতর বিষয় আলোচনা করিতে মনোযোগিনী হইয়াছেন, ইহা সামাজিক শ্লাঘার বিষয়। প্রবন্ধ-লেখিকা শ্রীমতী নীরদবাসিনী বসু মহাশয়া অতি ধন্যবাদার্হা। ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার শুভ কামনা সিদ্ধ করিবার শক্তি দিউন।

এক সময় মাননীয় শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনাথা বঙ্গবিধবাগণের দুরবস্থা মোচনার্থ পরম যত্নশীল হইয়াছিলেন। পণ্ডিতা রমা বাই পুনাতে

একটি "বিধবাশ্রম" স্থাপন করিয়া অনেক নিরাশ্রয়ার পালন ও শিক্ষা বিধান করিতেছেন। কিন্তু হিন্দুসমাজ এ সকল বিষয়ে উদাসীন। আমাদের রীতি নীতি পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের পথে বহুল অন্তরায়। এ সকল গুরুতর কার্য্যে একা স্ত্রীজাতির দুর্ব্বল ক্ষমতায় কুলান দায়। দেশকালপাত্র অনুসারে সকল কার্য্যের গতি কে না স্বীকার করিবে? সময়ানুযায়ী শিক্ষা লাভ না করিলে বিধিপূর্ব্বক পরিচালিত হওয়া যায় না। স্ত্রীজাতির সম্যক্ উন্নতির চেষ্টা করিতে গেলে, কুমারী, সধবা ও বিধবা সকলের দিকে সমভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ এই তিনটি পরস্পর এমন ভাবে সংবদ্ধ যে, একের টানে তিনের টান পড়ে। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয় বিধবার উন্নতি সাধন। অবশ্য সকল স্ত্রীলোকই সমভাবে রক্ষণীয়। পুরুষের আশ্রয় ও সাহায্য ব্যতীত ভারতে স্ত্রীলোকের নিরাপদে নির্ভয়ে পদক্ষেপ করিবার যুগ এখনও উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গবিধবার মতন কঠিন ব্রহ্মচর্য্যধারিণী ও পতিভক্তি-পরায়ণার দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিরল। সামাজিক রীতি নীতিমধ্যে কত শুভ ও অশুভ তত্ত্ব আছে, তাহা বিচারপূর্ব্বক নূতন নীতি ও নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া সংসারের মঙ্গলসাধন করা একা রমণী জাতির সাধ্যায়ত্ত নহে। "বিধবাশ্রম" স্থাপন করিয়া তাহাদিগের স্বয়ং গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী অর্জ্জনী শক্তি উদ্ভাবন করিয়া দিলে যে সর্ব্বাঙ্গীণ দুঃখ নিবারণ চেষ্টায় কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে, তাহা সন্দেহস্থল। স্ত্রীজীবন সর্ব্বতোভাবে নির্ভরতাপ্রিয়। লতা কি অনাশ্রয় হইয়া বাঁচিতে পারে? কেবল স্বাধীন স্বাবলম্বনে রমণীর প্রাণের দুঃখ যায় না। উহাদের হৃদয়ের প্রধান খাদ্য স্নেহ ভক্তি ভালবাসা। রমণী ভালবাসা পাইতে ও দিতে পারিলে কৃতার্থ হয়। শরীরের পুষ্টিব্যতীত স্ত্রীলোকের যত না কষ্ট হয়, প্রাণের পুষ্টি অভাবে ততোধিক। প্রাচীন ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব প্রেমজীবী জাতিকে প্রেম না যোগাইতে পারিলে কি দিয়া রক্ষা করিবে? সে দিনে দিনে পলে পলে বিন্দু বিন্দু করিয়া মরিবেই। যৎকালে হতভাগিনী জীবনের সর্ব্বস্বধন হারাইয়া দারুণ অসহায় অবস্থায় পতিত হয়, তৎকালে তাহার জুড়াইবার স্থান কি শান্তিপ্রদ-মাতৃকোল নহে? সে সময়ে কি পিতা ভ্রাতা তাহার নিরাপদ নির্ভরস্থল হইতে পারে না? স্নেহময়ী ভগিনী ব্যথিত অন্তরে অঞ্চলখানি দিয়া অশ্রুসিক্ত মুখখানি মুছাইলে কি বেদনার উপশম আসিবে না? পরস্পরের চির-স্নেহাস্পদ ব্যক্তিগণের সহানুভূতি ও সাহায্যে যত আরাম শান্তি পাইতে পারিবে, অপরের দ্বারা তাহা হইতে পারে না। যে রোগের যে ঔষধ, তাহাতেই তাহার উপশম ঘটে। আমরা শতবার "আহা" বলিলে তত শান্তি জন্মিবে না, তাহার নিজ পরিজনের

কটাক্ষপাতে যাহা ঘটিবেক। বিধবার প্রাণে প্রেম-পারাবার শুথাইয়া ভীষণ মরু প্রসারিত হইল, নৈরাশ্য অন্ধকার আসিয়া সর্ব্বদিক্ গ্রাস করিল, তখন তাহার আশ্রয়, উপায়, উদ্দেশ্য, অবলম্বন কি হইতে পারে? যাহা গিয়াছে তাহা কে ফিঁরাইতে পারে? সে অভাব পূর্ণ হইবার নয়। শূন্যপ্রাণ সহানুভূতি চায়। কাহার সহানুভূতি অধিকতর প্রাণস্পর্শী? যাহাদের হইতে জন্ম ও যাহাদের এক রক্ত মাংসে দেহ গঠিত, তাহাদের সহানুভূতি যত গভীর ও যত স্নিগ্ধকর, এত আর কার?

আশ্রম স্থাপন করিয়া বিধবাগণকে স্বোপার্জনশীল ও সক্ষম করিলে তাহাদের প্রাণের জলন্ত চিতা কি নির্ব্বাণ হইবে? কোন স্থলে আর্থিক সাহায্য কিয়ৎ পরিমাণে হইলেও সংসারে মমতা বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িবে না কি? শুধু উদর-পূরণ করিয়া নিজেকে পরিপোষণ করা মানবজন্মের উদ্দেশ্য নহে। ভগবান্ আমাদের গৃহটীকে মহৎ আশ্রম করিয়া দিয়াছেন। হিন্দুপরিবারের মধ্যে বিস্তর শিক্ষণীয় বস্তু আছে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় সকল বিষয় সময়ের গতিতে রূপান্তর-প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম্ম কর্ম্ম, যাগ যজ্ঞ, ব্রত নিয়ম, ত্যাগ বৈরাগ্য, দয়া মায়া, ভক্তি শ্রদ্ধা, শ্রম উদ্যম যাহা কিছু ইহকালে ও পরকালে বাঞ্ছনীয়, তাহা চেষ্টা করিলে পাইতে পারি; অন্যত্র খুজিতে হয় না। রাজর্ষি জনক গৃহে বসিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। যদি বঙ্গরমণীগণ বাহিরে কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করিবেন, তবে ভিতরে কে শৃঙ্খলা স্থাপন করিবে? গৃহ-মধ্যে আমার মাতা কিম্বা শ্বশ্রূ যদি পীড়িত হইলে একবিন্দু ঔষধের জন্য লালায়িত হন, আর আমি দাতব্য চিকিৎসালয়ে কেবল নিজের উদর-পূরণের জন্য খাটিতে থাকি, তাহা হইলে কি ফল হইল? ইংরেজী একটী প্রবচন আছে "charity begins at home." এ স্থলে আমরা সেই যুক্তির অনুসরণ করিয়া দেখিলে ভাল হয় না কি? একজন বিধবা দ্বারা একটী সংসারের অনেক উপকার হইয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর নিষ্কাম ধর্ম্ম এই স্থলে জাগ্রত ভাবে প্রত্যক্ষ প্রকাশিত। বিধবারা গৃহের দেবীস্বরূপা, পবিত্রতার শুভ্র মূর্ত্তি। তাঁহারা নিজের এক একটি পেটের জন্য বাহিরে গিয়া কর্ম্ম শিক্ষা করিবেন, তবে ভিতরের বোঝা কে বহন করিবে? সেই নির্জীব নিরাশ প্রাণে কি পরের দাসত্ব অথবা মমতাহীন কঠোর শ্রম প্রশংসনীয়? দিন দিন সংসারের যেমন অবস্থা, তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির সমুচিত পরি-শ্রম না করিলে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। কিন্তু খাটিবার শক্তি কোথা হইতে আসে? এই উভয় জাতি মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রাণে স-জীবতা না ঢালিলে সংসার-তরু অচিরে

শুখাইয়া যায়। মানুষের উদ্যম ও উৎসাহের বলে কার্য্যকরী ক্ষমতা বৰ্দ্ধিত হয়। বিধবার প্রাণে কিসের উৎসাহ? কোন্ উত্তম লইয়া গৃহের বাহিরে দুর্ব্বল পদক্ষেপ করিয়া সে সুখী হইবে? তবে যে রমণীগণের দ্বিতীয়বার বিবাহের বিধি আছে, তাহারা এরূপ হতাশাপীড়িত নহে ও তাহাদের বাল্যকালের শিক্ষার ভিত্তিমূল অপেক্ষাকৃত দৃঢ়।

পুরুষেরা যে এত কঠোর পরিশ্রম করিয়া চিরজীবন খাটিয়া থাকেন, কিসের জন্য? একটি পরিবারে কতকগুলি লোক প্রতিপালিত হইবে বলিয়া, কোনও পুরুষ বোধ হয় কেবল নিজের জন্য উপার্জ্জন করেন না। বিধবার জীবন উচ্চ আদর্শে গঠিত করিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত। সংসারের উপরে আরও কিছু আছে, তাহা ধরাইয়া দিতে পারিলে বিধবার যথার্থ মঙ্গলসাধন করা হয়। স্বামিহারা হইলে তাঁহার নিজের ভোগবিলাস ও ঐহিক সুখ গেল বলিয়া তিনি মাতা পিতা ভাই ভগিনী আত্মীয়স্বজন সকলকে ফেলিয়া নিজের সুখে জীবিকা নির্ব্বাহের পথ দেখিবেন, এই ব্যবস্থা তত সুসঙ্গত নহে। তাঁহার সকল ফুরাইল বটে, কিন্তু তিনি অন্যের জন্যে সকলই করিতে পারেন। মান অভিমান সুখ দুঃখ ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া জগতের হিতব্রতে ব্রতী হইবার শিক্ষা তাঁহাকে দেওয়া উচিত। তিনি একলার জন্য রাঁধিয়া খাইলে কি তাঁহার ভগ্নপ্রাণে সুখ হইবে? না দশহাতে আত্মীয়দিগকে খাওয়াইয়া অকাতরে প্রাণ ঢালিয়া ছোট বড় সকলের জন্য সমভাবে সেবা যত্ন করিয়া সংসারকে স্নিগ্ধ করিতে পারিলে শুষ্ক প্রাণে শীতলতা আসিবে? যদি তিনি নিজের "অন্নচিন্তা" করিবেন, তবে দেহ মন ছাড়া আরও যে ভাবনা আছে, তাহা কে ভাবিবে? আর একটা দোষ ঘটিতে পারে, সংসারে পরস্পরের মধ্যে একটা বন্ধন আছে, তাহাও ছিন্ন হইতে পারে। হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া যদি গৃহ পরিজন আপনার করিতে না পারিলাম, তবে এত বড় বিশাল জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে কিরূপে আপনার করিব? বিশ্বহিতে প্রাণ অর্পণ করিবার শক্তি ও জ্ঞান কোথায় পাইব? সকল ধর্ম্মের সার কথা "নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হও।" এই মহাবাক্যের সফলতা মহাজনগণের মহাপ্রাণতায় দৃষ্ট হয়। বিধবাগণের অন্নবস্ত্রের দুঃখ নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে উচ্চ ও মহদনুষ্ঠানে নিযুক্ত করাই ঐহিক পারত্রিক উন্নতির চেষ্টা। নির্দ্দোষ সমাজ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আমাদের বঙ্গসমাজে এখন অনেক বিষয় এমন দাঁড়াইয়াছে, যাহার প্রতীকার অতি বাঞ্ছনীয়। তবে ইহা বলা যাইতে পারে এমন নির্ম্মম জনক জননী বা শ্বশুর শাশুড়ী বিরল, যাঁহারা বধূ বা কন্যাকে কেবল পতিঘাতিনীস্বরূপ গণিয়া ঘৃণা অবজ্ঞা করেন। কিন্তু ভগ্নী নীরদবাসিনী বসুর এরূপ উল্লেখ যে অসম্ভব, তাহা বলিতেছি না। সমাজ বহুল কু-

সংস্কারে ও কুশিক্ষায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র স্ত্রীজাতি গৃহের শ্রীস্বরূপ হইয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইতে পারেন নাই। যদি বঙ্গবিধবাগণের কষ্ট দূর করিয়া প্রাণে শান্তি সেচন করিবার চেষ্টা উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে গৃহস্থাশ্রমের আধ্যাত্মিক শিক্ষায় নিযুক্ত করা শ্রেয়ঃ। সেই পবিত্র আশ্রমের প্রথম শিক্ষা জ্ঞান বিস্তার ও ধর্ম্ম চর্চ্চা এবং চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন। তবে ধর্ম্মচর্চ্চা বলিলেই একটা গণ্ডগোল বাধে। এ সময়ে ভারতে ধর্ম্ম-বিপ্লব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিধবাগণকে নামে ব্রহ্মচর্য্যধারিণী বলিয়া আখ্যাত করিলে, কি হইবে? তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপরায়ণা দেবীরূপে সংসারের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের প্রধান কার্য্য। আপনাকে ভুলিয়া অবিরত অক্লান্ত ভাবে কায়মনোবাক্যে পরের হিতসাধনা করিবার অভ্যাস জন্মাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সমাজের যে কঠোর নিয়ম সকল আছে, ক্রমে তাহার সংশোধনের উপায় করিতে হইবে। উঁহাদিগকে সংযম শিখাইবার জন্য অনেক কৃচ্ছ্র সাধন ও ব্রত নিয়ম পালন করিতে হয়। যদিও প্রাচীন মনস্বিগণের ব্যবস্থিত মত খণ্ডন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, তথাপি প্রখর বৈশাখের একাদশীর জীবন্ত চিত্র দেখিয়া কোন্ সহৃদয় গৃহস্থের হৃদয় সুস্থির থাকে? দেশ কাল পাত্র অনুসারে কার্য্য করা যখন শাস্ত্রসম্মত, একালের অল্পায়ু দুর্ব্বল প্রাণীর প্রতি নিয়মের পরিবর্ত্তন কি অসঙ্গত? মূল কথা ধর্ম্মপালন জ্ঞানের শিক্ষাপ্রভাবে বর্দ্ধিত হয়। তোমার শিশু পুত্রটিকে ভাল মন্দ সরলরূপে বুঝাইলে ধর্ম্মকার্য্যে তাহার যত আস্থা জন্মিবে, ধমক দিয়া শাস্তির ভয়ে ধর্ম্ম শিখাইলে তাহা তত ফলোপধায়ী হইবে না। মেয়ের বিষয়েও সেইরূপ। শ্রীমতী নীরদবাসিনী একস্থলে বলিয়াছেন জননীও শত্রু, অনেক স্থলে বিধবা কন্যার প্রতি নির্ম্মম হইয়া মৃত্যু প্রার্থনা করেন। ইহা বিচিত্র কথা নহে। যে জাতির কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গৃহস্বামী এবং পাড়া প্রতিবাসী সকলেই ভাবী দুঃখের আশঙ্কা করেন, তাঁহাদের পক্ষে দুর্ভগা জীবন বহন কাহার না অসহ?

চারি দিক্ হইতে দেখা যায় বাল্যবিবাহ সকল অনিষ্টের মূল। আমরা যদি মেয়েটিকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিয়া পরিণত বয়সে বিবাহ দি, তাহা হইলে সে সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় এরূপ অসহায়তা বোধ করে না। সে সবল হইয়া সকল প্রকার তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত সহিতে পারে। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারতা আরও বর্দ্ধিত হওয়া উচিত। এই শিক্ষা দ্বারা বঙ্গবিধবাগণকে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের পবিত্র শুভ্র দেবীমূর্ত্তিস্বরূপ করিয়া গঠিত করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক শিক্ষা দীক্ষা বিধবাগণের জীবনের মূল উদ্দেশ্য যেন হয়। যখন সংসার হইতে ভগবান্ উঁহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছেন, তখন তাঁহাদের আরও মহত্তর সাধন সাধিবার অধিকার ও অবসর হইয়াছে। নতুবা বিধবাগণকে

আবার সংসারপাশে বাঁধিয়া দেওয়া ভাল। নিরবলম্বন হইয়া নিগ্রহ ভোগ বিষম কষ্ট। সকল বাসনা কামনাকে শোকাগ্নিতে আহুতি দিয়া পলে পলে বিন্দু বিন্দু করিয়া জীবন ধ্বংস হইতে থাকে। বঙ্গবিধবাগণকে সংসারের মানুষিক ভাবে না গড়িয়া স্বর্গীয় ভাবে দেবীরূপে গড়িয়া আমাদের পূজা করা উচিত। সেই পবিত্র অনুষ্ঠানে ঘরে ঘরে নন্দনকানন প্রস্ফুটিত হইবে। কিন্তু আমাদের গৃহলক্ষ্মী আমাদের গৃহ ছাড়িয়া গেলে ভারতরমণীর চিরবিখ্যাত শুভ্রতা মলিন হইয়া যাইবে।

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী।

ভাষা সংমিশ্রণ।

ভাষা মনের ভাব প্রকাশের সংকেত। আদিম অসভ্য লোকের ন্যায় আদিম ভাষারও পুঁজি অতি অল্প থাকে। কিন্তু জাতীয় উন্নতির সহিত ভাষা যতই উন্নত ও সংস্কৃত হইতে থাকে, তাহার সম্বল ও প্রসারতা তত বাড়িয়া যায়। ভাষাকে পরিপুষ্ট ও পূর্ণ করিতে হইলে পারিভাষিক শব্দ অনেক গ্রহণ করিতে হয়। এই পারিভাষিক শব্দ হয় মূল ভাষার প্রকৃতি প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়, নয় অপর ভাষার শব্দ স্বায়ত্তীকৃত হইয়া তাহার শব্দসম্বল বর্দ্ধিত করে। আমাদের সংস্কৃত ভাষা যে এত বিভবশালী, তাহার কারণ বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহা ক্রমে ক্রমে সংবর্দ্ধিত ও মার্জ্জিত হইয়াছিল। আমাদের রাজ-ভাষা ইংরাজি এখন পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসীর ব্যবহৃত ভাষা, ইহাতে যেমন সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তেমনি ইহা পৃথিবীর সকল ভাষা হইতে শব্দাবলী গ্রহণ করিয়াছে। যদি লাটিন, গ্রীক, ফরাসী, ইটালী প্রভৃতি ভাষা হইতে শব্দ সকল গৃহীত না হইত, ইংরাজি ভাষা নিতান্ত দরিদ্র-ভাবাপন্ন থাকিত এবং উহাদ্বারা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল লিখিত হইতে পারিত না।

আমাদের বাঙ্গালা ভাষা যদিও প্রাচীন, কিন্তু বহুকাল অতি দীন দশায় ছিল। ইহার সাহিত্য-ভাণ্ডারও দরিদ্র ছিল। অর্দ্ধ শতাব্দী মাত্র হইল বঙ্গসাহিত্যের নব যুগের অভ্যুদয় হইয়াছে। কাব্য, নাটক, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন, বিবিধ শাস্ত্র রচনা দ্বারা যেমন এই ভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রয়োজন, সেইরূপ ভাষার শব্দ সম্পদও বাড়াইবার প্রয়োজন। প্রয়োজন সাধন উদ্দেশে বিদেশীয় ভাষা হইতে যদি কথা ধার করিয়া লইতে হয়, তাহাতেও লজ্জা বা দুঃখ নাই। তবে এক-জন ইংরাজি ভাষানুরাগী ইংরাজ পণ্ডিত যেমন বলিয়াছেন "I will not use felicity, if I can use happiness",

আমরাও বলি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ পাইলে এবং তাহা দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিব না।

বাঙ্গালা ভাষার খাঁটি শব্দ কি? তাহা অনেক সময় ঠিক্ করা কঠিন। অনেকে মনে করেন সংস্কৃতমূলক শব্দ হইলেই তাহা খাঁটি বাঙ্গালা হইল। বস্তুতঃ তাহা নহে। সংস্কৃত নয় এমন খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ অনেক আছে; যথা—ঢেঁকী, কুলা, ধুচুনী, চুপড়ী ইত্যাদি। আর এখন আরবী, পারসী ও ইংরাজিমূলক এত শব্দ বাঙ্গালার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে যে, সে সকলকে ছাঁটিয়া ফেলা যায় না। বাঙ্গালী সংস্কৃতমূলক দায়াদ অপেক্ষা সরীক, অনুকরণের অপেক্ষা নকল, ন্যূনাতিরিক্ত অপেক্ষা কম বেশী শীঘ্র বুঝিবে। সেইরূপ লৌহবর্ত্ম অপেক্ষা রেলওয়ে, তাড়িতবার্ত্তাবহ অপেক্ষা টেলিগ্রাফ, বিচারালয় অপেক্ষা কোর্ট এবং চিকিৎসালয় অপেক্ষা হাঁসপাতাল শীঘ্র সুস্পষ্ট বুঝিবে। বাঙ্গালা ভাষায় আরবী পারসী ও ইংরাজি শব্দ কত প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কতকগুলির প্রমাণ নিম্নে দিতেছি। পাঠক পাঠিকাগণ ইচ্ছা ও একটু আয়াস স্বীকার করিলে আরও অনেক সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ইহাদের মধ্যে কোন্ গুলি বাঙ্গালায় সঙ্গত অসঙ্গত, তাহাও বিচারে বুঝিতে পারিবেন।

বিদেশী	বাঙ্গালা	বিদেশী	বাঙ্গালা
আদালত	বিচারালয়	আমলা	কর্ম্মচারী
আমদানি	স্বদেশে আনয়ন	হাল	অবস্থা
রপ্তানি	দ্রব্য বিদেশে প্রেরণ	আবাদ	চাস
আরাম	বিশ্রাম	আসোল	মৌলিক
আফিস	কার্য্যালয়	আইস	হিমশিলা
আইসক্রীম	বরফের মিঠাই	আলপাকা	লোমজ বস্ত্র
উডপেন্সিল	সীসার লেখনী	মোসাল	আলো
মানে	অর্থ	মেজাজ	ধাতু
মুন্সেফ	বিচারক	মেহনত	পরিশ্রম
মাহিনা	বেতন	লাখেরাজ	নিকর
সদর	প্রকাশ্য	সাহেব	মহাশয়
সাফ	পরিষ্কার	সহর	নগর
সরাই	অতিথিশালা	সামিয়ানা	চন্দ্রাতপ
সর্দ্দি	কফ	হাকিম	শাসনকর্ত্তা
হুকুম	আজ্ঞা	হিসাব	আয়ব্যয়বিবরণ
সাবল	খনিত্র	টিকিট	পত্রী
হেরমত	অধ্যবসায়	ফ্রক	ঘাগরা
ফ্যাসান	চলিত প্রথা	ফেল	অনুত্তীর্ণ
ফিটন	গাড়ি বিশেষ	বল	গোলা
বেঞ্চ	লম্বা চৌকি	বডি	জামা
বক্স	বাক্স	বেলুন	ব্যোমযান
বোট	নৌকা	বোর্ড	কাষ্ঠফলক
ব্রোচ	অলঙ্কার	ব্যাগ	থলে
ব্যাঙ্ক	ধনাগার	ব্রুস	ঝাড়ন
বুট	জুতা	বারেণ্ডা	দালান
বার্ণিস	রং	মনুমেণ্ট	স্মৃতিস্তম্ভ
মাষ্টার	শিক্ষক	মিনিট	মুহূর্ত্ত
মিউজিয়ম	চিত্রশালা	মেস	শিবির
রিং	অঙ্গুরী	রেলওয়ে	লৌহবর্ত্ম
রুল	লাঠি	ডিস	রেকাব
রসিদ	প্রাপ্তিস্বীকার পত্রী	দেনা	ঋণ
ল্যাম্প	দীপ	লাট	শাসনকর্ত্তা
ষ্টেশন	আড্ডা	ষ্টিমার	বাষ্পীয় পোত
জবরদস্ত	বলপ্রকাশ	তলব	ডাকা
তসিলদার	করসংগ্রাহক	তাগিদ	তাগাদা করা
তাজা	টাটকা	তফাত	প্রভেদ

বিদেশী	বাঙ্গালা	বিদেশী	বাঙ্গালা	বিদেশী	বাঙ্গালা	বিদেশী	বাঙ্গালা
দরখাস্ত	আবেদন	দখল	অধিকার	পোষাক	পরিচ্ছদ	ফকির	সন্ন্যাসী
দলিল	অধিকার পত্র	দাখিল	আনয়ন	বরতরফ	পদচ্যুত করা	বাকি	অবশিষ্ট
দস্তখত	স্বাক্ষর	দম	নিশ্বাস	বকেয়া	পুরাতন অবশিষ্ট	বেশী	অধিক
দরকার	প্রয়োজন	দেরী	বিলম্ব	বেজার	বিরক্ত	বাজার	হাট
নক্সা	চিত্র	নায়েব	প্রতিনিধি	শ্লেট	প্রস্তরফলক	সাইক্লোন	ঝড়
নকল	অনুকরণ	নরম	কোমল	সোফা	পালঙ্ক	হাফ	অর্দ্ধেক
নফর	ভৃত্য	পাট্টা	অধিকার পত্র	হ্যাট	টুপি	হারমোনিয়ম	বাদ্যযন্ত্র
পছন্দ	মনোনীত করা	পিয়াজ	পলাণ্ডু	হউস	বাণিজ্যালয়	জুরী	প্রাড্‌বিবাক
জু	পশুশালা	বিল	তালিকা	সেরা	উত্তম	রোসনাই	আলো

মহর্ষির মহা শ্রাদ্ধোৎসব।

পরলোকগত আত্মার প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা প্রকাশ যদি শ্রাদ্ধ হয়, শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধের ন্যায় প্রকৃত শ্রাদ্ধ অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। তাঁহার শ্রাদ্ধের স্থান এবং কাল অতি বিস্তৃত এবং শ্রাদ্ধাধিকারী লোকও অসংখ্য। তাঁহার যোড়াসাঁকোর বাটীতে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ তাঁহার শ্রাদ্ধ যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়াছেন, আবার কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে, বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলায়, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও নগরীতে এবং ভারত ছাড়িয়া দূরদেশেও এই শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্র, উড়িয়া, আসামী, মান্দ্রাজী, সিংহলী এবং পারসী, মুসলমান ও ইংরাজ প্রভৃতি জাতীয় লোকেও এই শ্রাদ্ধে প্রাণের সহিত যোগদান করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান তাঁহার মৃত্যুদিন ৬ই মাঘ হইতে আরব্ধ হইয়াছে, আজও ইহার শেষ হয় নাই।

আমরা প্রথমে তাঁহার পরিবারিক শ্রাদ্ধের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিব। তাঁহার কন্যাগণ ৩ দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া সমারোহে চতুর্থী ক্রিয়ার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সকলেই ষোড়শ উৎসর্গ করেন। ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সজলনয়নে গদগদবচনে এইরূপ প্রার্থনা করেন :—

"হে পিতা, হে গুরুদেব! তুমি ত আমাদের ছেড়ে চলে গেলে, আমি এখন কি নিয়ে থাকব, কি করব, তুমি যে আমার সবই ছিলে। তোমারি উপর আমার প্রাণ মন শক্তি সবই সমর্পণ করে রেখেছিলুম, সব শূন্য করে চলে গেলে। হে পিতা, তোমার সেই সৌম্য শান্ত দেবমূর্ত্তি আর দেখ্‌তে পাব না, তোমার মুখের সেই অমৃতময়ী বাণী আর শুন্‌তে পাব না,

এ মনে হলে যে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে! এখন থেকে জীবন্মৃত হয়ে থাকতে হবে। দেব! তুমি ত সাধারণ পিতার মত ছিলে না, যে কার্য্য কোন পিতায় করিতে পারে না, তুমি যে তাহা করেছ। কিসে আমাদের জ্ঞান ধর্ম্ম ও আত্মার উন্নতি হয়, কিসে ঈশ্বরের পূজা প্রতিদিন করি, সেই চেষ্টা আজীবন করেছ। তুমিই আমার গুরু, তোমার প্রসাদেই পরমার্থ বিষয়ে যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করেছি। কিন্তু এই দুঃখ যে তোমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করে তোমাকে সুখী করতে পারলুম না। আমাদের পরম সৌভাগ্য এবং একমাত্র গর্ব্বের বিষয় যে, তোমার মত অমন পিতা পেয়েছিলুম। কত অনাথ বিধবা তোমার শোকে হাহাকার করে বেড়াচ্চে, তুমিই তাদের একমাত্র আশা ভরসা ছিলে, কে আর তাদের মুখে অন্ন দিবে? প্রত্যহ আমি যখন তোমাকে প্রণাম করতুম, তুমি তোমার কোমল ক্ষীণ হাতটি তুলে আমাকে আশীর্ব্বাদ করতে, সে কি আর জীবনে কখনো ভুলতে পারব? সে রকম স্নেহ আর কার কাছে পাব? এখন এই আশীর্ব্বাদ তোমার কাছে ভিক্ষা করছি যে, তুমি আজীবন যাঁকে পূজা করে এসেছ, তাঁর পূজায় যেন এ জীবন অতিবাহিত করতে পারি। তোমার জন্যে ঈশ্বরের নিকট কি আর প্রার্থনা করব? তুমি তাঁর পরমভক্ত প্রিয় পুত্র ছিলে, রোগশয্যাতেও প্রতিদিন সূর্য্য দেখে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে, তাঁর পূজা শেষ করে, তবে দুগ্ধ পান করতে। হে ঈশ্বর! তুমি তাঁর জীবনে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়েছ, তাঁর দ্বারা কত লোকের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দীপন করে দিয়েছ, তাঁকে ধন মান পুত্র পৌত্র সকল সম্পদেই সুখী করেছ, কোনই অভাব রাখ নাই। এখন কেবল তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি, তাঁর চিরকালের আন্তরিক যে বাসনা, যে ব্রহ্মধামে গিয়ে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করবেন, সেই কামনা তুমি পূর্ণ কর।"

মহর্ষির পুত্রগণ দশদিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া ১৬ই মাঘ রবিবার বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গণে আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করেন। ব্রহ্মোপাসকবৃন্দে প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইলে সুগায়ক বাবু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মধুরস্বরে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ রৌপ্য ষোড়শাদি উৎসর্গ করিলে আচার্য্যগণ ব্রহ্মোপাসনা করেন। উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ যে প্রার্থনা করেন, তাহা হইতে কোনও কোনও অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হে পরমপিতঃ, হে পিতৃতমঃ পিতৃণাম্, এ সংসারে যাঁহার পিতৃভাবের মধ্য দিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়াছি—অদ্য একাদশ দিন হইল, তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জীবন হোমহুতাশনের ঊর্দ্ধমুখী পবিত্র শিখার ন্যায় তোমার অভিমুখে নিরন্ত উত্থিত হইয়াছে। অদ্য তাঁর সুদীর্ঘ

জীবনযাত্রার অবসানে তুমি তাঁহাকে কি শান্তিতে, কি অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছ —যিনি স্বর্গ কামনা করেন নাই, কেবল "ছায়াতপয়োরিব" ব্রহ্মলোকে তোমার সহিত যুক্ত হইবার জন্য যাঁহার চরমাকাঙ্ক্ষা ছিল, অদ্য তাঁহাকে তুমি কিরূপ সুধাময় চরিতার্থতার মধ্যে বেষ্টন করিয়াছ, তাহা আমাদের মননের অগোচর, তথাপি মঙ্গলময়, তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তুমি অনন্তসত্য, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত সত্যচিন্তা নিঃশেষে সার্থক হয়,—তুমি অনন্তকল্যাণ, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত শুভকর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সফল হয়,—আমাদের সমস্ত অকৃত্রিম প্রেম, হে আনন্দস্বরূপ, তোমারই মধ্যে সুন্দরভাবে ধন্য হয়,—আমাদের পিতৃদেবের জীবনের সমস্ত সত্য, সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত প্রেম তোমার মধ্যে অনির্ব্বচনীয়রূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহা জানিয়া আমরা ভ্রাতা-ভগিনীগণ করযোড়ে তোমার জয়োচ্চারণ করিতেছি।

পৃথিবীতে অধিকাংশ সম্বন্ধই দানপ্রতিদানের অপেক্ষা রাখে—কিন্তু পিতামাতার স্নেহ প্রতিদান প্রত্যাশার অতীত। তাহা পাপ, অপরাধ, কদর্য্যতা, কৃতঘ্নতা সমস্তকেই অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। তাহা ঋণ নহে, তাহা দান। তাহা আলোকের ন্যায়, সমীরণের ন্যায় —তাহা শিশুকাল হইতে আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য কেহ কখনো চাহে নাই। পিতৃস্নেহের সেই অযাচিত, সেই অপর্য্যাপ্ত মঙ্গলের জন্য, হে বিশ্বপিতঃ, আজ তোমাকে প্রণাম করি।

আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল, আমাদের পিতামহের মৃত্যুর পরে এই গৃহের উপরে সহসা ঋণরাশিভারাক্রান্ত কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। পিতৃদেব একাকী বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে দুস্তর ঋণসমুদ্র সন্তরণপূর্ব্বক কেমন করিয়া যে কূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—আমাদের অদ্যকার অন্নবস্ত্রের সংস্থান কেমন করিয়া যে তিনি ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া আমাদের জন্য রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। সেই ঝঞ্ঝার ইতিহাস আমরা কি জানি! কতকাল ধরিয়া তাঁহাকে কি দুঃখ, কি চিন্তা, কি চেষ্টা, কি দশাবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে, তাহা মনে করিতে গেলে শরীর কণ্টকিত হয়। * * * * * এই সময়ে এই অবস্থায় যে ধনপতির পুত্র নিজের চিরাভ্যাসকে খর্ব্ব করিয়া, ধনিসমাজের প্রভূত প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া শান্ত সংযত শৌর্য্যের সহিত এই সুবৃহৎ পরিবারকে স্কন্ধে লইয়া দুঃসহ দুঃসময়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন ও জয়ী হইয়াছেন, তাঁহার সেই অসামান্য বীর্য্য, সেই সংযম, সেই দৃঢ়চিত্ততা, সেই

প্রতিমুহূর্ত্তের ত্যাগস্বীকার আমরা মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধিই বা করিব কি করিয়া এবং তদনুরূপ কৃতজ্ঞতাই বা কেমন করিয়া অনুভব করিব! আমাদের অদ্যকার সমস্ত অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের পশ্চাতে তাঁহার সেই বিপত্তিতে অকম্পিত বলিষ্ঠ দক্ষিণহস্ত ও সেই হস্তের মঙ্গল আশিষ-স্পর্শ আমরা যেন নিয়ত নম্রভাবে অনুভব করি।

আমাদের সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচনের পক্ষে প্রচুর এই যে সম্পত্তি তিনি সম্পূর্ণ নিজের বলে রক্ষা করিয়াছেন, ইহা যদি অধর্ম্মের সহায়তায় ঘটিত, তবে অদ্য অন্তর্যামীর সম্মুখে সেই পিতার নিকটে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতে আমাদিগকে কুণ্ঠিত হইতে হইত। সর্ব্বাগ্রে তিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া পরে তিনি ধনরক্ষা করিয়াছেন—অদ্য আমরা যাহা লাভ করিয়াছি, তাহার সহিত তিনি অসত্যের গ্লানি মিশ্রিত করিয়া দেন নাই—আজ আমরা যাহা ভোগ করিতেছি, তাহাকে দেবতার প্রসাদস্বরূপ নির্ম্মলচিত্তে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিবার অধিকারী হইয়াছি।

সেই বিপদের দিনে তাঁহার বিষয়ী বন্ধুর অভাব ছিল না—তিনি ইচ্ছা করিলে হয় ত কৌশলপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বসম্পত্তির বহুতর অংশ এমন করিয়া উদ্ধার করিতে পারিতেন যে, ধনগৌরবে বঙ্গীয় ধনীদের ঈর্ষ্যাভাজন হইয়া থাকিতেন। তাহা করেন নাই বলিয়া আজ যেন আমরা তাঁহার নিকটে দ্বিগুণ কৃতজ্ঞ হইতে পারি।

ঘোর সঙ্কটের সময় একদিন তাঁহার সম্মুখে একইকালে শ্রেয়ের পথ ও প্রেয়ের পথ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। তখন সর্ব্বস্ব হারাইবার সম্ভাবনা তাঁহার সম্মুখে ছিল—তাঁহার স্ত্রীপুত্র ছিল, তাঁহার মানসম্ভ্রম ছিল, তৎসত্ত্বে যে দিন তিনি শ্রেয়ের পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন, সেই মহাদিনের কথা আজ যেন আমরা একবার স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের বিষয়লালসার তীব্রতা শান্ত হইয়া আসিবে এবং সন্তোষের অমৃতে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত হইবে। অর্জ্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি; বর্জ্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহাও যেন গৌরবের সহিত গ্রহণ করিবার যোগ্য আমরা হইতে পারি।

তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন,—কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধমাত্র বিষয়ী হইতেন, তবে তাঁহার উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পত্তিখণ্ডকে উত্তরোত্তর সঞ্চয়ের দ্বারা বহুলরূপে বিস্তৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিষয়বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঈশ্বরের সেবাকে তিনি বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার ভাণ্ডার ধর্ম্ম প্রচারের জন্য মুক্ত ছিল—কত অনাথ পরিবারের তিনি আশ্রয় ছিলেন, কত দরিদ্র গুণীকে তিনি অভাবের পেষণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, দেশের কত হিত কর্ম্মে তিনি বিনা আড়ম্বরে গোপনে সাহায্য দিয়াছেন। এই দিকে কৃপণতা করিয়া তিনি কোনও

দিন তাঁহার সন্তানদিগকে বিলাসভোগ বা ধনাভিমানচর্চ্চায় প্রশ্রয় দেন নাই। * * * এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংরাজি শিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহুযত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লুব্ধ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুষ্যপরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া, ইহার সর্ব্বোচ্চ লাভকে সমস্ত মনুষ্যের লাভ করিয়া দিয়া, ইহার পরম ক্ষতিকে সমস্ত মনুষ্যের ক্ষতি করিয়া দিয়া আমাদিগকে গৌরব দান করিয়াছেন, অন্য সমস্ত ক্ষুদ্র মানমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ করিব ও একান্ত ভক্তির সহিত তাঁহার নিকটে আপনাকে প্রণত করিয়া দিব ও যাঁহার মধ্যে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, সমস্ত ধনমানের উর্দ্ধে, খ্যাতি প্রতিপত্তির উর্দ্ধে তাঁহাকেই দর্শন করিব।"

মহর্ষি অনেক বিদ্যালয়, শিল্পালয়, ঔষধালয়, সাহিত্যসভা ও দাতব্যভাণ্ডার প্রভৃতিতে অর্থদান করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার বিয়োগে শোকব্যঞ্জক প্রস্তাব নির্দ্ধারিত করেন; তদ্ভিন্ন অনেক রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্য বা দেশহিতৈষী সভা সকল এরূপ প্রস্তাব নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদনুষ্ঠান বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক সভা ব্রিটিষ-ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েন দ্বারা হয়। মহর্ষি যৌবনকালে এই সভাস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী এবং ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। এই সভার উদ্যোগেই কলিকাতার সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ টাউনহল মহাসভায় মিলিয়া মহর্ষির উপযুক্ত সম্মাননা করিবার চেষ্টা করেন এবং পরে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ এক কমিটী সংগঠন করেন। এই সভায় যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মন্তব্য কতক কতক এখানে সংকলিত হইতেছে।

টাউনহল বক্তৃতার সারমর্ম্ম।

১। দ্বারভাঙ্গা মহারাজ—ধর্ম্মসম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইয়াও আমরা এমন একজন লোকের সম্মানার্থ আজি সমবেত হইয়াছি, যিনি আপনার চরিত্রের পবিত্রতা ও গৌরব এবং জীবনের মহত্ব দ্বারা স্বজাতিকে আধ্যাত্মিক সম্পত্তিশালী করিয়াছেন। আমার এই বাক্য সমর্থনার্থ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হিন্দু মুসলমান পারসী প্রভৃতি সকলসম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ লোকসকল এই সভা আহ্বানার্থ সেরিফকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভারতের সকল শ্রেণীর লোক লইয়া এই সভা, ইহা অপেক্ষা ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অধিক সম্মাননা আর কিসে প্রদর্শিত হইবে? কি জন্য তাঁহার বিয়োগে

সর্ব্ববাদিসম্মত এই ভক্তি ও সম্মান? ইহার সহজ উত্তর এই তিনি নরজাতির মধ্যে নরপতি ছিলেন—প্রকৃতির হাতগড়া একজন মহিমান্বিত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুতে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি ঋণজালে জড়িত হইলে তিনি যেরূপে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে চান, তাহার আখ্যায়িকা আমাদিগের মধ্যে কাহার না মনে জাগিতেছে? ঋণের পরিমাণ প্রায় কোটি টাকা। ট্রষ্ট দলিল-পত্রের আশ্রয়ে অধিকাংশ সম্পত্তি বৈধ উপায়ে বাঁচাইতে পারিতেন এবং তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ তাঁহাকে সেই পরামর্শই দেন। কিন্তু তিনি পাওনাদারদিগকে ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতে অনিচ্ছু হইয়া পিতৃ-ঋণ পরিশোধার্থ সমুদায় বিষয় সম্পত্তি তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সামান্য বৃত্তি লইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কেবল পিতৃ-ঋণ শোধ করিয়া তুষ্ট হইলেন না, পিতা যে সকল দান অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছিলেন, অথচ অকালমৃত্যু হেতু অঙ্গীকার পালন করিয়া যাইতে পারেন নাই, দেবেন্দ্রনাথ তাহাও পিতৃ-ঋণ বলিয়া পরিশোধ করিলেন। ইহা অপেক্ষা মহত্তর এবং যথার্থ ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য কি আছে? তাঁহার এই একটি কার্য্যের জন্যও তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষণীয় এবং তিনি অদ্যকার সভাদ্বারা সম্মানিত হইবার যোগ্য। তাঁহার চরিত্রে আরও দেখিতে পাই —তিনি হিন্দু গৃহস্থের সম্পূর্ণ আদর্শ ছিলেন। এ সম্বন্ধে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে তাঁহার যে জীবনচরিত বাহির হইয়াছে, তৎপাঠে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের সরল আদর্শ অপেক্ষা পবিত্রতর ও মহত্তর আদর্শ কি আছে? কিন্তু মহর্ষির ন্যায় আমাদের মধ্যে কয়জন বর্ত্তমান সময়ে তাহার অনুসরণে সচেষ্ট?

২। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল ঠাকুর পরিবারের পিতৃদেব (Patriarch) ছিলেন না; কিন্তু তিনি সমগ্র ভারতসমাজের পিতা ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত গুণ এবং সমাজগত ধর্ম্মপরায়ণতা দ্বারা এবং দেশবাসীদিগের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য চিরস্থায়ী কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা তিনি আদৃত, সম্মানিত এবং পূজিত। আমার বিবেচনায় তিনি যে উজ্জ্বল মহৎ এবং নির্ম্মল জীবনের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সকল কার্য্যের প্রধান কার্য্য। স্বর্গের শান্তিময় এবং দিব্য সুগন্ধময় বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অবিরত ঈশ্বরের ধ্যানে তাঁহার অনন্ত সত্তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত একাত্ম-ভাবে জীবনধারণপূর্ব্বক ইহার দিব্য প্রভাব দূরে ও নিকটে বিস্তারিত করিয়া তিনি উচ্চতম আদর্শ দেখাইয়াছেন। এরূপ জীবনে মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বর্গের গতি আরম্ভ হইয়াছে। কম্পাসের চারি কাঁটা—পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সর্ব্বদিক অন্বেষণ কর, এমন উচ্চতম সত্যানু-রাগিতার দৃষ্টান্ত কোথায় পাইবে? সত্যের

জন্য জীবন ধারণ, সত্যেতেই আনন্দ, যে সত্য স্রোত চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে প্রবাহিত তাহারই ধ্যানে নিমজ্জন এবং অবশেষে সত্যের সত্য পরমেশ্বরে বিশ্রাম লাভ—এমন সত্যপরতা আর কোথায় দেখিব? আমরা এখনও সেই সত্যনিষ্ঠ মহর্ষির অনির্ব্বাপিত চিতা-ভস্মের ধারে দাঁড়াইয়া আছি, আমাদের জাতিকে যাঁহারা মিথ্যাবাদী বলেন, তাহা-দের কথা যেন অবজ্ঞার সহিত অগ্রাহ্য করিতে পারি। আহা! এই ভস্ম যেন চির প্রজ্বলিত থাকিয়া আমাদের হৃদয়কে উত্তপ্ত ও বুদ্ধিকে আলোকিত করে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় যাঁহারা উন্নত ত্যাগশীল জীবনদ্বারা আমাদের জাতির চরিত্র রক্ষার সহায়তা করেন, তাঁহারা আমাদের হৃদয়ের রাজা এবং আমাদের মহাপুরুষদিগের মধ্যে উচ্চ এবং গৌরবা-ন্বিত স্থানলাভের অধিকারী। মহর্ষি এই অসাধারণ গৌরবের যোগ্য পাত্র। মাননীয় গুপ্ত যথার্থ বলিয়াছেন—মহর্ষি তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত 'মহর্ষি' নামে অভিহিত ছিলেন। এ উপাধি গবর্ণমেণ্ট গেজেটের বিজ্ঞাপনদ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত হয় নাই; ইহা ঈশ্বর প্রদত্ত; কারণ লোক-সাধারণের বাণী ঈশ্বরেরই বাণী।

তাঁহার স্বদেশবাসিগণ দেখিয়াছেন পবিত্রাত্মার জ্যোতি তাঁহার প্রতি পদক্ষেপ চালিত করিয়াছে, তাঁহার মনকে স্বর্গীয় শান্তিতে পূর্ণ করিয়াছে এবং তাঁহাকে ক্রমাগত সম্মুখ ও উর্দ্ধদিকে পরি-চালিত করিয়া তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট-বর্ত্তী করিয়াছে!—এমনটি তাঁহারা আর কাহারও জীবনে দেখেন নাই। তিনি যে মর্য্যাদা পাইয়াছেন, গর্ব্বিত উপাধিধারী বড় লোকেরা যথার্থই তাহার ঈর্ষ্যা করিতে পারেন। তাঁহার বিদ্যা, ধন এবং সামাজিক পদ যেরূপ ছিল, তাহাতে তিনি রাজ্যের উচ্চতম সম্মান ও গৌরবে ভূষিত হইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি ঋষির ন্যায় জীবন ধারণ করিয়া ঋষির ন্যায় জীবন শেষ করিয়াছেন। তাঁহার জীবন দর্শনে মুনিদিগের আবাসভূমি ভারতের সেই প্রাচীন কালের সরলতা ও পবিত্রতা স্মরণ হয়। মহর্ষি উন্নতির পক্ষ-পাতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উন্নতির ভাব প্রাচীন কালের আদর্শ এবং এ দেশের বহুকাল-প্রচলিত প্রণালী সঙ্গত। ইহাতে উন্নতি ও স্থিতি দুই আছে। তিনি চারিদিকে দৃষ্টি বিস্তার করিয়া যাহা সত্য তাহারই অনুসরণ করিতেন। ভবিষ্যতের অভাব জানিয়া তিনি অতীতের সমাদর করিতেন। মহর্ষি আমাদিগকে এই যে শিক্ষা দিয়াছেন, অন্য জাতি এই শিক্ষা দ্বারা মহাফল লাভ করিয়াছে। জাপান প্রাচীনকে পরিত্যাগ না করিয়া নূতনকে আত্মসাৎ করিয়াছে এবং তাহাতেই জাপান বর্ত্তমান কালে সর্ব্বপ্রধান জাতি হইয়াছে। আপনারা মহর্ষির স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিতে চান, আমি আপনাদের সিদ্ধি কামনা করি, কিন্তু আপনাদের হস্তনির্ম্মিত চিহ্নে তাঁহার প্রয়োজন

নাই। তিনি নিজে তাঁহার স্থায়ী কীর্ত্তি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। আপনারা নিজের নিজের জীবন ও চরিত্রে যদি তাঁহার উচ্চ ঈশ্বরভক্তি ও সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন হইল।

৩। সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—জড় প্রকৃতির উপর আত্মার প্রাধান্য বিষয়ে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত পূর্ব্বদেশের ন্যায় আর কোন দেশে দেখা যায় না এবং আমাদের সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে যেমন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি এমন আর কোথাও নয়। তিনি এই কলিযুগে কোলাহলপূর্ণ রাজধানীর মধ্যে বাস করিলেও তাঁহার আত্মার শান্তি কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি কলিকাতার মহা ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং ভোগবিলাসে লালিত পালিত হইয়াও আপনার জন্যে যে ঋষিমার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সংসারের কোনও প্রলোভন তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। তাঁহার ভক্ত জীবন যেমন তাঁহাকে তেমনি তাঁহার সমসাময়িক লোকদিগকেও উপকৃত করিয়াছে। তাঁহার শেষ জীবনের নীরব দৃষ্টান্ত অনেক নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষকের কার্য্য করিয়াছে। সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি থাকিলেও তাঁহার উচ্চ চিন্তা স্বর্গে স্থাপিত ছিল।

(কবি গোল্ডস্মিথের কথায়)

উন্নত ভূধর উঠে ভূমি উচ্চশির
মধ্যপথে ঝঞ্ঝাবাত করি অতিক্রম,
বক্ষদেশে মেঘরাশি চলে ঘুরি ফিরি,
চির সূর্য্যালোকে তার শির সমুজ্জ্বল।

৪। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—একভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় লোকদিগের জন্য প্রকাশ্য বাহ্য স্মৃতিচিহ্নের কোনও প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যই তাঁহাদের কীর্ত্তি। আমরা নানক কবীর চৈতন্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করি নাই। তথাপি তাঁহাদের পাদস্পর্শে যে সকল স্থান পবিত্র হইয়াছে, তাহা তীর্থস্থান হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ মহর্ষির স্থায়ী কীর্ত্তি। তথাপি মহৎ লোকের প্রতি ভক্তিপ্রকাশ ভিন্ন কোনও জাতি মহৎ হয় না। ভবিষ্যদ্বংশীয় লোকদিগের স্মৃতিতে এরূপ লোকের ভাব জাগ্রত করিয়া দেয়, এমন কিছু করা আবশ্যক। তাহারা যেন না বলে যে আমরা এরূপ মহৎ লোকের প্রতি কর্ত্তব্যসাধনে শিথিল হইয়াছি।

৫। ষ্টেট্‌সম্যান সম্পাদক এস কে র‍্যাটক্লিফ—উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে অনেকগুলি অসাধারণ চিন্তাশীল ধর্ম্মাত্মা ও দেশহিতৈষী নেতৃস্থানীয় লোকের জন্ম হইয়াছে, তন্মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান অতি উচ্চ। ইউরোপীয় লোক ভারতবর্ষীয় ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিবে যে তিন ব্যক্তি বঙ্গদেশে শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের নেতা, তন্মধ্যে মহর্ষি একজন। রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র

সেন অপেক্ষা তাঁহার স্থান উচ্চতর, কারণ তাঁহার জীবন পূর্ণ এবং তিনি সুদীর্ঘ জীবনে প্রাচীন ভারতের কর্ম্মশীল ও চিন্তাশীল জীবনের আদর্শ উজ্জ্বলরূপে দেখাইবার অবকাশ পাইয়াছেন। আমাদের সময়ের প্রধান অভাব—স্বভাব চরিত্রের জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। মহর্ষি তাঁহার নীরব, সুসঙ্গত এবং উপদেশপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবনে ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি একজন খাঁটি ভারতীয় ছিলেন। পাশ্চাত্য জগতে মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পদ আছে এবং ইহা যে অনেক শিক্ষা দিতে পারে, সে বিষয়ে তিনি অনভিজ্ঞ বা উদাসীন ছিলেন না। যাঁহারা ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্য আকারে পরিণত করিতে চান, তাঁহাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট লোক ইউ-রোপের শিক্ষাদান-শক্তি বিষয়ে যাহা জানেন, তিনিও তাহা জানিতেন। ইহা জানিয়াও তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত স্বজাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। যে জীবনের প্রতি আজ আমরা ভক্তি ও গর্ব্বের সহিত দৃষ্টিপাত করিতেছি, তাহা ভারতীয় আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত, ভারতীয় শাস্ত্র ও ভার-তীয় ঋষিদিগের ভাব দ্বারা পরিপুষ্ট; যে অভিপ্রায়ে ও প্রণালীতে ভারতীয় গার্হস্থ্যাশ্রম এবং সমাজের উপকরণ ও গঠন, ইহা তাহার সহিত একাঙ্গীভূত। ভারতবাসী লোক মাত্রেরই উচিত এরূপ বৃদ্ধ সাধু পুরুষের স্মৃতি আপনাদিগের চিরসম্পদ করিয়া রাখেন।

৬। কে জি গুপ্ত—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্যকাল হইতে রাজা রামমোহন রায়ের অনুরাগী শিষ্য ও ভক্ত হইয়াছিলেন, তদবধি অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল তিনি মানবীয় সমুদায় কল্যাণ ও উন্নতিতে যোগ দিয়া আসিয়াছেন। দেশহিতকর এমন কোনও কার্য্যই ছিল না, যাহাতে তিনি উৎসাহের সহিত সহায়তা না করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ইংরাজিতে তাঁহার জ্ঞান কম ছিল না। তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের সাহিত্যে যে কিছু সত্য আছে, তাহা গ্রহণ করিয়া নিজ জীবনে তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব তাঁহার নিকটে মুখের কথা নহে, কিন্তু গভীর জীবনের সত্য। এ বিষয়ে তিনি আমাদিগের সকলের দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার অসাধারণ ঈশ্বরপরায়ণতা এবং পবিত্র জীবনের প্রতি ভক্তি না করিয়া কে থাকিতে পারে? তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহার গুণগ্রাহী হইয়া তাঁহাকে মহর্ষি নাম দিয়াছেন, ইহার অর্থ তিনি মহা প্রজ্ঞাবান্ —মহাজ্ঞানী। প্রাচীনকালের ঋষিরা গৃহ-ত্যাগী বৈরাগী ছিলেন না, তাঁহাদিগের ন্যায় তিনিও ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার জীবনের এক অংশ পার্থিব ও অন্য অংশ আধ্যাত্মিক। শেষোক্ত অংশের সহিত বিশেষ সংবদ্ধ থাকিলেও তিনি পার্থিব কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন নাই। তিনি অনা-সক্ত হইয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন।

তাঁহার আত্মজীবনীতে তিনি সরল ভাবে লিখিয়াছেন প্রথম জীবনে তিনি কত ঘোর পরীক্ষায় পড়িয়াছিলেন এবং অবশেষে তাহা হইতে কেমন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার মত মনের বল না থাকিলে এরূপ অবস্থায় লোকের পতন অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রধান উপায় তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা, স্বার্থ-ত্যাগ, অটল প্রতিজ্ঞা এবং সর্ব্বোপরি গভীর ভক্তি ও ধ্যান—এই সকল মহাসত্য আমাদিগের আত্মস্থ করা।

৭। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন—আমার বাল্য-কাল হইতে আমি মহর্ষির সহিত পরিচিত এবং তাঁহার পদতলে বসিয়া ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রথম শিক্ষা লাভ করিয়াছি। তাঁহার প্রতি আমার পুত্রোচিত ভক্তি ও সম্মান ছিল। তাঁহার বিষয়ে অনেক কথা স্মরণ হয়। এক সময় আমাদের জাতি প্রাচীন আদর্শ ও বিধি ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার প্রদর্শিত আশা বিশ্বাস এবং ভক্তিতে তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করে। তিনি যে ভক্তি এবং নিঃস্বার্থ-ভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া-ছেন, নব্য ভারতের ধর্ম্ম-ইতিহাসে তাহা বিরল। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন তিনটী জ্যোতিষ্ক-রূপে উদিত হইয়া অবিশ্বাস ও সন্দেহের অন্ধকারের মধ্যে হিন্দুজাতির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের উত্তরাধিকারী এবং কেশবচন্দ্র সেনের শিক্ষক, ইহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব বিচার করিতে পারেন। 'মহর্ষি' কথাটী তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হয়। তাঁহার মত বৃদ্ধ বয়সে সকল জাতি ও সকল শ্রেণীর সম্মান এবং অশ্রুজল লইয়া ইহ-লোক হইতে বিদায় লওয়া অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটে। তাঁহার মৃত্যুতে হিন্দুসমাজের একটী স্তম্ভ ভগ্ন হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার ন্যায় সংস্কারকদিগকে আমরা এই জন্য সম্মাননা করি যে তাঁহারা একটী জাতির হৃদয়ে ধর্ম্মাগ্নিশিখা প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মসংস্কারক হইলেও দেশ-হিতৈষী ছিলেন এবং জাতীয় উন্নতির নানা ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছেন। আপনারা অনেকে জানেন যে তিনি বঙ্গ-দেশের প্রথম রাজনৈতিক সভা ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদক ছিলেন এবং আমি যে সংবাদপত্র সম্পাদন করি, তাহা তাঁহার বদান্যতাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু জাতি নেতা চায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত নির্ম্মলচরিত্র উচ্চবিশ্বাস-সম্পন্ন, ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ এবং উচ্চ আদর্শবান্ লোকেই ইহার নেতৃ-স্থানীয় হইবার যোগ্য। তিনি এখন জীবনের পথ দিয়া অনন্ত আলোকের রাজ্যে গিয়াছেন, তাঁহার ঋষিজীবন আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ-বংশীয়-দিগের যেন দৃষ্টান্তস্থল হয়।*

শ্রীমন্মহর্ষির স্মৃতিচিহ্ন নানাস্থানে স্থাপিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে।

* বক্তাদিগের বক্তৃতা ঠিক্ পর পর দেওয়া হয় নাই।—বা, বো, স।

ইতিমধ্যে জেলা ২৪ পরগণার হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণে তাঁহার পবিত্র দেহভস্মসহ একটী ক্ষুদ্র স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে শুভ্র মার্ব্বেল শ্বেত-প্রস্তরফলকে সীসকাক্ষরে একটী বৃহৎ ওঁকার মধ্যে তাঁহার নাম ও আবির্ভাব তিরোভাব সময় এবং সংস্কৃত, ইংরাজী ও পারসী ভাষায় যথাক্রমে এই কয়েকটী মহাবাক্যও তাহাতে খোদিত হইয়াছে:—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" "ঈশ্বরে আনন্দ কর।" "এখন অবধি জ্যোতি আমার হৃদয় হইতে পৃথিবীতে ছড়াইব, যেহেতু আমি স্বর্গেতে পঁহুছিয়াছি ও অন্ধকার বিনাশ হইয়াছে।"

টাউনহল সভা মহর্ষির উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি-দিগকে লইয়া এক বৃহৎ সমিতি সংগঠন করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক মহারাজা ও রাজা এবং দেশের বাছা বাছা কৃতবিদ্য লোক আছেন। আমরা আশা করি ইহাঁদের দ্বারা মহর্ষির উপযুক্ত স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইবে। এই টাউন হল মিটিঙেই বোম্বাই হইতে টেলিগ্রামে স্মৃতিফণ্ডের জন্য ৫০০ টাকা আসিয়াছিল, এত দিনে অনেক টাকা স্বাক্ষরিত ও সংগৃহীত হইয়া থাকিবে।

ভারতের দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক প্রায় সমুদয় সংবাদপত্রে এবং বিদেশের সাময়িক পত্রেও মহর্ষির ছবি সহিত জীবনী ও চরিতকথা বর্ণিত হইতেছে, সেই সকল সংগৃহীত হইয়া পুস্তকের আকারে মুদ্রিত হইলে এক বৃহৎ ব্যাপার হইবে এবং তাহাতে বুঝা যাইবে কি বিশ্বব্যাপী যশঃসুগন্ধ তাঁহার মৃত্যু হইতে উত্থিত হইয়াছে। এ সকল তাঁহার শ্রাদ্ধেরই অঙ্গ, কিন্তু ইহা পূর্ণাঙ্গ হইবে এক দিকে যখন এরূপ মহাপুরুষের উপযুক্ত পূর্ণ জীবনচরিত লিপিবদ্ধ হইবে এবং আর এক দিকে তাঁহার মহচ্চরিত্র জাতীয় সম্পত্তিরূপে পূজিত হইয়া দেশ-বাসীদিগের জীবন সেই মহান্ আদর্শে সং-গঠিত করিয়া তুলিতে পারিবে। জগদীশ্বর ভারতের প্রতি তাঁহার মহাদান—মহর্ষি-চরিত্রের প্রতি দেশবাসীদিগের শ্রদ্ধাকে স্থায়ী করুন এবং এই প্রকার সুফল তাহা-দিগকে বিধান করিয়া কৃতার্থ করুন।

অর্থনীতি।

(জ্ঞানদা ও সরলার কথোপকথন)

জ্ঞা। সরলা, তুমি অনেক বিদ্যা শিখিয়াছ, এখন অর্থ-নীতি সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা কর।

সরলা। অর্থনীতি কি?

জ্ঞা। যে শাস্ত্র দ্বারা অর্থের উৎপত্তি,

বিভাগ ও বিনিময়ের নিয়মাদি শিক্ষা করা যায়, তাহাই অর্থনীতি।

স। এ কি কট্‌কটে রকম বিদ্যা। স্ত্রীলোকের অর্থ অর্থ করিয়া অর্থকরী বিদ্যা শিখিবার কি দরকার? স্বামী শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং"। অর্থে বড় ঝঞ্ঝাট। আর অর্থ উপার্জ্জন করিবে পুরুষে, আমরা স্ত্রীলোক, যাহা হাতে পাই খরচ করিব; ইহার জন্য আবার শাস্ত্র শিখিবার কি প্রয়োজন?

জ্ঞা। সরলা, তুমি অবোধের মত কথা বলিতেছ কেন? সকল বিষয়েরই জ্ঞান শিক্ষা করা মানুষের কর্ত্তব্য। শঙ্করাচার্য্য বৈরাগী ছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশের সময় অর্থকে অনর্থকর বলিয়াছেন। কিন্তু সংসারে থাকিতে হইলে অর্থ ভিন্ন কোন্ কাজ চলে? অর্থ দ্বারাই ত জীবনধারণ, পরিবারপালন, অতিথিসেবা, সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যসাধন এবং দান ধ্যানাদি অনুষ্ঠিত হয়। আমরা অসার ও অসৎ কার্য্যে অর্থের অপব্যয় না করিয়া সৎকার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় করিব, ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। অর্থনীতি না জানিলে এ উদ্দেশ্য সুন্দররূপে সিদ্ধ হয় না।

স। সংসারে অর্থ নহিলে চলে না এবং লোকের উপকার করা যায় না এ কথা সত্য বটে, কিন্তু এ বিষয়ের শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করা কি স্ত্রীলোকের পক্ষে আবশ্যক? স্ত্রীলোক কোথায় আর রাজ-কার্য্যে বা আয় ব্যয় হিসাবে পণ্ডিত হইয়াছে।

জ্ঞা। পাণ্ডবদের গৃহিণী দ্রৌপদীর কথা কি জাননা, তিনি এই জ্ঞান থাকাতে কেবল যে গৃহকার্য্য সাধনে সুদক্ষা হইয়া-ছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু সাম্রাজ্ঞী হইয়া পাণ্ডবদিগের রাজ্য সুশাসনেরও সহায়তা করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে অহল্যাবাই, রাণী ভবানী প্রভৃতি এই জ্ঞানের প্রভাবে প্রজাপালনে সুযশ লাভ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় কত স্ত্রীলোক এ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া অর্থ ও যশ উপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের ভারতহিতৈষী পরলোকগত মহাত্মা ফসেট্ স্বয়ং এক জন অর্থশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। তাঁহার গুণবতী পত্নী ও দুহিতাও এ শাস্ত্রে পারদর্শিনী হইয়া তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোক-দিগের উপরেই সংসারের ভার। তাঁহারা নিজে অর্থ উপার্জ্জন করুন না করুন, অর্থের রক্ষণ ও সদ্ব্যয় সাধন তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। নারীগণের এ বিষয়ে দক্ষতা জন্মিলে প্রত্যেক গৃহে লক্ষ্মীশ্রী দেখা যাইবে।

স। আচ্ছা, আমি আর কোনও আপত্তি করিব না। এখন তুমি শাস্ত্রের যে লক্ষণ দিলে, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। অর্থনীতিতে অর্থের মানে ত টাকাকড়ি?

জ্ঞা। তোমাকে সকল কথা ক্রমে ক্রমে ভাল করিয়া বুঝাইব। আজ অর্থের অর্থ-টাই বোঝ। অর্থের মানে টাকা কড়ি,

পূর্ব্বকালের প্রবীণ সদাগরদিগের মধ্যেও এই ভ্রম ছিল, এখনও এ দেশের স্ত্রীলোকের মধ্যে তাহা থাকিবে আশ্চর্য্য নয়।

স। কি, অর্থের মানে টাকা কড়ি নয়! তবে আবার কি?

জ্ঞা। তুমি জান অর্থমানে ধন। টাকা কড়ি একপ্রকার ধন, ইহা মুদ্রাধন; গোরু বাছুর একপ্রকার ধন, তাহা গোধন; ধান্য একপ্রকার ধন, তাহা শস্য ধন। এইরূপে ধন বা অর্থ অনেক প্রকার হইতে পারে।

স। মুদ্রা বা টাকাকড়ি ত ধনের মধ্যে প্রধান এবং যাঁদের বেশী টাকা আছে, তাঁরাইত ধনী?

জ্ঞা। দেখ, টাকা নিজে ধন নহে, সোণা,রূপা বা তামার মুদ্রাখণ্ড যত অধিক থাকুক না কেন, তাহা খাইয়া পরিয়া মানুষ জীবনধারণ করিতে পারে না। শস্য গরু বা কাপড় প্রভৃতির দ্বারা বরং জীবিকার অনেক সাহায্য হয়।

স। তবে মুদ্রার এত আদর কেন?

জ্ঞা। মুদ্রা অবশ্যই সমাজের সভ্যতার চিহ্ন। অসভ্য জাতিদের মধ্যে মুদ্রার চলন নাই, তাহারা ধান্য দিয়া কাপড় কেনে; কাপড় দিয়া বাসন কেনে, বাসন দিয়া গরু কেনে। মুদ্রা মূল্যের সাধারণ পরিমাপক অর্থাৎ এক টাকায় আধ মণ ধান্য, দুই খানি বস্ত্র বা একটা থান এইরূপে ঠিক্ মূল্য ধরা যায়। ইহাতে অনেক সুবিধা। ক মণ ধানে বা কখানা কাপড়ে একটা গরু পাওয়া যাইবে জানা যায় না ও একটা গরুর খানিকটাও লওয়া যায় না, এই জন্য মুদ্রার হিসাব থাকিলে দ্রব্য ক্রয়ের অসুবিধা হয় না। আর এক কথা, মনে কর আমার ধান অনেক আছে, কিন্তু আমার একটা জামা চাই। কাহার জামা অধিক আছে এবং আমার ধান লইয়া সে জামা দিবে কিনা, তাহা ঠিক্ করা কঠিন। আমি ধান বেচিয়া টাকা পাইলাম, টাকা দিয়া জামা কিনিলাম, কেমন সুবিধা! তৃতীয়তঃ ধান্য, গম, কাঠ প্রভৃতি ভারি ভারি জিনিষ বহিয়া বহিয়া বেড়ান কষ্টকর। টাকা সহজে বহন করা যায় এবং ভাগ ভাগ করিয়া ভাঙ্গাইয়া নানা দ্রব্য ক্রয় করা যায়, এতেও বেশ সুবিধা।

স। লোকে টাকাকেই ধন বলিয়া এত জমাইতে চায় কেন?

জ্ঞা। মানুষের একটী বড় ভ্রম বা দুর্ব্বলতা, মানুষ উপায়কেই উদ্দেশ্য করিয়া ফেলে। শরীরের জন্য আহার, আহারের জন্য শরীর নয়; কিন্তু কত লোক আহার-টাকে বড় করিয়া খাইয়া খাইয়া শরীর নষ্ট করে। শরীরের জন্য পোষাক, এমন লোক আছে, যাহারা পোষাক বাঁচাই-বার জন্য শরীরকে কষ্ট দেয়। ঈশ্বর-লাভের জন্য শাস্ত্র ও গুরু, কিন্তু কত লোক শাস্ত্র ও গুরুকেই ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া আর ঈশ্বরের ভাবনা ভাবে না। সেইরূপ ধনে সংসারের অনেক কাজ হয়, সেই জন্য লোক ধন উপার্জ্জন করিতে যায়। কিন্তু ধন ধন করিয়া লোকে

এমন পাগল হয় যে, তাহাদের ধন না ঐহিক না পারত্রিক কোনও কাজে লাগে। কৃপণ হইয়া ধন বুকে বাঁধিয়া রাখে, ধনের জন্য প্রাণ দেয়। শেষে সে ধন হয় চোরে বাটপাড়ে খায়, নয় মৃত্যুর পর পাঁচ জনে লুটে লয়।

স। এ বড় মুস্কিল। অর্থ না হলে চলে না, অথচ অর্থ যথার্থই অনর্থের কারণ হয়। আমি অর্থ চাই, কিন্তু সব ভাল কাজে ব্যয় করিয়া তাহা সার্থক করিব। আচ্ছা আজ অর্থের একটা মূলসূত্র সহজ কথায় বলিয়া দেও।

জা। "ধন বিনিময়ে লোক কত দ্রব্য পায়" পড়িয়াছ, যে বস্তুর বিনিময়ের বা বদলের কিছু দাম আছে, তাহাই অর্থ।

স। তবে বুঝিলাম ধান, চাউল, ঘৃত, চিনি, কাপড়, গহনা এ সকল বস্তুর বদলে অন্য জিনিষ বা তাহার প্রতিনিধি মুদ্রা পাওয়া যায়, এই জন্য এ সকল অর্থ। আচ্ছা, যে সকল বস্তু না হইলে আমাদের প্রাণ বাঁচে না, যেমন হাওয়া জল মাটী, এ সকল কি অর্থ নয়?

জা। এগুলি সকল লোকের প্রতি ঈশ্বরের সাধারণ দান। ইহার জন্য সচরাচর কাহারও নিকট কাহাকে যাইতে হয় না, এই জন্য ইহারা অত্যাবশ্যক হইলেও ইহাদের মূল্য নাই। কিন্তু স্থান বিশেষে ইহাদের মূল্য আছে, তখন ইহারা ধনের মধ্যে গণ্য। পাড়া গাঁয় মাটি জল কে কত নেবে? কিন্তু সহর অঞ্চলে পয়সা দিয়া মাটী কিনিতে হয়, জলের জন্য ট্যাক্স দিতে হয়। সেখানে ইহাদের অভাব বলিয়া মূল্য আছে। খনিগর্ভে যাহারা বাস করে, বায়ু তাহাদের পক্ষে দুর্লভ এবং পয়সা খরচ করিয়া সেখানে বায়ু যোগাইতে হয়; সেখানে বায়ু একটী ধন, কারণ তাহার মূল্য আছে। দ্রব্যের সুলভতা বা দুর্লভতার জন্য এক সময় যাহা ধন নহে, আর এক সময় তাহাই ধন। অতএব যাহার বদলে মূল্যস্বরূপ কিছু পাওয়া যায়, তাহাকেই ধন বলিয়া জানিবে।

পাকক্রিয়া।

১। কাশীর চমচম্।

/১ এক সের আন্দাজ ছানাকে খুব থাসিয়া, পরে যখন ছানা হইতে ঘি বাহির হইবে, তখন একমুটা পরিমাণে সুজি মিশাইয়া পুলির মত গড়িয়া চেপ্টা করিয়া দিবে, পরে চিনির রস করিতে হইবে। রস বেশ গাঢ় গাঢ় হইলে পর রস ফুটিতে থাকিবে, সেই সময়ে গড়া চমচমগুলি রসে ফেলিবে। সেই চমচম যখন লালচে লালচে হইবে, তখন খুন্তি দ্বারা এক একটী চমচম্ তুলিয়া থালায় রাখিবে এবং তাহার উপর দোবরা চিনি ছড়াইয়া দিবে। ছুপিটেই যেন দোবরা চিনি দেওয়া হয়, আর চমচম্ যখন রসে দেওয়া

হইবে, তখন যেন একটী চমচমের উপর আর একটী চমচম না পড়ে। যদি পড়ে, তাহা হইলে দুটীই ভাঙ্গিয়া যাইবে। খুব আস্তে একবার মাত্র খুন্তী দ্বারা সমস্ত চমচম্ উলটাইয়া দিতে হইবে, এইরূপ করিলেই চম্‌চম্ হইবে। চম্‌চম্ একথানি থালায় প্রথম রসশুদ্ধ তুলিতে হইবে, পরে চিনি ছড়াইয়া অন্য থালে চম্‌চম্ তুলিয়া রাখিতে হইবে।

২। আম্র সন্দেশ।

৴১ এক সের আন্দাজ ছানাকে বেশ করে থাসিয়া আধসের আন্দাজ চিনি মিশাইয়া একটা পিতলের কড়াতে রাখিবে। পরে নরম আগুনে সেই পিতলের কড়া চড়াইয়া দিবে, এবং দুই তিনটা আঁব আদাকে খোসা ছাড়াইয়া হলুদের মত বাটিয়া সেই ছানাতে মাখাইবে, এবং খুন্তীদ্বারা বেশ করে নাড়িবে। নাড়িতে নাড়িতে যেই পাতলা হইয়া যাইবে, অমনি একটা থালায় ঢালিয়া দিবে। একটু ঠাণ্ডা হলেই আমের ছাঁচ দিয়া গড়িয়া থালায় রাখিবে, এবং বেশ শক্ত হইলেই খাইতে দিবে।

৩। নারিকেলের জামরুল।

নারিকেলকে কুরিয়া বাটিয়া চিনির পুলির পাক করিয়া হাতে করিয়া জামরুলের মত তৈয়ার করিবে, পানের বোঁটায় বোঁটা তৈয়ার করিবে, জামরুলের পাপড়ীর ভিতর কয়লের গুঁড়ি দিলেই ঠিক্ জামরুল হইবে।

৪। নারিকেলের লিচু।

নারিকেলকে কুরিয়া বাটিয়া চিনির পুলির মত পাক করিয়া হাতে করিয়া লিচুর মত গড়িয়া পানের বোঁটায় বোঁটা এবং সাগুকে লাল রংয়ে ডুবাইয়া শুষ্ক করিয়া লিচুর গায়ে লাগাইয়া দিলেই ঠিক্ লিচুর খোলার মত হইবে।

৫। নারিকেলের আতা।

নারিকেলকে চিনির পুলির মত পাক করিয়া গোল করিয়া গড়িয়া পরে আতা ফলের মত ছুরি দিয়া কাটিয়া ঠিক্ আতা ফলের ন্যায় হইলে সবুজ রঙ্গে ডুবাইবে, এবং আতার ডাল কাটিয়া বোঁটা বা ডাল তৈয়ার করিতে হইবে।

৬। কালজাম।

উক্ত রকম করিয়া কালজামের আকার গড়িয়া কাল রংয়ে ডুবাইয়া পানের বোঁটায় বোঁটা করিলেই ঠিক্ কালজাম হইবে।

৭। গোলাপজাম।

চাপ ক্ষীরকে বেশ করে থাসিয়া গোলাপজামের মত গড়িয়া পানের বোঁটায় বোঁটা করিবে, এবং অল্প ফিঁকে হলদে রঙে ডুবাইয়া শুষ্ক করিয়া সকলকে খাইতে দিবে।

এই ফলগুলির ছাঁচ তৈয়ার করিয়া তাহাতে চিনির পুলির বা ক্ষীরের ছাঁচের পাক ফেলিয়া তৈয়ার করিলে আরও সুন্দর হয়।

৮। ছানার পানতুয়া।

৴১ এক সের ছানাকে থাসিয়া এক

পোয়া সফেদা এক পোয়া ক্ষীর মিশাইয়া আবার থাসিয়া বড় এলাচ গোলাপজল দিয়া পানতুয়া গড়িবে, পরে ঘিয়ে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিবে।

৯। চিনির পুলি।

নারিকেলকে কুরিয়া বাটিয়া, পিতলের কড়াতে অল্প ঘি হাত বুলাইয়া নারিকেল বাটা সেই কড়াতে দিয়া উনানে চাপাইয়া খুন্তী দ্বারা নাড়িতে থাকিবে, পরে চিনি দিয়া ও নাড়িবে। যখন বেশ শক্ত হবে, তখন নামাইয়া, কলাপাতে, বা ছাঁচে চিনির পুলী তুলিবে।

১০। পুরকান্তি।

৴১ এক সের ময়দায় আধ পোয়া ঘৃতের ময়ান দিয়া বেশ করিয়া শক্ত করিয়া ময়দা মাখিবে। ৴।০ এক পোয়া ক্ষীর বাদাম পেস্তা কিস্‌মিস্ ছোটএলাচ একত্রে মাখিয়া রাখিবে, এবং উক্ত ময়দায় ঐ পুর দিয়া কচুরীর মত গড়িবে, এবং ঘিয়ে ভাজিয়া গজার মত পাক করিবে। ইহা খাইতে বেশ সুস্বাদু।

পারসীজাতি ও পারসী ধর্ম্মের অর্থ।

প্রাচীন কালে হিন্দু ও পারসী জাতির পরস্পর অতি নৈকট্য সম্বন্ধ ছিল। সুতরাং উভয় জাতির মধ্যে এমন অনেক ব্যবহার লক্ষিত হয়, যাহা প্রাচীন বৈদিক মতের বিরুদ্ধ নহে। পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ "আবেস্তা" সংস্কৃতের অপভ্রংশ জেন্দ ভাষায় রচিত। পারস্যদেশ এই জাতির নিবাসভূমি। অতি প্রাচীন কালাবধি মুসলমান ধর্ম্মের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাহারা বিখ্যাত, মান্য ও অগ্রগণ্যরূপে তদ্দেশে বাস করিয়াছিল। শেষোক্ত সময়ে তথায় মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে পারসীরা স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষে আগমন করে। অধুনা ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে অনেক পারসী অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা বহুকালবধি এই উক্ত দেশে বাস করিয়াও আপনাদের স্বাভাবিক সুশ্রীতা ও পরাক্রমশালিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। মানসিক বীর্য্য, বুদ্ধিমত্তা এবং উদ্যমশীলতা বিষয়েও ইহারা কাহারও পশ্চাদ্বর্ত্তী নহে। বাণিজ্য ইহাদের সাধারণ বৃত্তি, তৎসহকারে ইহারা বিপুল অর্থ সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া থাকে।

আবেস্তা নামক গ্রন্থ পারসীদের প্রকৃত ধর্ম্মপুস্তক। ঐ গ্রন্থ সংস্কৃতমূলীয় জেন্দ ভাষায় লিখিত এবং অতি প্রাচীন বলিয়া কথিত হইয়াছে। পারসীরা কহেন গুস্তাস্প নামক রাজার সময়ে মহাত্মা জরথুষ্ট্র দৈবানুগ্রহে এই ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনও আধুনিক পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী পণ্ডিত অনুমান করেন

যে পারস্যদেশীয় আর্দাষির বাবেগান নামক রাজার সময়ে জেন্দাবেস্তা গ্রন্থ কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। পারসীদিগের মতে প্রস্তাবিত গ্রন্থ কোনও ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। গ্রন্থমধ্যে অধুনা বেন্দিদাদ্ নামক একটি মাত্র সম্পূর্ণ কাণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেষৎসা দেহ, যেষতে বিস্পবেদ ইতিয়া এবং খর্দাবেস্তা নামক অপরাপর কাণ্ডের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গ্রন্থ ব্যতীত বন্দেহেষ নামক পুস্তকেও তাহারা বিশ্বাস করে। ঐ গ্রন্থচয়ে ধর্ম্মের কতকগুলি সত্য বাক্য অবশ্য নিবদ্ধ আছে, অবশিষ্ট ভাগ মনঃকল্পিত নানা প্রকার উপখ্যানে পরিপূর্ণ।

পারসীরা মঙ্গল ও অমঙ্গলের প্রবর্ত্তকস্বরূপ একটি দেবতা ও একটি দৈত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহাদের নাম ওর্মজদ এইং অহ্রিমাণ। ওর্মজদ জগতের সৃজন ও জীবদিগের সুখবিধান করেন। অহ্রিমাণ নিরন্তর তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে রত আছে। ওর্মজদ জীবদিগের রক্ষার্থ "ফরোহর" (দিক্‌পাল) সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন। অহ্রিমাণ তদ্বিরুদ্ধে "দিব" (দৈত্য) গণকে উৎপাদন করিয়াছেন। প্রাণিগণের হিতার্থ ফরোহর সকল যেমন যত্নবান্, অশুভ সাধনার্থ দিবেরা তদ্রূপ তৎপর। ওর্মজদ অনুকূল হইয়া মনুষ্যবর্গকে ধর্ম্মপথে রাখিবার জন্য হোম, জমষেধ এবং জর্ৎযৎ প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা যাহা উপদেশ করিয়া যান, তাহাই পারসীদের ধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্র। ওর্মজদকে সকল মঙ্গলালয় জানিয়া উপাসনা করা, মন বাক্য ও কর্ম্মকে পরিশুদ্ধ রাখা, দিক্‌পাল ও অপরাপর শ্রেষ্ঠ পদার্থকে অর্চ্চনা করা প্রত্যেক পারসীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে বিশেষরূপে তাহারা অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তাহাদের নিকট জ্যোতিঃপদার্থ নিরাকার পরমেশ্বরের অতি শ্রেষ্ঠ প্রতিরূপ বলিয়া বিবেচিত হয়, সুতরাং সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র সকলও সম্মানযোগ্য। সূর্য্যের উদয়কালে পারসীরা তাহার স্তব পাঠ করিয়া থাকে। পারসীরা অগ্নি চয়ন করিয়া মন্দির-মধ্যে রক্ষা করে। ক্রমিক পোষণ দ্বারা সেই অগ্নি চিরকাল প্রজ্বলিত থাকে। ভারতবর্ষে দুই প্রকার অগ্নি আছে—বহ্রাম ও আদিরান্। উদয়পুর, সৌসরি এবং বোম্বাই এই তিন স্থানে বহ্রাম অগ্নি রক্ষার মন্দির আছে, আর আদিরান্ অগ্নি অন্যান্য অনেক স্থানে স্থাপিত আছে। পারসীদের বিবাহাদি মহৎ ক্রিয়াকলাপ সকল অগ্নি-মন্দির মধ্যে সম্পন্ন হয়। ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠানকালে তাহারা "হোম" (সোম) অর্থাৎ পারস্য দেশজাত লতা বিশেষের রসকে অতি পবিত্র জানিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। গোমূত্রও তাহাদের বিবেচনায় শুদ্ধ পদার্থ, এই প্রযুক্ত তাহারা গোমূত্রে গাত্র ধৌত করতঃ

পরে শুদ্ধ জলে স্নান করে। তাহারা উপায়ান্তর সত্ত্বে জলে বা অগ্নিতে কদাপি অশুদ্ধ দ্রব্য নিক্ষেপ করে না। তাহারা পারতপক্ষে অগ্নিনির্ব্বাপণেও প্রবৃত্ত হয় না।

পারসীদের মধ্যে যাজকেরা একটী পৃথক্ জাতি; তাহারা পরম্পরাক্রমে যাজকতা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ী, তাঁহাদের উপাধি "দস্তর"; আর যাঁহারা পৌরোহিত্য কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের নাম "মোবেদ"। তাঁহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন নাই, কর্ম্মানুসারে যাজকেরা দক্ষিণা প্রাপ্ত হন। একণে মোবেদেরা যজমানকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তন্নিমিত্ত অনেককে বৈষয়িক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। পারসীদের শাস্ত্রে পুরোহিতকে অর্থদান দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান আছে। ফলতঃ উপবাস করা পারসী ধর্ম্মের অঙ্গ নহে। পারসীদের বিবেচনায় বৃক্ষরোপণ একটি উত্তম কর্ম্ম এবং ফলবান্ বৃক্ষচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিমিত্ত তাহারা কৃষকের বা উদ্যানপালের কার্য্যে কদাপি প্রবৃত্ত হয় না। পারসীদের বোধে বিবাহ অতি মহৎ কর্ম্ম। পূর্ব্বে তাহা সম্পাদনার্থ কোনও কাল-বিচারের অপেক্ষা ছিল না। অধুনা তাহারা বোম্বাই অঞ্চলের হিন্দুগণের পরামর্শানুসারে বিবাহের শুভদিন স্থির করে। পারসী স্ত্রীয়া অসঙ্কোচে অন্তঃপুর হইতে বহির্দ্দেশে যাতায়াত করে। পারসী যাজকেরা যজমানের কন্যাকে সহধর্ম্মিণী করিতে পারে, কিন্তু যজমানেরা যাজকদের কুমারীগণের পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। এইক্ষণে বোম্বাই প্রদেশস্থ পারসীরা এ প্রথাও তুলিয়া দিয়া যাজকদিগকে কন্যাদান করে না। বহুবিবাহ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই, কিন্তু বাল্যবিবাহ তাহাদের শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে। তাহারা হিন্দুদিগের অনুকরণে পুত্রদিগের উদ্বাহকালে বহুল পরিমাণে অর্থব্যয় করে। পারসীদের সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে নামকরণরূপ একটি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। সাত বর্ষ বয়সের পর এবং ত্রিমাসাধিক চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে পারসী বালক "কস্তি" অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। এই উপবীত ৭২ বাহাত্তর গাছি উষ্ট্রকেশে নির্ম্মিত হয়। উপনয়নকালে তাহারা সদ্রা নামক একটি পবিত্র অঙ্গরক্ষিণীও ধারণ করিয়া থাকে। এই সকল পবিত্র পদার্থকে কদাপি ত্যাগ করিতে নাই। কেবল জীর্ণ হইলে তাহা পরিবর্ত্তন করার বিধি আছে। তাহারা বর্ত্তমান ইউরোপীয় প্রথানুসারে পান ভোজন করে। পক্ষিশিকারী পশু, কুকুর ও শশক ব্যতীত প্রায় সর্ব্ব প্রকার জন্তুর মাংস ইহাদের খাদ্য। পারসীরা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের সহিত পানাহার করেন।

কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পাছে কোন দৈত্য আসিয়া তাহার শরীরকে আক্রমণ করে, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ পারসীরা মৃত ব্যক্তির নিকট ঈশ্বরস্তোত্র

পাঠ করে এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ কুক্কুর সকলে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখে। মৃত শরীর প্রোথিত বা দগ্ধ করা হয় না; শ্মশানভূমিতে অনাবৃত রূপে রক্ষিত হয়। মৃত্যুর দিবসচতুষ্টয় পরে "সরিতস" নামক দূত মনুষ্যের আত্মাকে "বিনেবাদ" নামক স্বর্গীয় সেতু দিয়া লইয়া যায়। তথায় যবনে রষৎ নামক দূত জীবাত্মার কার্য্য সকলের পরিমাণ করে। পাপাত্মা ব্যক্তিকে নরককূপে নিপতিত হইতে হয়। নরকের যন্ত্রণা অতি ভয়ানক, কিন্তু তাহা নিত্য-স্থায়ী নহে। ওর্ম্মজদ এমন এক সময় প্রেরণ করিবেন, যখন অহ্রিমাণ স্বদলসহ ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত হইবে; সুতরাং পৃথিবী হইতে শোক দুঃখ ভয় অপনীত হইয়া এই ধরাধাম আনন্দপূর্ণ স্বর্গস্বরূপ হইবে।

পারসী-প্রসূতি গর্ভবেদনার সময় বাটীর নিম্নতলে বাস করেন। প্রসবান্তে তথায় চল্লিশ দিবস অবস্থিতি করিয়া অশৌচ হইতে মুক্ত হইয়া পরিবারগণের সঙ্গে বাস করেন। সন্তানের জন্মদিন ও লগ্ন অনুসারে জ্যোতির্ব্বীরা কোষ্ঠী রচনা করিয়া থাকে।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান-দিগের অত্যাচারে পারসীরা উৎপীড়িত হইয়া প্রথমতঃ কাম্বে উপসাগরের মধ্যস্থ ডিউ নামক দ্বীপে বাস করে। তদনন্তর বোম্বাই প্রদেশের উত্তর সানজান নামক স্থানে হিন্দু রাজার অনুগ্রহে অবস্থিতি করিয়া ক্রমশঃ ইতস্ততঃ অধিবাসী হইয়াছে। পারসী জাতির সংখ্যা অত্যল্প হইলেও ইহারা সংস্কারক, পরহিতৈষী এবং ধনাঢ্য বলিয়া বিখ্যাত। সার জামসেট জি, জিজিভাই, মিঃ বেহারাম জি, মালাবেরী, সার দিন সা ম্যানকজি পেটিট, মিঃ দাদা ভাই নাওরাজি প্রভৃতি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পারসীরা ধর্ম্মসংস্কারক জোরায়েষ্টারের মতাবলম্বী। ইহারা এখন পূর্ব্ব-পুরুষের মত মিতব্যয়ী নহে।

মহারাজর্ষি
ত্রৈলোক্যমোহন রায়চৌধুরী।

ব্রহ্মদেশ।

ব্রহ্মদেশ এক্ষণে ভারত-সাম্রাজ্যভুক্ত। ইহার উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে চীন সাম্রাজ্য, পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। আসাম, মণিপুর এবং ত্রিপুরা এক সময়ে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত ছিল। ব্রহ্মদেশের পরিমাণ ফল ২,৪০,০০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৮০,০০,০০০।

ব্রহ্মদেশ উত্তরভাগস্থ পর্ব্বতাকীর্ণ বন্ধ-প্রদেশ হইতে ইরাবতীর মোহানা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া আসিয়াছে। ইরাবতী, নীটাং ও সালুয়েন এই তিনটী ব্রহ্মদেশের প্রধান নদী। ইহার মধ্যে ইরাবতী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০০০ মাইল।

সিটাং দৈর্ঘ্যে ৩৫০ মাইল। সালুয়েন নদীর উৎপত্তিস্থান কোথায়, তাহা স্থির হয় নাই; সুতরাং ইহার দৈর্ঘ্যও নির্ণীত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন ইরাবতী ও সালুয়েন একই স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ষাকালে সালুয়েন নদী দিয়া বহুসংখ্যক বাহাদুরী বা চকোর কাষ্ঠ ভাসাইয়া আনা হয়।

ব্রহ্মদেশের জলবায়ু সর্ব্বত্র একরূপ নহে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সকলে গ্রীষ্ম ও বর্ষা কেবল এই দুইটী মাত্র ঋতুর প্রভাব অনুভূত হয়। যখন উত্তরপূর্ব্ব মনসুন বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন গ্রীষ্ম এবং যখন দক্ষিণপশ্চিম মনসুন বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন বর্ষা কাল। ভারতবর্ষের পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের ন্যায় এখানে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। প্রতি বৎসর গড়ে ১২৭ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর ব্রহ্মে প্রধানতঃ তিনটী ঋতু দৃষ্ট হয়—শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও অনেক অল্প। মোটের উপর সমস্ত ব্রহ্মদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মদেশে খনিজ পদার্থের অসদ্ভাব নাই। মাণ্ডালের ১৫ মাইল উত্তরে একটী স্থানে প্রচুর মার্ব্বেল প্রস্তর পাওয়া যায়। ইরাবতী তীরস্থ কোন একটী নগরে ন্যূনাধিক ১০০ শত কেরোসিন তৈলের কূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল কূপের গভীরতা ২০০ হইতে ৩০০ ফুট এবং উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ ১২,০০০টন। ব্রহ্মদেশের চুণি বিখ্যাত ও উহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। মাণ্ডালের ৬০।৭০ মাইল উত্তর পশ্চিমে প্রায় ১০০ বর্গ মাইল স্থানে প্রচুর চুণি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মদেশের প্রধান উৎপন্ন শস্য ধান্য। এখান হইতে বৎসরে ন্যূনাধিক ছয় কোটি টাকার ধান্য বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। সেগুণ কাষ্ঠও এখানকার একটী প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। ব্রহ্মে তামাকের চাষ নিতান্ত মন্দ নয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয়েরা এতদূর তাম্রকূট সেবনতৎপর যে স্বদেশোৎপন্ন তামাকে তাহাদের অভাব দূর হয় না; প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর টাকার তাম্রকূট ব্রহ্মদেশে আনয়ন করা আবশ্যক হয়। কদলী, আম্র, পিয়ারা, কমলালেবু প্রভৃতি ব্রহ্মে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মদেশীয়েরা তালের রসে চিনি প্রস্তুত করে। ব্রহ্মের বাঁশ সুপ্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মদেশের পর্ব্বতসঙ্কুল বন্যভূভাগে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, নেকড়ে প্রভৃতি নানা হিংস্র জন্তু দৃষ্ট হয়। এখানে বন্য ও গৃহপালিত উভয়বিধ হস্তীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। শ্বেতহস্তী ব্রহ্মদেশেই পাওয়া যাইত। ব্রহ্মদেশের জঙ্গলে এক ও দুই শৃঙ্গযুক্ত গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশের অধিবাসীরা একজাতীয় লোক নহে। ব্রহ্মের আদিম অধিবাসীরা খর্ব্বাকৃতি, দৃঢ়কায় ও বলবান্ এবং কিয়ৎ পরিমাণে তাম্রবর্ণ। ইহাদিগের মস্তকে যথেষ্ট কৃষ্ণবর্ণ কেশ আছে, কিন্তু মুখমণ্ডলে শ্মশ্রু ও গুম্ফ নিতান্ত বিরল।

নিম্নব্রহ্মের আদিমবাসীর নাম মান। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের তৈলঙ্গ দেশ হইতে কতকগুলি লোক বাণিজ্যার্থ ব্রহ্মদেশে আসিয়া ইরাবতী, সিটাং ও সালুয়েন নদীর মোহানার নিকট বাস করে। এই স্থানকে সুবর্ণভূমি বলা হইত। মান জাতির সহিত এই তেলাং জাতির বিবাহ ক্রিয়া সংঘটিত হইয়া এক সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়। ইহারাও তেলাং জাতি নামে অভিহিত। তেলাং জাতীয়েরা ব্রহ্মদেশীয়দিগের অপেক্ষা আকৃতিতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন; ইহাদিগের নাসিকা অপেক্ষাকৃত অল্প চেপ্টা এবং মুখমণ্ডল গোলাকার না হইয়া কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকৃতি।

করেন নামে আর এক জাতীয় লোক নিম্নব্রহ্মে বাস করে। তাহাদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ১৮৮১ অব্দের লোক-গণনায় জানা গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা ৫,০০,০০০। কিম্বদন্তী এইরূপ—১৩ শতাব্দী অতীত হইলে তাহারা মধ্য এসিয়া হইতে গবি মরুভূমি পার হইয়া এখানে আসিয়াছে। এই করেন জাতি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, ১ম পো অর্থাৎ মাতৃশাখা, ২য় শা অর্থাৎ পিতৃশাখা, ৩য় ঘাই।

সান নামক জাতি ব্রহ্মের পূর্ব্বদিকস্থ সান-রাজ্য হইতে আসিয়াছে। সান-জাতীয় লোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, কৃষি-কার্য্যে সুদক্ষ এবং বাণিজ্যকার্য্যে সুচতুর। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তাহাদের সংখ্যা ৬০,০০০ হাজার ছিল।

চীন, কাথান এবং সিংহল প্রভৃতি আরও কতকগুলি জাতি এখানে বাস করে। তাহারা কি সভ্যতা—কি চতুরতা, সকল বিষয়েই পূর্ব্বোক্ত জাতিদিগের অপেক্ষা অনেক হীন।

স্মৃতি-পূজা।*

"তস্যাহং ন প্রণশ্যামি
স চ মে ন প্রণশ্যতি।" (গীতা)

(১)

এক শুভ দিনে—
পুণ্যময় নাম যার বিরাজে ধরায়,
তরুণ-অরুণ হাসি
ঢেলে দিলে সোণারাশি
শীতের কুহেলি কাটি বসুধার গায়;
মন্দারের গন্ধ লয়ে
অনিল আসিল বয়ে,
ফুটিল সহস্র ফুল অতুল ছটায়!

(২)

সেই শুভদিনে—
বিধাতার আশীর্ব্বাদ,

* স্বর্গীয় কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে লিখিত। উৎসব কবিবরের জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীতে হইয়াছিল।—লেখিকা।

একটী সোণার চাঁদ,
উদিল সাগরদাঁড়ী মা জাহ্নবী-কোলে,
কচি ছেলে কোলে মা'র,
জীবনের অলঙ্কার।
সমুদিত শিশু রবি উষার নিচোলে।

(৩)

সেই শুভ দিনে—
পুরাঙ্গনা উলু দিয়া,
শুভ শঙ্খ বাজাইয়া,
করিলা আনন্দে তার মঙ্গলাচরণ;
কপোতাক্ষী মনোরঙ্গে,
অযুত তরঙ্গ সঙ্গে,
গাহিল তাহারি জয় ভরিয়া ভুবন।

(৪)

সেই শুভ দিনে—
গুরু জনে করি যত্ন
দিলা তারে ধন রত্ন,
দ্বিজে দিলা পদধূলি ধানদুর্ব্বাসহ,
অলক্ষ্যে মা বীণাপাণি
হাতে দিলা বীণাখানি,
শিরে দিলা শুভাশীষ "অমরতা লহ"!

(৫)

সেই শুভ দিনে—
জগতের স্মরণীয়,
ভারতের বরণীয়,
বঙ্গের অমূল্য মণি, কুলোজ্জ্বল ধন,
মা বাপের পুণ্যরাশি,
মূর্ত্তিমান হ'ল আসি,
সেই শিশু কবিবর "শ্রীমধুসূদন"!

(৬)

তারে পেয়ে বঙ্গভাষা
মিটাইলা চির-আশা,
দুখিনীরে বসাইলা রাজ-সিংহাসনে,
মধুময় প্রতিশ্বাস,
বাঙ্গালার কালিদাস!
অনন্ত বসন্তভরা তারি কাব্যবনে।

(৭)

দেব!
কত কাল গেছে ঘুরে,
তুমি গেছ দেবপুরে,
অজর অমর দেশে লভিছ আরাম,
তবু এ মরত-ভূমি,
ভরিয়া রয়েছ তুমি,
স্বদেশে বিদেশে শুনি ও মধুর নাম।

(৮)

আজি—
কপোতাক্ষী নদীজলে
তোমারি তুফান চলে,
কোটি হিয়া সেই স্রোতে উঠে উথলিয়া।
দেখ দেব! চেয়ে তাই,
মিলিয়াছে কত ভাই,
বুকভরা ভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতা নিয়া।
জননী ভারতী-বরে,
এ মর অবনীপরে,
শ্রীমধুসূদন আছ অমর হইয়া,
জীবন হইল ধন্য তোমারে পূজিয়া।

শ্রীমা—
সাগরদাঁড়ী।

ভাষা বিভ্রাট।

বাইবেল গ্রন্থে বর্ণিত আছে জলপ্লাবনের পর পৃথিবীর নূতন পত্তন হইলে মানব-বংশ অতি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তাহারা তখন এক বৃহৎ পরিবার এবং সকলে এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত। পুনরায় জলপ্লাবন হইলে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় তাহাদেরও বিপদ্ না ঘটে, এই জন্য তাহারা সিনার নামক স্থানে একটী নগর ও একটী উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণের মানস করিল। এই স্তম্ভটী এত উচ্চ হইবে যে, স্বর্গ স্পর্শ করিবে, সুতরাং জলপ্লাবনের জলে ডুবিবে না। তাহারা স্তম্ভটী অনেক দূর তুলিয়াছে, এমন সময়ে স্বর্গ হইতে তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর নামিয়া দেখিলেন তাহারা কি করিতেছে। তাহাদের কার্য্য তাঁহার ভাল বোধ হইল না এবং সেই কার্য্য পণ্ড করিবার জন্য তিনি একটি অদ্ভুত কৌশল উদ্ভাবন করিলেন—তাহা ভাষাভেদ উৎপাদন। কার্য্য করিতে করিতে হঠাৎ ভাষাভেদ উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের মধ্যে কি গোলযোগ হইল, কল্পনা করা যাউক। একজন চাহিল ইট, আর একজন "ইট" মানে 'খাওয়া' বুঝিয়া খাদ্য আনিল। একজন চাহিল "উড" অর্থাৎ কাষ্ঠ, আর একজন উট লইয়া উপস্থিত। একজন "মামা"কে ডাকিল, সেখানে তাহার মা আসিল। একজন চাহিল "বেল", আর একজন ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। ভ্রান্তিবিলাসের এইরূপ কাণ্ড উপস্থিত হওয়াতে লোক সকল আর একত্র কার্য্য করিবে কি? এক স্থানে শান্তিতে বাসও করিতে পারিল না। তাহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত নগর হইল না, আর বাবেলস্তম্ভনির্ম্মাণও সম্পন্ন হইল না!!

আমাদের দেশের লোকের কিছুদিন হইতে বড় সাধ হইয়াছে, সমুদায় ভারত-বাসী মিলিয়া এক জাতি হইবে এবং এমন একটী উন্নত আকারের জাতীয় একতা-স্তম্ভ সংগঠন করিবে যে, তদ্দ্বারা দেশের সকল বিপদ আপদের মধ্যে তাহাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার উপায় হইবে। কিন্তু "বান্দা ভাবে এক, খোদা করে আর।" আমাদের দেশের রাজ-পুরুষদের বোধ হয় ইহা ভাল লাগিতেছে না, তাই তাঁহারা জাতীয় বিভেদের নানা কৌশল উদ্ভাবনে যেন ব্যগ্র হইয়াছেন। 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' ভীতিতে যখন লোকে আকুল, সেই সময়ে কি শুনা যাইতেছে? শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ প্রচার করিয়া-ছেন, সমুদায় বাঙ্গালীর এক ভাষা থাকিবে না। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় ভাষায় গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া স্থানীয় বিদ্যালয় সকলে পাঠনা হইবে। ইহাতে এক অঞ্চলের লোকের পাঠ্য অন্য অঞ্চলের অপাঠ্য ও দুর্ব্বোধ্য হইবে। এ

অনুষ্ঠান কতদূর সমীচীন, ফল দ্বারা তাহা উপলব্ধি হইবে। আমরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বাঙ্গলার এক জেলার লোকেরও বাঙ্গলার লেখার ছাঁদ ও উচ্চারণ ঠিক্ এক নহে, অথচ সকল জেলার ভাষায় একটা ঐক্যসূত্র আছে। এক সাধুভাষা সমগ্র বঙ্গবাসী বুঝিতেছে এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র তাহা প্রচলিত। এমন কি আসামী ও উড়িয়া ভাষাও বাঙ্গলা ভাষার একপ্রকার রূপান্তর মাত্র এবং এক সময় আসামী ও উড়িয়ারা বাঙ্গলা সাধুভাষা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। ভাষার অল্পাধিক অনৈক্য সূত্র ধরিয়া ভাষা ভেদ করিলে বঙ্গদেশে শত শত উপভাষার সৃষ্টি করিতে হয় এবং সেরূপ শত শত ভাষার পুস্তকাদির পাঠনা কি সম্ভবপর? যাহাহউক গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ভাষাভেদের কল্পনা করিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ কতকগুলি নমুনা দিয়াছেন, তাহা সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা কেমন লাগে, পাঠক পাঠিকারা স্বয়ং বিচার করিয়া দেখিবেন।

কলিকাতা-আদর্শ ভাষা।

কোন এক ব্যক্তির দুইটী পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ তাহার পিতাকে কহিল, পিতঃ বিষয়ের যে অংশ আমার প্রাপ্য, তাহা আমাকে দিন। তিনিও তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই কনিষ্ঠ পুত্রটী তাহার সমস্ত টাকা একত্র করিয়া এক দূরদেশে যাত্রা করিল। ইত্যাদি।

ঢাকা।

য়্যাক্জনের দুইডী ছাওয়াল্ আছিলো। তাগো মৈদ্দে ছোড্ডী তার বাপেরে কৈলো, বাবা, আমার ভাগে যে বিত্তি বোেশাদ পরে তা আমারে দেও। তাতে তিনি তার বিষয় সোম্পত্তি তাগো মৈদ্দে বাইটা দিল্যান। তার্ পর্ কিছু দিন পরে ঐ ছোট ছাওয়ালডী তার সকল টাকা কড়ি য়্যাক কইয়া এক দূর দ্যাশে চইলা গ্যালো ইত্যাদি।

ময়মনসিংহ।

একজনের দুই পুৎ আছিল্। তার ছুডু পুতে বাপেরে কইল, বাবজি, মাল বেলাতের যে বক্রা আমি পাইধাম্ তা আমারে দেউয়াইন। হে তারারে মাল পাতি বাট কৈরা দিল্। থুরা দিন বাদে ছোট্কা তার হগগল মাল ব্যাসাৎ থুবাইয়া দূর মুল্লুকে গেল।

সন্দীপ, নোয়াখালি।

এক শক্সের দুই বেটা আছিল। তাদের মধ্যে ছোট বেটা বাপেরে কৈল, বাবাজি, মাল মাত্তা যা আমার হিশ্যায় পরে তা আমাকে দেন্। ইত্যাদি।

বাখরগঞ্জ।

একজন মানুষে দুগ্গা পোলা আছিল। তারগো মধ্যে ছোটুগ্গা হের বাপরে কইল, বাবা, বিত্তের যে ভাগ মুই পামু, তা মোরে দেও। হেতে হে হেরগো মধ্যে বিত্ত ভাগ করিয়া দিল। দিন হতো

বাদে ছোটুগ্গো পোলা বেবাক্ একত্তর হরিয়া ছুরদেশে মেলা হরিল।

হাতিয়া, নোয়াখালী।

একজন মাইন্‌সের ছুগা হোলা আছিল। হিয়ার মধ্যে ছুডুগায় হেইতার বাফেরে কইল বায়াজি আঁর ভাগে মাল হিগিল হড়ে হিগিল আঁরে দেও। আর হেইতেও হৈইতার ব্যাক্‌বিত্ত হোলাইনেরে ভাগ করি দিল্। হিয়ার কদিন্ বসদ ছোড হোলা ব্যাক্‌গিন্ অত্তর্ করিলই এক ছুরই এক দেশে বেড়াইত গেল।

রামগঞ্জ নোয়াখালি।

একজনের ছুই হুত আছিল্। ছোট গায় বাফেরে কইল বটে, আঁর ভাগের জিনিষ হাতি যে অয়, আঁরে দেন। বাফে তাগোরে হকল্ ভাগ করি দিল। কগ দিন যাইতে না যাইতে ছোডহুতে হেই তার ব্যাক্ তান লই বিদেশ চলিগেল ইত্যাদি।

কবিতার আদর্শ।

কালু

বালোর কপালে পড়ুক ছাই,
ওমন বালোতে কাম নাই,
হালের জোবা গেলে বইয়া,
জান বাচামু কিবা খাইয়া,
চাষা মানুষ মোরা বাই,
মহোর্দ্দমার বুজি কি ছাই,
গরীব মানুষ অনুপায়,
খাইয়া জান বাচান দায়।
হেহদির উপুর আর এক দায়;
হুদাহুদি পয়স্তা ব্যায়।
আমরা গো কি ওয়া হাজে,
ভদ্দরের কাম ভদ্দরে বোজে।

নূতন সংবাদ।

১। সুইডেনের প্রিন্স গষ্টাভাস আডাল-ফসের সহিত কনটের রাজকুমারী মার্গা-রেটের বিবাহ-সম্বন্ধ কেরো নগরে ভোজনোৎসবের পর স্থিরীকৃত হইয়াছে।

২। দক্ষিণ হিমসাগরভ্রমণকারী কাপ্তেন স্কট ভৌগোলিক সভার নিকট তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন। তিনি পাঁচ ছয় মাইল দীর্ঘ বরফ-পর্ব্বত দর্শন করিয়াছিলেন।

৩। রাজকুমার দলিপ সিং সস্ত্রীক গত ১৭ই মার্চ্চ কলম্বো হইতে যাত্রা করিয়া ইংলণ্ডে পৌছিয়াছেন।

৪। গত ২২শে মার্চ্চ মান্দ্রাজবাসীরা লর্ড কর্জ্জনের রাজনীতির প্রতিবাদ করিয়া এক সভা করিয়াছেন।

৫। গত ১৮ই মার্চ্চ কলিকাতা মূক-বধির-বিদ্যালয়-গৃহে রামমোহন লাইব্রেরির প্রারম্ভিক সভায় অনেক ভদ্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির কার্য্য করেন।

৬। ইংলণ্ডে মহাঝটিকা হইয়া অনেক লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে। রাজ্ঞী আলেকজেন্দ্রা পর্তুগেলে যাইবার জন্ত জাহাজে চড়িয়াছিলেন, এই ঘটনায় কয়েক দিন তীরে আবদ্ধ হইয়া থাকেন।

৭। আগামী বৎসরের কংগ্রেস কাশীতে হইবে, ইতিমধ্যে অভ্যর্থনা-সমিতি সংগঠিত হইয়াছে।

৮। পণ্ডিত বিষণ নারায়ণ ধর বিলাতে কার্য্য করিবার জন্ত সংযুক্ত প্রদেশের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

৯। লণ্ডনের রুশীয় রাজদূত কেকেনডফ বলটিক্ যুদ্ধজাহাজ-কৃত ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৬৫,০০০ হাজার পাউণ্ড লর্ড লান্সডাউনের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

১০। গত বৎসর পেট্রোলিয়ম্ তৈল আসামের লক্ষীপুর হইতে প্রায় ২৫ লক্ষ গেলন্ এবং মাকম ক্ষেত্র হইতে আড়াই লক্ষ টন পাওয়া গিয়াছে। ভারতের কত স্থানে আরও কত গুপ্ত ধন আছে।

১১। মুকডেনের মহাযুদ্ধে রুসদিগের পরাজয় মহা ভয়ঙ্কর। কুরুপাটকিন অধিকাংশ সৈন্ত ও যুদ্ধোপকরণ হারাইয়া পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। তিনি পদত্যাগের বাসনা প্রকাশ করাতে রুস-সম্রাট জেনারেল লিনিভিচকে প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করিয়াছেন।

১২। গত ৭ই এপ্রেল আলবার্ট হলে ব্রাহ্ম-সমাজ কমিটির বার্ষিক অধিবেশন হয়। বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি হন। এই সমিতি বিলাতের ইউনিটেরীয় সভা হইতে প্রায় ৩৮ হাজার টাকা পাইয়া অধিকাংশ ভারতের গত দুর্ভিক্ষদমনে ব্যয় করেন। নানাস্থানের ব্রাহ্মসমাজগৃহ সংস্কার এবং ব্রাহ্ম দরিদ্র পরিবারদিগের সাহায্যার্থও কতক টাকা ব্যয় হইয়াছে।

১৩। সার জন ফিয়ারের মৃত্যুসংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম। তিনি এ দেশের একজন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন এবং স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্ত যথেষ্ট উৎসাহদান করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৮০ হইয়াছিল।

১৪। উত্তর পশ্চিমের ভূমিকম্পে আমাদের বড়লাট-পত্নী ঈশ্বরকৃপায় আসন্ন বিপদ হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন। সিমলায় অনেক বাটী ভূমিসাৎ হইয়াছে। কাঙ্গরা উপত্যকায় ৪০০ লোক মরিয়াছে।

১৫। গত ৩০এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের নিকট ভারতের কোং কাগেজের ঋণ প্রায় অর্দ্ধ অর্ব্বুদ টাকা।

বামারচনা।

আবাহন।

কে এলিয়ে হারাধন, উজলি আঁধার বন,
আয় যাদু আয় হেসে খেলে।
তোর তরে অশ্রুবাণী বহুদিন উদাসীনী,
ডুবে আছে ঘোর অশ্রুজলে।

আয় ছুটে পাগলিনী, তুলে নেরে খোকামণি,
পথ ভুলে ছিল হারাইয়ে।
এসেছে গোপাল ঘরে, যশোদার কোলে ফিরে,
পূর্ব্বস্নেহ দিল জাগাইয়ে।
থাক সদা কাছে মার, হইয়ে বক্ষের হার,
তোমরা জীবন জননীর।
তোমার বিহনে হায়, মণিহারা ফণিপ্রায়,
হয়েছিল ব্যথিত শরীর।
আজি তার শান্ত প্রাণ, মিটেছে খেদের গান,
মুমূর্ষু জীবনে প্রাণ এলো।
আশাপথ ছিল চেয়ে, দিবানিশি ধেয়াইয়ে,
সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলো।
রেখো প্রভু সযতনে, অমৃত সুধা-সিঞ্চনে,
হারাধন কুমার রতনে।
ভাই বোন মাতা পিতা, সবার লয়ে মমতা,
বাড় শিশু নব চন্দ্র সনে।
স্নিগ্ধ বক্ষে অম্বুজার, বরষি শীতল ধার
উজলিয়া রহ এ ভুবনে।
কাঁটা খোঁচা যেন হায়, লাগে না ও কচি গায়,
নীরোগ নিঃশঙ্ক রহ প্রাণে।
জুড়াও মায়ের বুক, লভ সেথা চির সুখ,
অটুট সে স্নেহের বন্ধনে।
চিরজীবী হয়ে থাক, আমার প্রার্থনা রাখ,
এ মিনতি দেবতা সদনে।

শ্রীনি—

মিলন গাথা।*

(১)
দ্বিতীয়ার চারু শশী বিতরিয়া মৃদু হাসি,
আলোক প্রদান করে বাসন্তী নিশায়,
ঘুমঘোরে পিকবর, আধো আধো কুহুস্বর
তুলিয়া মোহিত করে প্রেমিক জনায়।

(২)
ফুটেছে কুসুমচয় মৃদুলে মলয়া বয়,
হরিয়া সুরভিরাশি বহে লয়ে যায়;
আকুল ব্যাকুল প্রাণে নদী ধায় সিন্ধুপানে,
চুমি তীর-তরু-মূল মিলন আশায়।

(৩)
তোমারি নিয়মে দেব, নিয়মিত এই সব,
তোমার প্রেমের রাজ্যে সব মধুময়;
এই দুটি নব প্রাণ গাহিয়া মিলন গান,
প্রবেশিছে নব পথে আজি এ সময়!

(৪)
এদুটি হৃদয়মাঝে কি যে পুণ্য প্রীতি আছে,
তুমিই বুঝিছ নাথ! কুশল হৃদয়।
বুকে লয়ে প্রেম প্রীতি গাহিয়া মিলন-গীতি,
তোমারি আশীষ চাহে তারা এ সময়।

(৫)
তোমারি প্রেমের মধু 'নববর' 'নববধূ',
লভিতে সানন্দমনে মিলিত হেথায়।

* অগ্রজ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু ও শ্রীমতী যোগিনী বসুর শুভবিবাহ উপলক্ষে প্রীতি-উপহার।

স্নেহহস্ত প্রসারিয়া দাও পথ দেখাইয়া,
চলিতে সত্যের পথে বাধা নাহি পায়।

(৬)

এই কর দয়াময়! উঁহে যেন সুখী হয়,
পবিত্র শান্তির মাঝে চির দিন রয়;
এ উঁহার শুভ চাহি এ জীবন পথ বাহি,
তোমার মঙ্গল-লোকে যেন প্রবেশয়।

(৭)

সব বিঘ্ন বাধা দলি যেন প্রভো! যায় চলি,
তোমার মোহন রাজ্যে প্রফুল্ল হিয়ায়।
স্নেহ-প্রেম-ভক্তি-প্রীতি নব রাগ-চারু-নীতি
বিরাজিত থাকে সদা উভয় আত্মায়;

(৮)

আজি দুটি নব হিয়া এক হোক মিলি গিয়া,
দু'য়ে এক, একে দুই হোক দুজনায়।
তোমার প্রেমের রাজ্য তোমার মঙ্গল
কার্য্যে,
হোক তারা অগ্রসর দিবস নিশায়।

(৯)

হে প্রভো! জগতস্বামী, এই ভিক্ষা মাগি
আমি,
শ্রীচরণে নত শিরে আজি এ সময়।
আজি গো যুগল প্রাণ গাহিছে প্রেমের
গান,
হৃদে ল'য়ে নব আশা তোমা পানে ধায়।

(১০)

সব দুঃখ আজি ভুলি মর্ম্মের বন্ধন খুলি,
আজি এ মাহেন্দ্র ক্ষণে আসিছে তোমার।
"হে চিরকল্যাণময়! মতি যেন সদা রয়
তোমার অনন্ত পদে যুগল আত্মায়।"

(১১)

আমি—
গাঁথিয়া কবিতামালা আনন্দে হইয়া আলা,
আসিয়াছি তোমাদেরি দিতে উপহার;
ভাবিতেছি মনে মনে তোমরা কি দুই জনে
গ্রহণ করিবে ইহা দিনে আজিকার।

(১২)

ভগিনীর 'দান' বলি হাসিমুখে লহ তুলি,
জাগুক বিপুল সুখ হৃদয়ে আমার;
এই মম ক্ষুদ্র দান প্রীতি-উপহার।

অনুজা
শ্রীনগেন্দ্রবালা বসু।

বাবু শরচ্চন্দ্র দত্ত মাতামহ মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে।

প্রিয় দাদা মহাশয় গুণের আধার।
আছিল অতুলনীয় ক্ষমতা তোমার॥
সুযশ সর্ব্বত্র ছিল তোমার বিস্তৃত।
তোমার অভাবে এবে এ দেশ নিদ্রিত॥
কর্ত্তব্য কার্য্যেতে ছিলে অতি পরায়ণ।
পরোপকারেতে তব ছিল প্রাণপণ॥
বিদ্যালোকে তাড়াইতে এ ভব-তিমির।
সতত ছিলে যে তুমি মহাজ্ঞান-বীর॥
স্বদেশের দরিদ্রতা করিতে মোচন,
সতত করিতে তব অর্থ নিয়োজন॥
সাধু অনুষ্ঠানে তব সদা ছিল মতি।
নিবারিতে যত্ন ছিল দেশের দুর্গতি॥

স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতা ভারত-উদ্ধার।
মূল মন্ত্র অবিরত ছিল যে তোমার॥
ব্রাহ্মধর্ম্মে ভক্তি তব ছিল অনুক্ষণ,
হৃদয়ে ভাবিতে সদা ব্রহ্ম সনাতন।
সভা সমিতেতে তুমি হইতে আহূত।
তব বক্তৃতায় লোক হতো পুলকিত॥
হিন্দু, মুসলমান, আর পারসী খৃষ্টান্।
সমভাবে তোমাকে যে করিত সম্মান॥
বিদ্বান্-সমাজে তুমি ছিলে যে আদৃত।
জ্ঞানালোচনায় লোকে করিতে মোহিত॥
সৎ লোকে সদা তুমি ছিলে পরিবৃত।
তবাশ্রয় অসতেরা কভু না পাইত॥
উকিল সমাজে তুমি ছিলে গো প্রদীপ্ত।
ব্যবসার দোষে কভু ছিলে নাক লিপ্ত॥
বহুলোকে অন্ন দিয়ে করিতে পালন।
দোষীর করিতে সদা উচিত শাসন॥
সুবৃহৎ পরিবার ছিল যে তোমার।
সুখ শান্তি বিরাজিত তাতে অনিবার॥
নাতি নাতিনী, জামাতা হইলে মিলিত।
তব গৃহ হতো আহা কত আলোকিত!
কোথায় তোমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কোথা গেলে দেব! তব পাইব দর্শন॥
কে তব বারতা বল করিবে বহন।
কেমনে তোমার সনে হবে আলাপন॥
নশ্বর সংসার দেব, এ দেহ অনিত্য।
এ দেহ ছাড়িলে তবে পাব তব তত্ত্ব॥
এ আশা ধরিয়ে প্রাণে আছি গো নিশ্চিন্ত,
প্রভুর কৃপাতে মোরা হইব প্রশান্ত॥

শ্রীনিরুপমা দত্ত রায়,
শ্রীরামপুর।

মাসীমা বিধুমুখী দেবীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।

প্রিয় মাসীমা আমার মমতার খনি।
আহা আর দেখিব না তব মুখখানি॥
পবিত্র হৃদয়ে ছিল কত ভালবাসা।
নেহারি নেহারি তোমা পুরিত না আশা॥
পতিভক্তিগুণে ছিলে আদর্শ অতুল।
কর্ত্তব্য-সাধনে কভু হতনাকো ভুল॥
ননদী শাশুড়ী প্রতি প্রীতি তব ছিল।
ভাসুর দেবর তব অভাব বুঝিল॥
দাস দাসী প্রতি তব ছিল ভাল ভাব।
ভুলিতে পারে না তারা তোমার স্বভাব॥
আছিলে পিতা মাতার আদরের ধন॥
তোমার সোহাগে তাঁরা ছিলেন মগন॥
ভাই ভগিনীর প্রতি কত স্নেহ ছিল।
তোমার শোকেতে তারা অস্থির হইল।
পুত্রশোকে একেবারে ব্যাকুল হইয়ে।
অচিরে গেলে গো তুমি সংসার ছাড়িয়ে॥
স্বর্গীয় দুইটি ফুল তব দুই মেয়ে।
অবিরত কাঁদে তারা তোমার না পেয়ে॥
পিতা তব নারিলেন সহিবারে শোক।
অচিরাৎ ছাড়িলেন তাই মর্ত্তালোক॥
বোন্‌ঝিগণে গো তব ছিল যে মমতা।
ভুলিতে তাহা মোদের নাহিক ক্ষমতা॥
বিধুমুখী নামে তুমি ছিলে অভিহিত।
কার্য্যে তুমি নাহি ছিলে তার বিপরীত॥
দেখিব না আর তব মুরতি নির্ম্মল।
ছুটিবে না হেথা তব যশঃ পরিমল॥

শ্রীপ্রতিভাময়ী দাস গুপ্তা,
শ্রীরামপুর।

১৩১১ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

২। নারীচরিত ও নারীজাতির সৎকীর্ত্তি।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

৪। ইতিহাস ও দেশভ্রমণ।

৫৭/১০

গ্রাহকদিগের প্রতি।

১৩১১ সাল গত এবং নববর্ষ আগত। গ্রাহকগ্রাহিকাগণ পরম সুখে নববর্ষ অতিবাহন করুন। এ সময় বামাবোধিনীর প্রতিও অনুগ্রহদৃষ্টিপাত করুন। যাঁহাদের মূল্য শেষ হইয়াছে, তাঁহারা স্মরণপূর্ব্বক নববর্ষের মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন। আর যাঁহাদের নিকট ১৩১১ সালের বা সাবেক মূল্য প্রাপ্য, তাঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া দেয় মূল্য সত্বর পাঠাইয়া দিউন। অধিক বলিয়া এককালে যাঁহারা সমুদায় দেয় পরিশোধ করিতে না পারেন, তাঁহারা দয়া করিয়া ভি পিতে আগামী বৈশাখের বামাবোধিনী পাঠাইবার অনুমতি করিবেন। তাঁহারা অল্প অল্প করিয়া যেমন দিতে পারেন, লিখিলে সেইরূপ মূল্যেরই জন্য ভি পি পাঠান যাইবে। ইহাতে তাঁহাদেরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা হইবে।

কার্য্যালয়ে ১৩১১ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের বামাবোধিনী কম পড়িয়াছে; যাঁহারা ইহা ফিরত দিতে পারেন, পাঠাইলে উচিত মূল্য দিয়া লইব।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
২নং আর্ম্মেনিয়ান লেন, কলিকাতা।
৩০এ চৈত্র, ১৩১১।

নিবেদক— শ্রীপ্রিয়চরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।